পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 315 Sunday, 19 October, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩১৫ সংখ্যা ✱ ১ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

নয়াদিল্লিতে সাংসদদের অ্যাপার্টমেন্টে অগ্নিকাণ্ড

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর ঃ রাজধানী দিল্লির হাই প্রোফাইল এলাকায় আগুন। দাউদাউ করে জ্বলছে সংসদ থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে অবস্থিত সাংসদদের আবাসস্থল ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্ট। ওই অ্যাপার্টমেন্টের সব বাসিন্দাই লোকসভা বা রাজ্যসভার সাংসদ। অথচ এ হেন হাই প্রোফাইল এলাকাতেও সময়মতো দমকল না পৌঁছানোর অভিযোগ। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলের দাবি, অ্যালার্ম বাজানোর আধ ঘণ্টা পরও এলাকায় দমকল এসে পৌছায়নি। দিল্লির ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্ট ২০২০ সালেই তৈরি হয়েছে। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওই অ্যাপার্টমেন্টটির উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন দলের বহু সাংসদ ওই অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। তৃণমূলের সুব্রত বক্সি, মমতা বালা ঠাকুর, সাগরিকা ঘোষ, সাকেত গোখলের ফ্ল্যাটও রয়েছে ওই অ্যাপার্টমেন্টে। তৃণমূলের সাকেত গোখলেই প্রথম আগুন এবং দিল্লি সরকারের গাফিলতি নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় সরব হন। সাকেত সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, দিল্লির ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এই ভবনটা সংসদ থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে। সব বাসিন্দাই সাংসদ। অথচ অ্যালার্ম বাজানোর ৩০ মিনিট পরও দমকল এসে পৌঁছায়নি। বারবার ফোনও করা হয়েছে। দিল্লি সরকারের লজ্জা হওয়া উচিত। জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে আচমকা আগুন লেগে যায় ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টের একটি ফ্ল্যাটে। সেই আগুন ছড়িয়েও পড়ে। খবর দেওয়ার অনেক পর সেখানে দমকল গিয়ে পৌঁছেছে। আপাতত আগুন নেভানোর কাজ চলছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও আন্দাজ করা সম্ভব হয়নি। আগুন লাগার কারণও স্পষ্ট নয়।

ঢাকা বিমানবন্দরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, আপাতত বন্ধ সমস্ত উড়ান পরিষেবা

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর ঃ বিধ্বংসী আগুনের কবলে পড়ল ঢাকা বিমানবন্দরের একাংশ। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, কার্গো ভিলেজ বা পণ্য রাখার স্থানে শনিবার দুপুরে দাউদাউ আগুন জ্বলে ওঠে। ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক আতঙ্ক। খবর পেয়ে দমকলের অন্তত ৩০ টি ইঞ্জিন ছুটে যায় কার্গো ভিলেজের ৮ নং গেটের কাছে। কিন্তু আগুন নেভাতে হিমশিম দশা হয় দমকল কর্মীদের। আগুনের জেরে আপাতত এই বিমানবন্দর থেকে উড়ান পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। শনিবার সাড়ে ৩টে নাগাদ খবরটি নিশ্চিত করেন বাংলাদেশের অসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সহকারী জনসংযোগ পরিচালক মহম্মাদ কাউছার মাহমুদ। অডিও বার্তা দিয়েছেন বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম রাগীব সামাদ। তিনি বলেন, ‘ একটা এমারজেন্সি হ্যান্ডল করছি, আমাদের সহযোগিতা করুন।’’

‘যুগ পালটেছে, পুরনো ধ্যানধারণা ভেঙে গিয়েছে’, মন্তব্য ঋষি সুনাকের

মার্কিন ‘শুল্কযুদ্ধ’ নিয়ে আগেই ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী টনি অ্যাবট। এবার শুল্ক নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। বলেন, এখন যুগ পালটে গিয়েছে। পুরনো ধ্যানধারণাও ভেঙে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মন্তব্যের মাধ্যমে ঋষি আসলে ঘুরিয়ে ট্রাম্পকে কটাক্ষ করেছেন। সর্বভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ঋষি। সেখানে তিনি বলেন, বার্লিনের পাঁচিল ভেঙে যাওয়ার পর বিশ্বের পুরনো ব্যবস্থাগুলিও ভেঙে গিয়েছে। আমি যে সময় বড় হয়েছি, এখন সেই যুগ আর নেই। আর আমার মনে হয় না যে সেই যুগ আবার ফিরে আসবে। তবে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট। গোটা বিশ্ব আরও বহুমুখী হবে। বহুমুখীতার অন্যতম উদাহরণ হল ভারত। আমার মনে হয়, সব দেশগুলিই তাদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার উপর বেশি মনোযোগ দেবে। এরপর ভারত-ব্রিটেনের বাণিজ্যচ্যুক্তির প্রসঙ্গটিও উথ্থাপন করেন সুনাক। তিনি বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এই উদ্যোগটি নিয়েছিলাম। নতুন সরকার যে এটির বাস্তবায়ন করেছে, তার জন্য আমি খুশি। তবে চুক্তিতে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কিন্তু ভারত-ব্রিটেনের বাণিজ্যচুক্তি গোটা বিশ্বের কাছে একটি ইতিবাচক সংকেত। প্রসঙ্গত, ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাশিয়া থেকে তেল কেনার শাস্তি হিসাবেই ভারতের উপর শুল্ক চাপানো হয়েছে। তবে ট্রাম্পের ট্রেজারি সেক্রেটারি জানান, কেবল রুশ তেল কেনা নয়, ভারত যেভাবে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ‘গড়িমসি করেছে, তার জেরেও বিরাট মাপের শুল্ক বসানো হয়েছে।

পাহাড়ে ‘মধ্যস্থতাকারী’ নিয়োগের প্রতিবাদে মোদিকে চিঠি মমতার

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ১৮ অক্টোবর ঃ রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেনি। পাহাড়ে স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি তথা মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই নিয়ে বিতর্ক তৈরী হয়েছে। এনিয়ে আপত্তি তুলে এবং প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাজ্যকে অন্ধকারে রেখে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের কথা জানতে পেরে তিনি বিস্মিত এবং ব্যথিত। জিটিএ-র আওতায় থাকা দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স এলাকার আইনশৃঙ্খলা, শান্তি বজায় রাখা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। সেখানকার স্থায়ী সমাধানও ত্রিপাক্ষিক বিষয়। তাই রাজ্য প্রশাসনকে না জানিয়ে সেখানে কেন একজন মধ্যস্থতাকারী বা ইন্টারলোকুটার নিয়োগ করা হল কেন? সেই প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, সদ্যই দেশের প্রাক্তন উপ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা তথা অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার পঙ্কজ কুমার সিংহকে দার্জিলিং ও তরাই-ডুয়ার্সের ইন্টারলোকুটর বা মধ্যস্থতাকারীর (সমন্বয় রক্ষাকারী) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সমস্ত এলাকায় গোর্খাদের দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়াগুলি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নিয়োগ করা হয়েছে রাজস্থান ক্যাডারের এই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তাকে। তিনি একজন অভিজ্ঞ জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ। সীমান্ত নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক বিষয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কিন্তু এই নিয়োগের আগে নবান্নের সঙ্গে নয়াদিল্লির কোনও আলোচনা হয়নি বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। এই পদক্ষেপ দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত বলে মনে করছেন তিনি। এতে পাহাড়ে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর অনুরোধ, পঙ্কজ কুমার সিংহর নিয়োগের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে তা প্রত্যাহার করা হোক।

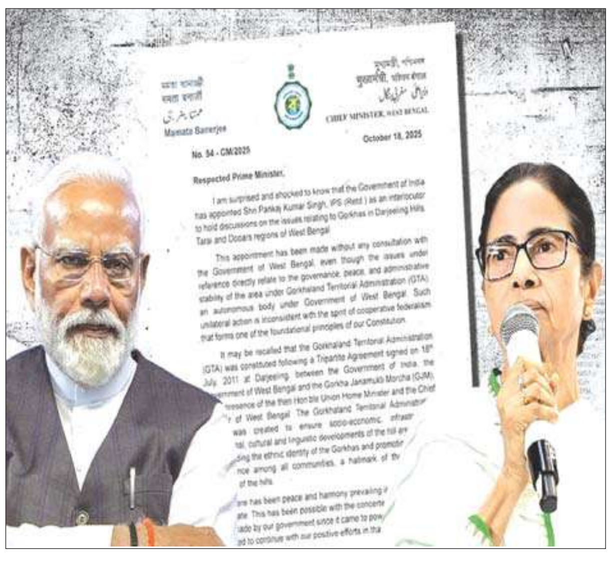

আসলে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি গোর্খাদের দীর্ঘদিনের। কিন্তু পাহাড়, তরাই-ডুয়ার্স কিংবা উত্তরবঙ্গের আরও কিছুটা অংশ নিয়ে আলাদা গোর্খাল্যান্ড ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কার্যত অসম্ভব। সেক্ষেত্রে ষষ্ঠ শিডিউলের আওতায় গোর্খাদের দাবি, আরও বেশি স্বায়ত্তশাসন। বিজেপিও দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে গোর্খাদের এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে আশ্বাস দিয়ে এসেছে প্রতি নির্বাচনের আগে। সেই আশ্বাসে ভর করে ২০০৯ সাল থেকে প্রতি নির্বাচনে বিজেপি সাংসদকে জিতিয়ে এনেছেন পাহাড়বাসীও। কিন্তু প্রত্যাশামতো ফল মেলেনি। তার অন্যতম কারণ অবশ্যই রাজ্যের তৃণমূল সরকারের তরফে পাহাড়ের ঢালাও উন্নয়ন এবং বিভিন্ন জনজাতির জন্য আলাদা বোর্ড গঠন করে তাঁদের দাবিদাওয়া পূরণ। এই পরিস্থিতিতে ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে পাহাড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ নিতান্তই পাহাড়কে উসকে দিতে এক রাজনৈতিক চাল বলে মনে করছে শাসক শিবিরের একটা বড় অংশ।

গুজরাতে মন্ত্রীভায় বদল, কৃষক-দলিতদের তুষ্ট করার চেষ্টা বিজেপির

গুজরাট হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর নিজের রাজ্য। বিজেপির রাজনৈতিক ল্যাবরেটারি। হিন্দুত্বের রাজনীতির আঁতুড়ঘর। সাংগঠনিকভাবেও দেশের মধ্যে মোদিরাজ্যেই সবচেয়ে শক্তিশালী বিজেপি। এ হেন রাজ্যে রাতারাতি মন্ত্রিসভার সব সদস্যকে সরিয়ে দেওয়া এবং বদলে আগের চেয়ে বড় মন্ত্রিসভা গঠন। কেন করল বিজেপি? এর নেপথ্যে কারণ একাধিক। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, টানা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকায় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাছাড়া দীর্ঘদিন মন্ত্রিসভায় থাকার ফলে সিনিয়র মন্ত্রীদের পরিশ্রমে অনীহা, গয়ংগচ্ছ মানসিকতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাছাা একেকে জন মন্ত্রীর কাঁধে একাধিক দপ্তরের দায়িত্ব ছিল। সেটাও ভাবাচ্ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। সেসব সমস্যা মেটাতে ভোটের বছর দুয়েক আগে একটা ঝাঁকুনি দরকার ছিল মন্ত্রিসভায়। অন্তত গেরুয়া শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব তেমনটাই মনে করছিল। এই কারণগুলি মোটামুটি সকলের জানা। কিন্তু এর বাইরেও একাধিক বড় কারণ আছে। শোনা যাচ্ছে, রাজ্যে আপের উত্থানে বিজেপি খানিক চিন্তিত। আপের সিনিয়র নেতা গোপাল ইটালিয়া সদ্য উপনির্বাচনে জিতে বিধানসভায় ঢুকেছেন। তিনিই আবার রাজ্যের কৃষকদের নিয়ে রীতিমতো আগ্রাসী আন্দোলন শুরু করেছেন। সেই আন্দোলনে বেশ ভালো সাড়াও পেয়েছেন। গুজরাটের কৃষকদের একটা বড় অংশ পাটিদার। আবার গত লোকসভা নির্বাচনে গুজরাটের বংশকাঁটা আসনটিতে জয় পেয়েছিল কংগ্রেস। ওই কেন্দ্রটি মূলত দলিত ও আদিবাসী অধ্যুষিত। তাছড়া অন্য আদিবাসী এলাকাগুলিতেও তুলনায় খারাপ ফল করেছে বিজেপি। তাই আদিবাসীদের ক্ষোভেরও একটা জায়গা ছিল। মন্ত্রিসভায় রদবদল করে সেই সব ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করা হল।

ব্রহ্মোস শুধুমাত্র ক্ষেপণাস্ত্র নয়, ভারতের ক্রমবর্ধমান দেশীয় সক্ষমতার প্রতীক ঃ রাজনাথ

লখনউ, ১৮ অক্টোবর (হি.স.)ঃ দেশের আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে আরও একটি মাইলফলক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার লখনউয়ের ব্রাহ্মোস অ্যারোস্পেস নির্মিত ব্রাহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের প্রথম ব্যাচের উদ্বোধন করেছেন। পতাকা নেড়ে ব্রাহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের প্রথম ব্যাচের উদ্বোধন করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ব্রাহ্মোস অ্যারোস্পেস চত্বরে এদিন বৃক্ষরোপণও করেন রাজনাথ সিং। এছাড়াও এসইউ-৩০-র মাধ্যমে ব্রাহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের উৎক্ষেপণ প্রত্যক্ষ করেন রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এদিন বলেন, ব্রহ্মোস শুধুমাত্র ক্ষেপণাস্ত্র নয়, বরং ভারতের ক্রমবর্ধমান দেশীয় ক্ষমতার

প্রতীক। গতি, নির্ভুলতা এবং শক্তির এই সমন্বয় ব্রহ্মোসকে বিশ্বের সেরা ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে একটি করে তোলে। ব্রহ্মোস ভারতের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বায়ুসেনার মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে। অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ তুলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এদিন তোপ দাগেন রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, অপারেশন সিঁদুরে যা ঘটেছিল তা শুধুমাত্র ট্রেলার ছিল। কিন্তু সেই ট্রেলার পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ভারত যদি পাকিস্তানের জন্ম দিতে পারে, তাহলে তারা আর কী করতে পারে সে সম্পর্কে আমার আর কিছু বলার দরকার নেই।

ওমানে প্রতারণার মুখে ১১ পরিযায়ী শ্রমিক! সাহায্যে এগিয়ে এল রাজ্য সরকার

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ১৮ অক্টোবর ঃ কাজের সূত্রে বিদেশ-বিভুঁইয়ে গিয়ে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা। অভিযোগ, ওমানে গিয়ে অসাধু চক্রের উপর ভরসা করে সেখানে কোনও স্থায়ী ঠাঁই পাচ্ছিলেন না মুর্শিদাবাদের ১১ জন শ্রমিক। এখান থেকে ওখানে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিল। সেই খবর পেয়ে তাঁদের সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হল রাজ্য সরকার। আর তার জেরে এই মুহূর্তে ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা ওমানের ভারতীয় দূতাবাসের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন। বিদেশ মন্ত্রকের কাছে নবান্ন আবেদন জানিয়েছে, ওই শ্রমিকদের যাতে দ্রুত ঘরে ফিরিয়ে আনা যায়। এনিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের পোস্টে লেখা - ‘ ওমানে যাওয়া মুর্শিদাবাদের ১১ জন পরিযায়ী শ্রমিক একটি অসাধু নিয়োগ সংস্থার দ্বারা প্রতারণার শিকার হয়ে ওখানেই আটক হয়ে পড়েছিলেন। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় তাঁরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁদের দুর্দশার খবর পেয়ে আমাদের জনদরদি মা-মাটি-মানুষের সরকার তৎক্ষণা হস্তক্ষেপ করে, তাঁদের নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিত করেছে। রাজ্য সরকারের সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে মানুষগুলো এখন ওমানে ভারতীয় দূতাবাসের হেফাজতে আছেন, যেখানে তাঁদের খাবার ও থাকার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। জীবিকার সন্ধানে বাড়ি ছেড়ে আসা এই মানুষগুলো এখন তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য সাহায্য চেয়েছেন। আমরা আশা করি বিদেশমন্ত্রক এই বিষয়ে দ্রুত এবং মানবিক পদক্ষেপ করবে, যাতে তাঁরা নিরাপদে দেশে ফিরে আসতে পারেন।’এই প্রথম নয়। আগেও যখন কর্মসূত্রে বিদেশে গিয়ে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা বিপদে পড়েছেন, তখন সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিম তাঁদের উদ্ধারে সাহায্য করেছে। আর বাংলার বাইরে পরিযায়ী শ্রমিকরা ‘ হলে তো রাজ্য সরকারের উদ্যোগেই তাঁরা ঘরে ফিরতে পেরেছেন। এবার ওমানের ঘটনাতেও তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল।

বিধানসভা নির্বাচনে ২০১০-এর রেকর্ড ছাড়াবে বিজেপি! হুঙ্কার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

পটনা, ১৮ অক্টোবর ঃ বিহারের রাজনীতি এখন চরম উত্তেজনার পর্যায়ে। ভোটের কাউন্ট ডাউন শুরু হতেই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে শুরু হয়েছে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের লড়াই। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং-এর মন্তব্য নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তাঁর দাবি ২০১০ সালের রেকর্ডকেও এবার ছাড়িয়ে যাবে এনডিএ। বিহারের মানুষ উন্নয়ন চায়, বিভাজন নয়। বিহারের রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই মন্তব্য শুধু আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ নয়, বরং এনডিএ শিবির থেকে স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা-তারা এখন একক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। বিজেপি-জেডিইউর জোট আবারও পুরনো ছন্দে ফিরছে, আর তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বাধীন মহাগঠবন্ধন ক্রমে ভাঙনের পথে। গিরিরাজ সিং বলেন, ২০১০ সালে আমরা জেডিইউ-র সঙ্গে মিলে ২০৬টি আসন জিতে রেকর্ড করেছিলাম।

কালীপুজোয় মেট্রো কম, তবে বিশেষ বন্দোবস্ত

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর, (হি.স.)ঃ দুর্গাপুজোর পর কালীপুজোতেও যাত্রীদের কথা ভেবে বিশেষ মেট্রোর বন্দোবস্ত। সোমবার কালীপুজোয় প্রতিটি রুটেই রাতে শেষ মেট্রোর সময়সীমা বাড়ছে। ভিড় সামাল দিয়ে যাত্রী পরিষেবা স্বাভাবিক রাখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ মেট্রো কর্তৃপক্ষের। ব্লু লাইন অর্থাৎ শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ২৭২টি মেট্রো চলে। তবে কালীপুজোয় চলবে মোট ১৪৪টি। সকাল ৬টা ৫০

মিনিটের পরিবর্তে নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম রুটে সকাল ৭.৫৪ মিনিটে শুরু হবে পরিষেবা। সকাল ৬টা ৫৪ মিনিটে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে। মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটের বদলে সকাল ৮টায় শুরু হবে প্রথম মেট্রো পরিষেবা। তবে এই রুটে রাতের মেট্রো পরিষেবার সময়সীমা বাড়বে। রাত ৯টা ২৮ মিনিটের বদলে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১০টা ৫১ মিনিটে। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত রাত ৯টা ৩৩ মিনিটের বদলে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১১টায়।

‘বিহারকে জঙ্গলরাজ থেকে মুক্ত করেছেন নীতীশ’, বললেন শাহ

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর ঃ ভোটের ঢাকে কাঠি পড়তেই প্রচারের ধুম পড়ে গিয়েছে বিহারে। সেখানে পা রেখেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানেই এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আরজেডি প্রধান তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবকে তুলোধোনা করলেন শাহ। বললেন, অতীতে ২০ বছর ধরে বিহারে জঙ্গলরাজ চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বিহারকে সেই জঙ্গলরাজ থেকে মুক্ত করেছেন। ভয়াবহ সে দিন যেন পোশাক বদলে ফিরে না আসে। তিন দিনের সফরে বিহার এসেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানেই এক বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে বিহারের অতীত ‘ তুলে ধরে শাহ বলেন, লালু-রাবড়ির জঙ্গলরাজ বিহারকে অর্ধশতাব্দী পিছনে ফেলে দিয়েছে। বিহার তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়েছে। ওই জমানায় বিহার পরিণত হয়েছিল একটি ‘জঙ্গল রাজ্যে। শুধুমাত্র ১৫ বছরের জঙ্গলরাজে বিহার তার গরিমা, সম্পদ ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। কল্পনা করে দেখুন সেই ভয়াবহ ১৫ বছর কেমন ছিল। বিহারবাসীর কাছে অনুরোধ সেই জঙ্গলরাজ যেন পোশাক বদলে আবার ফিরে না আসে। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের প্রশংসা করে শাহ বলেন, নীতীশ কুমার বিহারকে জঙ্গলরাজ থেকে মুক্ত করেছে। গত

১১ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদি বিহারের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদির ১১ বছর গরিব মানুষের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। গত ১০ বছরে বিহারে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে। তোলাবাজি, গণহত্যা শেষ হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন চলছে। নতুন নতুন রাস্তাঘাট হচ্ছে। আগামী ১০ বছরের লক্ষ্য ঠিক হয়ে গিয়েছে। গঙ্গার উপর ১০টি নতুন ব্রিজ তৈরি হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে ৪টি সম্পন্ন হয়েছে। আমার বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে পাটনা থেকে গয়া যেতে আমার সাড়ে ছয় ঘন্টা সময় লেগেছে। এখন, মাত্র দুই ঘন্টা লাগে। ১০ বছরে বিহারকে আমরা শিল্প রাজ্যে পরিণত করব। আমরা জানি বিহারের মানুষ পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান। বিহারকে এআই হাব হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এআই প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে আমরা সচেষ্ট থাকব। নরেন্দ্র মোদি ২০২৪ সালের বাজেটে কোসি নদীর জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এর ফলে ৫০,০০০ একরেরও বেশি জমি সেচের সুবিধা পাবে এবং রাজ্য সম্পূর্ণ বন্যামুক্ত হবে।অনুপ্রবেশকারীর নামে বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা মেরুকরণের অভিযোগ খণ্ডন করে শাহ আরও বলেন, অনুপ্রবেশ একটি গুরুতর সমস্যা। আমি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে বলেছি। সেখানে ‘হিন্দু’ বা ‘মুসলমান’ নাম উল্লেখ করিনি। সমস্যা হলো বিরোধীদের, যারা বলছে যে মুসলিমরা অনুপ্রবেশকারী, তাহলে তাই তাদের থাকতে দিন। এটা সাম্প্রদায়িকতা এবং মেরুকরণের রাজনীতি। আমরা এমন কিছু করতে পারি না।

‘নাগে’র ছোবলে পুড়ে খাক হবে শত্রুর ট্যাঙ্ক! ভারতীয় সেনার হাতে কালান্তক অস্ত্র

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর ঃ ‘নাগ এমকে ২’। যত অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক হোক না কেন, তাকে ধ্বংস করতে সক্ষম এই ক্ষেপণাস্ত্র। এবার হালকা ওজনের ট্যাঙ্ক থেকে উৎক্ষেপণ করা হল ওই মিসাইল। যা অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক মাইলফলক বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে থাকা ‘ গুঁড়িয়ে দিয়েছে নাগ। ট্যাঙ্ক যতই অত্যাধুনিক হোক না কেন তাকে ধ্বংস করতে সক্ষম ‘ বিশেষজ্ঞদের দাবি, যে কোনও জটিল অপারেশনে ভারতীয় সেনার গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হতে চলেছে ‘ মার্ক ২’। ক্ষেপণাস্ত্রটির পাল্লা, নির্ভুল নিশানা ও উচ্চমানের আক্রমণ-ক্ষমতা- সব দিক থেকেই এদিনের পরীক্ষায় সফল নাগ। এদিকে যে হালকা ওজনের ট্যাঙ্ক থেকে তা নিক্ষেপ করা হল সেটির নকশা তৈরি করেছে ডিআরডিও। নির্মাণ করেছে লার্সন অ্যান্ড টুব্রো। নাগ

ক্ষেপণাস্ত্রের বিশেষত্ব হল, জটিলতা বিহীন ও সহজে নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম এটি। অত্যাধুনিক যে কোনও ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গা৷ মুহূর্তে ধ্বংস করতে সক্ষম এটি। এছাড়া, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা যে কোনও জায়গায় সহজে স্থাপন করা যেতে পারে এটি। সহজে বহন করাও সক্ষম। মিসাইলের সফল পরীক্ষার পর সেনা ও ডিআরডিও-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ‘ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আজ এক গর্বের মুহূর্ত’ বলেও এই মুহূর্তকে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন শত্রু পাকিস্তানকে রীতিমতো কাঁদিয়ে ছেড়েছিল ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র আকাশ। মাঝ আকাশেই ধুলিসা করেছিল পাকিস্তানের ছোড়া একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র-বিমান। ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ও শত্রু বিমান ধ্বংসে এর জুড়ি মেলা ভার। এই তালিকায় নাগের অন্তর্ভুক্তি যে শত্রু দেশের মেরুদণ্ডে শীতল প্রবাহ বইয়ে দেবে তাতে নিশ্চিত ওয়াকিবহাল মহল।

আফগানিস্তান-পাকিস্তান সংঘর্ষ থামানোর ইচ্ছা প্রকাশ ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর ঃ আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে উত্তেজনা। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দাবি করলেন, এই সংঘাত থামানো তাঁর পক্ষে সহজ। আগেই ট্রাম্পকে দাবি করতে দেখা গিয়েছিল, ৭টি যুদ্ধ থামিয়েছেন তিনি। আর সেই কারণে নিজেকে নোবেলের যোগ্য বলে দাবি করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। তবে শান্তির নোবেল অধরাই থেকে গিয়েছে তাঁর। তবুও কি ফের আরও একটি যুদ্ধ থামাতে তপর হবেন তিনি? মন্তব্যে তেমনই ইঙ্গিত। হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেছেন ট্রাম্প। আর সেই বৈঠকের ফাঁকেই তাঁকে মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে, যদি আমাকে যদি এর সমাধান করতে হয় তবে এটার সমাধান করা আমার পক্ষে সহজ। এর মধ্যেই আমাকে আমেরিকা চালাতে হবে, কিন্তু আমি যুদ্ধ সমাধান করতে ভালোবাসি। জানেন কেন? আমি নরহত্যা করা বন্ধ করতে চাই। আমি লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচিয়েছিও। প্রসঙ্গত, ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতিতেও নিজের কৃতিত্ব দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্দ। যদিও ভারত সরকারের একাধিক প্রতিনিধি, এমনকী খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধবিরতির কথাই বলেন। তৃতীয়পক্ষ মধ্যস্থতা করেননি বলেও জানান। এমনকী ফোনেও ট্রাম্পকে সেকথা সরাসরি স্পষ্ট করে দেন মোদি। উল্লেখ্য, আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল ও কান্দাহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে বিমান হামলা চালিয়েছে পাক বায়ুসেনা। পালটা জবাবে সীমান্তে হামলা চালিয়েছে আফগান সেনাও। গত বুধবার

রীতিমতো যুদ্ধের চেহারা নিয়েছিল সংঘাত। পাক বিমানবাহিনীর হামলায় ১৫ আফগান নিহত হয়। আহত হয় শতাধিক। এরপরও পাকিস্তানের স্পিন বোলদাক সীমান্তচৌকি দখল করে নেয় তালিবানরা। ডুরান্ড লাইনের কাছে পরিত্যক্ত পাকিস্তানি সেনা পোস্ট থেকে উদ্ধার করা পাক সেনাদের খাকি প্যান্ট ও অস্ত্র তালিবান যোদ্ধারা উদ্ধার করে সেগুলি উঁচিয়ে জনসমক্ষে জয়ের নিশানা হিসাবে প্রদর্শন করে। হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের পর তাঁকে ফের ভারতের রুশ তেল কেনা নিয়ে আস্ফালন করতে দেখা গেল। এবার তাঁর দাবি, ভারত নাকি রাশিয়া থেকে তেল কেনা ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দিয়েছে! এদিন তাঁকে বলতে শোনা যায়, ভারত আর রাশিয়ার থেকে তেল কিনবে না। ওরা আগের থেকে শান্ত হয়ে গিয়েছে। গত বুধবারই ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। আর তখনই নাকি তিনি ট্রাম্পকে কথা দিয়েছেন, নয়াদিল্লি আর রাশিয়ার থেকে তেল কিনবে না। এই পদক্ষেপকে ‘ পদক্ষেপ’ বলেও দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পাশাপাশি মোদিকে ‘ বলে সম্বোধন করে মোদির দাবি, আমাদের মধ্যে দারুণ সম্পর্ক রয়েছে। যদিও ট্রাম্পের এহেন দাবি উড়িয়ে দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে ওইদিন কোনও ফোন হয়নি। বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, ‘ হোক বা সামনাসামনি আলোচনা, গতকাল কোনওটাই হয়নি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে। গতকাল দুই রাষ্ট্রপ্রধান একে অপরকে ফোন করেননি।’

রাঁচির কালীপুজোর প্যান্ডেলে ১১০১ জন মহিলার মহাআরতি

রাঁচি, ১৮ অক্টোবর ঃরাঁচির হরমু রোড কালীপুজো স্বাগত সমিতির পক্ষ থেকে এ বছর বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ২১ অক্টোবর ১১০১ জন মহিলা একই রঙের শাড়ি পরে দেবী কালীকে মহাআরতি করবেন।শনিবার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জানান, এ বছর সমিতির ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। প্রতিবছর সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে সমিতি থিমভিত্তিক কালীপুজোর আয়োজন করে। এ বছর পুজোর মূল বার্তা - ' নেশামুক্ত সমাজ'। তিনি জানান, ২০ অক্টোবর পুজো অনুষ্ঠিত হবে এবং তার পরদিন ২১ অক্টোবর ১১০১ জন মহিলাদের অংশগ্রহণে মহাআরতি হবে। অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপস্থিত থাকবেন।

বিজেপি-নীতীশ কুমার জোট সরকার বিহারের উন্নয়ন করেছেঃনায়াব সিং সাইনি

পাটনা, ১৮ অক্টোবরঃ বিজেপি-নীতীশ কুমার জোট সরকার বিহারের উন্নয়ন করেছে। জোর দিয়ে বললেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি। শনিবার সকালে পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাইনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে বিহার বদলে গেছে। পূর্ববর্তী সরকারগুলি দরিদ্রদের আরও দরিদ্র করে তুলেছিল। ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। রাস্তাঘাট ছিল না। কংগ্রেস-আরজেডি শাসনকালের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা যদি কেউ মনে করে, তাহলে তাদের গা শিউরে ওঠে। বিজেপি-নীতীশ কুমার জোট সরকার বিহারকে উন্নত করেছে। মাথাপিছু আয় বেড়েছে। আরজেডি ও লালুপ্রসাদ যাদবকে কটাক্ষ করে সাইনি বলেন, দুর্নীতি লালু প্রসাদ এবং তাঁর দলের ডিএনএ-তে আছে। তিনি সবচেয়ে বড় অপরাধীদের একজন এবং সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি। কিন্তু এখন, বিহারের মানুষ সচেতন এবং বোঝে যে অনাচারের যুগ আর ফিরে আসবে না। মানুষ উন্নয়ন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা চায় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ সরকারই এই অগ্রগতির নেতৃত্ব দিচ্ছে।

দীপাবলিতে স্বাস্থ্য দফতর সতর্ক মোডে, ২৪ ঘণ্টা চালু থাকবে চিকিৎসা পরিষেবা

দেহরাদূন, ১৮ অক্টোবর ঃ দীপাবলি উসবকে সামনে রেখে উত্তরাখণ্ড সরকার রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ সক্রিয় ও সতর্ক রাখার নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ ধন সিং রাওয়াতের নির্দেশে স্বাস্থ্য দফতর সব জেলা প্রশাসন ও চিকিসা প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক মোডে রেখেছে, যাতে যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।শনিবার মুখ্যমন্ত্রী ধামি জানিয়েছেন, উসবের আনন্দ তখনই অর্থবহ যখন প্রত্যেক নাগরিক নিরাপদ ও সুস্থ থাকে। তিনি সব হাসপাতাল, অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা ও জরুরি চিকিৎসা বিভাগকে ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি চিকিৎসাকর্মীদের পর্যাপ্ত নিয়োগ, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও যন্ত্রপাতির মজুত, রক্তব্যাঙ্ক ও বার্ন ইউনিটগুলির কার্যক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়েছে।স্বাস্থ্য সচিব ডঃ আর. রাজেশ কুমার জানিয়েছেন, দীপাবলির সময় কোনও অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা বা অন্যান্য স্বাস্থ্যজরুরি পরিস্থিতির আশঙ্কা মাথায় রেখে হাসপাতাল, ট্রমা সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমগুলি সম্পূর্ণভাবে সচল রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ১০৮ ন্যাশনাল অ্যাম্বুল্যান্স সার্ভিস, জেলা কন্ট্রোল রুম এবং হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও প্যারামেডিক স্টাফের ডিউটি নির্ধারিত করা হয়েছে।তিনি আরও জানান, অগ্নিনির্বাপন, পুলিশ, পরিবহন ও স্বাস্থ্য দফতরের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা হয়েছে, যাতে যে কোনও পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়া যায়। ভি।ভাট্রা এলাকায়, বাস টার্মিনাল, রেলওয়ে স্টেশন ও বাজারে মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট মোতায়েন থাকবে। নাগরিকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য সচিব দু'জনেই আবেদন জানিয়েছেন, দীপাবলিতে নিরাপত্তা বিধি মেনে উৎসব পালন করুন। আতসবাজি ব্যবহারে সতর্ক থাকুন, বিদ্যুৎ যন্ত্রপাতি সচেতনভাবে

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেশবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় ধনতেরাসের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর ঃ দীপাবলির শুভ সূচনা হিসেবে যে উৎসবটি দেশজুড়ে আনন্দ ও আধ্যাত্মিকতায় ভরিয়ে তোলে, সেটি হলো ধনতেরাস। এই পবিত্র দিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমগ্র দেশবাসীর প্রতি জানালেন আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা। শনিবার সকালে এক্স (প্রাক্তন টুইটার) মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, দেশে আমার সকল পরিবারের সদস্যদের ধনতেরাসের আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই পবিত্র উপলক্ষে আমি সকলের সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করছি। ভগবান ধন্বন্তরি সকলকে যেন আশীর্বাদ করেন। এই বার্তায় উঠে এসেছে একদিকে পারিবারিক আবেগ, অন্যদিকে এক গভীর সাংস্কৃতিক সংহতির প্রতীক, যা ভারতীয় সমাজের মূলে প্রোথিত।প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা যেমন দেশবাসীর মনে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়েছে, তেমনই এদিন থেকে শুরু হয়েছে আলোর উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা। ধনতেরাস বা ধনত্রয়োদশী হলো সেই বিশেষ দিন, যেদিন দেবী লক্ষ্মী, ধনদেবতা কুবের ও দেবঔষধবিদ ধন্বন্তরীর আরাধনা করা হয়। হিন্দু ধর্মমতে বিশ্বাস করা হয়, এই দিনেই সমুদ্র মন্থনের সময় দেবতা ও অসুরদের সম্মিলিত প্রয়াসে উত্থিত হয়েছিলেন ধন্বন্তরী, যিনি হাতে নিয়ে এসেছিলেন অমৃতের কলস। তাই এই দিনটি ধন, আরোগ্য ও আয়ুর প্রতীক হিসেবে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।প্রধানমন্ত্রীর বার্তার পর থেকেই দেশের নানা প্রান্তে ধনতেরাসের উৎসবের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, চেন্নাই থেকে শুরু করে ছোট ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলেও শুরু হয়েছে পূজার আয়োজন। বাড়ি বাড়ি চলছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ, নতুন করে রং করা হচ্ছে দরজা জানালা, ঝাড় দেওয়া হচ্ছে প্রতিটি কোণ। বিশ্বাস করা হয়, ধনতেরাসের দিনে ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখলে দেবী লক্ষ্মী তাতে প্রবেশ করেন এবং সংসারে আসে সুখ-সমৃদ্ধি।শাস্ত্রমতে, ধনতেরাসের দিনে সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয়। ঘরের বাইরে, বারান্দায়, বা উঠোনে রাখা হয় ছোট ছোট প্রদীপ, যা আলোর মাধ্যমে অন্ধকার দূর করে ধন ও সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। অনেকেই আবার ঘরের দক্ষিণ কোণে বা প্রধান দরজার পাশে প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকেন, যাতে অশুভ শক্তি প্রবেশ না করতে পারে। সন্ধ্যাবেলায় মহালক্ষ্মীর পাশাপাশি কুবের ও ধন্বন্তরীর পূজা করা হয়। দেবী লক্ষ্মী ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী, কুবের হলেন দেবতাদের ধনরক্ষক এবং ধন্বন্তরী চিকিৎসা ও আয়ুর দেবতা- এই ত্রয়ীর পূজা করে সংসারে অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ের উন্নতি কামনা করা হয়।ধনতেরাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও এক বিশেষ রীতি, তা হলো কেনাকাটা। প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বাস করা হয়, এই দিনে ধাতু ক্রয় করলে গৃহস্থালিতে আসে শুভফল। তাই এই দিনে সোনা, রূপা, তামা, পিতল, এমনকি লোহার জিনিস কেনা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। অনেকে সোনার অলঙ্কার কেনেন, কেউ কেউ আবার নতুন বাসন, ঝাঁটা, নুন, এমনকি নতুন ঝোলার ব্যাগ পর্যন্ত কেনেন। এই কেনাকাটা শুধুমাত্র ঐতিহ্যের প্রতীক নয়, বরং এটি সংসারের নতুন সূচনা, মঙ্গল ও আর্থিক স্থিতিশীলতার আহ্বান হিসেবেও বিবেচিত।এ বছরও ধনতেরাস উপলক্ষ্যে দেশের বাজারে দেখা গিয়েছে বিশেষ ভিড়। গয়নার দোকানে লম্বা সারি, বাসনপত্রের দোকানে ভি।, এমনকি অনলাইন শপিং সাইটগুলোতেও ধনতেরাস সেলে ভরে উঠেছে ক্রেতাদের আগ্রহ। দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই দিনটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই উসবের সময়েই মূলত দীপাবলি কেনাকাটার সূচনা হয়, যা খুচরো বাণিজ্যে এক বিশাল গতি আনে। ব্যবসায়ীদের মতে, ধনতেরাসের দিনেই অনেক সময় সারা বছরের সর্বাধিক বিক্রি হয়।প্রধানমন্ত্রী মোদীর শুভেচ্ছাবার্তায় যেমন উঠে এসেছে জনগণের কল্যাণের প্রার্থনা, তেমনই তা এক প্রকার বার্তা বহন করে সমাজে ঐক্য ও ইতিবাচক চিন্তার প্রসার ঘটানোর। তাঁর বার্তায় ' সদস্য' শব্দবন্ধের ব্যবহার আবারও মনে করিয়ে দেয় যে দেশের প্রতিটি নাগরিক তাঁর কাছে এক বৃহত্তর পরিবারের অংশ। ধর্ম, ভাষা, জাতি নির্বিশেষে এক সূত্রে বাঁধা এই দেশকে আরও ঐক্যবদ্ধ করতে তাঁর এই বার্তা যেন এক প্রতীকী আহ্বান।ধনতেরাস কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং এটি ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত এক জীবনদর্শন। এই দিনে মানুষ শুধু সম্পদের প্রার্থনা করে না, বরং মানসিক ও শারীরিক শান্তি, স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক মঙ্গল কামনা করে। ভগবান ধন্বন্তরীর আরাধনার মধ্য দিয়ে মানুষ স্বাস্থ্য ও আয়ুর গুরুত্ব স্মরণ করে। আধুনিক সমাজে যেখানে মানসিক চাপ ও আর্থিক প্রতিযোগিতা জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে, সেখানে ধনতেরাসের মতো উৎসব মানুষকে আবারও মনে করিয়ে দেয় - প্রকৃত সম্পদ শুধুমাত্র অর্থ নয়, বরং শান্তি, ভালোবাসা ও সুস্বাস্থ্যও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।এদিন বহু জায়গায় আয়োজন করা হয় ধন্বন্তরী যজ্ঞেরও। হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র ও আয়ুর্বেদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পালন করা হয় বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান। চিকিৎসক ও রোগীরা একত্রিত হয়ে ধন্বন্তরী দেবতার আশীর্বাদ কামনা করেন। আবার বহু পরিবারেই সন্ধ্যাবেলায় ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন জামা, মিষ্টি ও আলোর প্রদীপ, যেন তারা ছোটবেলা থেকেই বুঝতে পারে, ধনতেরাস মানে শুধু কেনাকাটা নয়, বরং তা এক মহামিলনের দিন।দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধনতেরাস ঘিরে নানা লোককথা প্রচলিত। যেমন উত্তর ভারতে মনে করা হয়, এই দিনে যমরাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঘরের বাইরে দক্ষিণমুখে প্রদীপ জ্বালালে অকালমৃত্যুর আশঙ্কা দূর হয়। আবার দক্ষিণ ভারতে বিশ্বাস করা হয়, এই দিনে লক্ষ্মী দেবী ও বিষ্ণুর যুগল আরাধনা করলে সংসারে আসে অনন্ত ঐশ্বর্য। বাংলাতেও বহু ঘরে এই দিন দেবী লক্ষ্মী ও ধন্বন্তরীর আরাধনা হয়, এবং পরদিনই পালিত হয় দীপাবলি।উৎসবের এই সময় মানুষের মনে যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়, তা যেন সমাজের সব স্তরেই সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বার্তা সেই ভাবনাকেই আরও জোরালো করেছে। তাঁর প্রার্থনা যেন দেশের প্রতিটি ঘরে আলো ও সমৃদ্ধির স্ফুরণ ঘটায়, ঠিক যেমন ধনতেরাসের প্রদীপ অন্ধকার দূর করে নতুন আশার আলো জ্বালায়। আজকের দিনে যখন সমাজ নানা সমস্যা, বিভাজন ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন ধনতেরাসের মতো উৎসব মানুষকে একত্রিত করে - মনে করিয়ে দেয়, শেষ পর্যন্ত আলোই অন্ধকারকে জয় করে। সুখ, শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও ঐক্যের যে বার্তা প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, তা শুধু ধর্মীয় প্রেক্ষিতেই নয়, বরং জাতীয় সংহতির প্রতীক হিসেবেও তাৎপর্যপূর্ণ। ধনতেরাসের এই শুভক্ষণে তাঁর বার্তা যেন প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে আশার দীপ জ্বালায় - এমনটাই প্রত্যাশা দেশবাসীর।এইভাবেই ধনতেরাসের শুভক্ষণে আলো, আনন্দ ও প্রার্থনায় ভরে উঠেছে গোটা দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছাবার্তা যেন হয়ে উঠেছে সেই আলোর প্রতীক, যা শুধু ঘর নয়, দেশের প্রতিটি হৃদয়েও জ্বালিয়ে দিয়েছে আশার প্রদীপ - সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের আলোকরেখায় স্নাত এক নতুন সূচনার প্রতিশ্রুতি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের এক বছরের সাফল্য সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া উত্তর

নতুন দিল্লি, ১৮অক্টোবরঃউত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন এবং যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের এক বছরের সাফল্য সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ডঃ চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি-সহ মন্ত্রকের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।শ্রী সিন্ধিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত এক বছরে এই অঞ্চলে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। সংস্কার, জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চল নতুন আস্থায় ভরপুর। এই অঞ্চল প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতায় দেশের প্রথমসারিতে এগিয়ে এসেছে।শ্রী সিন্ধিয়া জানান, দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উপাদনের তুলনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপাদনের হার অনেক বেশি। এই অঞ্চলে সাক্ষরতার হারও অন্যান্য অঞ্চলের নিরিখে বেশি। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনবিন্যাসের বৈচিত্র্য নতুন শক্তি সঞ্চার করে। এই অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের নেতৃত্বে পর্যটন, বিনিয়োগ, হস্তশিল্প, কৃষি, পরিকাঠামো, খেলাধুলা, অর্থনৈতিক করিডোর এবং আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। শিলং বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ, কৈলাশহর বিমানবন্দরের উন্নয়ন সহ এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।শ্রী সিন্ধিয়া জানান, ডিসেম্বরে দিল্লিতে অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবে আটটি রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। আগরতলায় অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ব্যাঙ্কার্স কনক্লেভে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ৫১-টি নতুন শাখা খোলা ছাড়াও এটিএম কাউন্টার খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যটন ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে আসামের মুগা সিল্ক, মেঘালয়ের লাকাডঙ হলুদ, মণিপুরের পোলো এবং ত্রিপুরার আনারস বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। কাজিরাঙা, জিরো, সোহরা, থেনজল, মাতাবাড়ি, কিষামা, নামচি এবং মৈরাং-এ পর্যটন শিল্পের প্রসারে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।গত ১১ বছরে এই অঞ্চলে নতুন নতুন বিমানবন্দর তৈরি হয়েছে। এক সময়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যে মাত্র নটি এয়ারপোর্ট ছিল। সিকিম এবং অরুণাচল প্রদেশে কোনো বিমানবন্দর ছিল না। বর্তমানে ওই অঞ্চলে ১৭-টি বিমানবন্দর রয়েছে। এর মধ্যে চারটি অরুণাচল প্রদেশে। ২০২৯ সালের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যে রেল যোগাযোগ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের বাকি অংশের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে যুক্ত করতে ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ড ত্রিদেশীয় মহাসড়ক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে কৃষি, উদ্যানপালন এবং শিল্পায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভোজ্য তেলের জন্য জাতীয় মিশনের আওতায় এই অঞ্চলে ৬৮ হাজার হেক্টর জমিতে চাষাবাদ শুরু হয়েছে। বাঁশ শিল্পের প্রসারে ১২৬ কোটি টাকার বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। মোট ২ হাজার ৫৮৭ জন হস্ত শিল্পীকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে শিল্পোদ্যোগকে উসাহিত করতে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্যও নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দিল্লিতে বাজি পোড়ানোর ছাড়, কিন্তু দূষণের আশঙ্কায় উদ্বেগ বাড়াল পরিবেশবিদদের চিন্তা

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবরঃ দীপাবলির আগে রাজধানী দিল্লিতে নতুন করে জেগে উঠেছে এক বিতর্ক। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবার বাজি পোড়ানোয় নেই কোনও পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা। আদালতের তরফে অনুমতি দেওয়া হয়েছে পরিবেশবান্ধব বা ' গ্রিন ক্র্যাকার' ব্যবহারের, তবে শর্ত সাপেক্ষে। এই ঘোষণার পরই রাজধানীতে উসবের আমেজ ছড়িয়ে প।ছে ঠিকই, কিন্তু অন্যদিকে পরিবেশবিদদের মধ্যে তৈরি হয়েছে গভীর শঙ্কা। কারণ, ইতিমধ্যেই দিল্লির বাতাসের গুণমান উদ্বেগজনক মাত্রায় পৌঁছেছে, আর এই আবহে বাজির ধোঁয়া যুক্ত হলে পরিস্থিতি যে আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে, তা নিয়ে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।শনিবার সকাল থেকেই রাজধানীর আকাশে ধোঁয়াটে আবহ, সূর্যরশ্মিও যেন ম্লান। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্ট বলছে, দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) ইতিমধ্যেই ' পর্যায়ে নেমে এসেছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে শুরু হয়েছে খেত পো।।নোর মরসুম, ফলে বায়ুমণ্ডলে জমছে বিপুল পরিমাণ ধোঁয়া। তার সঙ্গে যদি বাজির ধোঁয়া যুক্ত হয়, তাহলে দীপাবলির পরের সকালটি কুয়াশা নয়, বিষাক্ত ধোঁয়ায় ঢেকে যেতে পারে- এমন আশঙ্কাই করছে রাজধানীবাসী।এই পরিস্থিতিতেই সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনেকের কাছে বিস্ময়কর লেগেছে। আদালত বলেছে, রাজ্য সরকার চাইলে পরিবেশবান্ধব বাজি ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারে, তবে তা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে শব্দদূষণ ও বায়ুদূষণ সীমার মধ্যে থাকে। আদালতের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বাজি প্রস্তুতকারক সংস্থা ও ব্যবসায়ীরা। তাঁদের মতে, বহুদিন পর বাজারে প্রাণ ফিরতে পারে। কিন্তু পরিবেশবিদরা বলছেন, ' গ্রিন ক্র্যাকার' নামের এই বাজিগুলির প্রকৃত প্রভাব এখনও পুরোপুরি প্রমাণিত নয়। বাস্তবে এগুলিও যথেষ্ট পরিমাণে ধোঁয়া ও রাসায়নিক নির্গত করে, যা মানুষের শ্বাসযন্ত্রের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।ভ্ভ্পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. নীনা কুমার বলেন, গ্রিন ক্র্যাকার মানেই পুরোপুরি দূষণমুক্ত নয়। এগুলিতে কিছু ক্ষতিকর উপাদান কম থাকে, কিন্তু শব্দ ও ধোঁয়ার দূষণ তবুও হয়। দিল্লির বর্তমান অবস্থায় সামান্য দূষণও মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। তিনি আরও জানান, রাজধানীর বাতাসে বর্তমানে পিএম ২.৫ কণিকার মাত্রা বিপজ্জনক সীমার তিনগুণেরও বেশি। এই অবস্থায় যদি মানুষ দীপাবলির রাতে ঘনঘন বাজি পো।।য়, তাহলে তা শিশু, বৃদ্ধ ও শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগীদের জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করবে।অন্যদিকে প্রাণী অধিকার সংগঠনগুলির উদ্বেগও বে।ছে। তাঁদের মতে, দীপাবলির রাত মানেই পোষা প্রাণীদের আতঙ্কের সময়। হঠা বিস্ফোরণের শব্দে তারা ভয়ে কাঁপে, অনেক সময় দৌ।ে পালিয়ে যায় বা দুর্ঘটনার শিকার হয়। প্রাণী অধিকারকর্মী রুচিকা ভার্মা বলেন, প্রতিবছর দীপাবলির সময় আমরা অসংখ্য কুকুর, বিড়াল, এমনকি পাখিদের আহত অবস্থায় উদ্ধার করি। এবার যদি আবারও বাজির অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে সেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে।ভ্ভদিল্লি সরকার যদিও জানিয়েছে, তারা আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী শুধুমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজি বিক্রির অনুমতি দেবে। বাজি পোড়ানোও সীমিত সময়ের মধ্যে রাখতে হবে, এবং শুধুমাত্র 'গ্রিন ক্র্যাকার' ব্যবহারই অনুমোদিত হবে। পুলিশ প্রশাসনও জানিয়েছে, বাজির অনুমতি মানে এই নয় যে কেউ বেপরোয়া আচরণ করবে। দিল্লি পুলিশ ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করেছে এবং দূষণবিরোধী আইন ভাঙলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।কিন্তু সাধারণ মানুষ কতটা সেই নির্দেশ মেনে চলবেন, সেই নিয়েই সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। গত বছর দীপাবলিতে দিল্লি সরকার সম্পূর্ণ বাজি নিষিদ্ধ করেছিল, তবুও রাতভর বাজির শব্দে শহর কেঁপে উঠেছিল। এবার অনুমতি মেলার পর পরিস্থিতি আরও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের।দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক বলেন, প্রতিবছর দীপাবলির পরেই আমরা শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানির রোগীর সংখ্যা বাড়তে দেখি। হাসপাতালগুলিতে অক্সিজেন সাপোর্টের প্রয়োজনীয়তাও বে।ে যায়। এবার যদি বাজি পো।।নোর অনুমতি মেলে, তাহলে আমরা আরও খারাপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে চাই।ভ্ভ্অন্যদিকে, ব্যবসায়ীদের মুখে এখন খুশির হাসি। বহুদিনের ক্ষতির

উৎসবের সময় সামান্যতম অবহেলাও সহ্য করা হবে না, নির্দেশিকা মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

লখনউ, ১৮ অক্টোবর ঃ দীপাবলি-সহ আসন্ন উসবের সময় শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশকে নির্দেশ দিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী দফতর থেকে এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ কঠোর নির্দেশ জারি করেছেন। উৎসবের সময় সামান্যতম অবহেলাও সহ্য করা হবে না সকল আধিকারিককে সক্রিয় থাকতে হবে।নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, জনবহুল এলাকা, বাজার এবং ধর্মীয় স্থানে পুলিশ টহল বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ড্রোন এবং সিসিটিভি ব্যবহার করে ২৪ ঘণ্টা নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে কোনও জরুরি অবস্থার জন্য দমকল বাহিনীকে সতর্ক থাকতে হবে। সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরাধী এবং মাফিয়াদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। উৎসব শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদে উদ্যাপন নিশ্চিত করা সকল আধিকারিকের সর্বোচ্চ দায়িত্ব।

জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক ট্রাম্পের, ফের যুদ্ধ বন্ধের ডাক মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ফ্লোরিডা, ১৮ অক্টোবর ঃরাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির বৈঠক হয়েছে শুক্রবার। হোয়াইট হাউসে সেই বৈঠক হওয়ার পরে নিজের সমাজমাধ্যম ' আবারও যুদ্ধ বন্ধের জন্য দুই দেশকে আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি ফ্লোরিডায় (ভারতীয় সময় অনুযায়ী শনিবার সকালে) ট্রাম্প বলেছেন, আমি রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করেছি এবং আমাদের মধ্যে খুব ভালো ও আন্তরিক বৈঠক হয়েছে। তাঁদের অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করা উচিত।যুদ্ধের বন্ধের আহ্বান জানিয়ে ট্রাম্প আরও বলেন, যুদ্ধ থামানো উচিত এবং উভয় পক্ষেরই ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত, নিজেদের পরিবারের কাছে যাওয়া উচিত, হত্যা বন্ধ করা উচিত এবং এটিই হওয়া উচিত। যুদ্ধক্ষেত্রে এখনই থামুন। আমি রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কিকে এটি বলেছি। আমি রাষ্ট্রপতি পুতিনকেও এটি বলেছি।

আরজেডি ও কংগ্রেস বিহারকে ধ্বংস করেছেঃ চিরাগ পাসওয়ান

পাটনা, ১৮ অক্টোবর ঃ আরজেডি ও কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা লোক জনশক্তি পার্টির (রামবিলাস) নেতা চিরাগ পাসওয়ান বলেন, আরজেডি ও কংগ্রেস বিহারকে ধ্বংস করেছে। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চিরাগ বলেছেন, ১৯৯০-এর দশকে বিহারের পরিস্থিতি কোনও গোপন বিষয় নয়। খুন, অপহরণ, লুটপাট এবং ডাকাতি চরমে ছিল। বিহার সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি হয়েছিল, যা মানুষকে বিহারে বিনিয়োগ করতে বাধা দিয়েছিল।চিরাগ আরও বলেন, বিহারের সুস্থ মানুষ অন্যত্র যেতে শুরু করেছিল। আরজেডি এবং কংগ্রেস বিহারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এটাই দু'টি জোটের মধ্যে পার্থক্য। একটি জোট অপরাধকে উৎসাহিত করে এবং রক্ষা করে, যা হল মহাজোটবন্ধন, আর আমাদের এনডিএ জোট কেবল উন্নয়নের জন্য কাজ করে।

গৌতম ঘোষের স্ত্রী নীলাঞ্জনার প্রয়াণ, শোক মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৮ অক্টোবরঃপ্রয়াত স্বনামধন্য পরিচালক গৌতম ঘোষের স্ত্রী নীলাঞ্জনা ঘোষ। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি গৌতম জায়ার অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। পরিচালকের স্ত্রী বিয়োগ শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।শনিবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমার প্রিয় নীলাঞ্জনা ঘোষের মৃত্যুতে আমি শোকবিহ্বল। আমার বউদি, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের স্ত্রী, তিনি একটি কঠিন অস্ত্রোপচারের পর আজ সকালে প্রয়াত হন। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং আমি বিচলিত বোধ করছি। নানা সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। আমরা জানতাম, তাঁর হাতের কাঁথা-শিল্পের কাজ ছিল খুব সুন্দর। সেসব কথা মনে পড়ছে আজ।'

নববারাকপুরে সোনার দোকানে পরিদর্শনে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের নগরপাল

নববারাকপুরঃধনতেরাস এর আগে শুক্রবার বিকেলে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে নববারাকপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন সোনার দোকান পরিদর্শনে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের নগরপাল আইপিএস মুরলীধর শর্মা। সাথে ছিলেন ডিসিপি সেন্ট্রাল ইন্দ্র বদন ঝা, ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি এবং থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য। রেললাইনে পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে ব্যবসায়ী দের নিরাপত্তা রক্ষার্থে বিভিন্ন সোনার দোকান পরিদর্শন করেন নগরপাল সহ পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক রা।

বিধানসভার নির্বাচনের আগে রায়দীঘিতে একের পর এক সমবায়ে বিপুল জয় শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের

মথুরাপুর ঃ সামনে বিধানসভার নির্বাচন।আর তার আগে একের পর এক সমবায়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রয়েছে শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের। শুক্রবার মথুরাপুর দুই নম্বর ব্লকের রায়দীঘি বিধানসভার নন্দকুমারপুর পঞ্চায়েতের মহিলা সমবায় সংঘের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।মোট ১৮ টি আসনের মধ্যে এককভাবে ১৬ টি আসনে জয়লাভ করলো শাসক তৃনমূল কংগ্রেস।বিরোধী সিপিআইএম ও বিজেপিরা বাকি দুটি আসনে জয়লাভ করে। এদিনে এই জয়ের পরে সবুজ আবির মেখে উৎসবে সামিল হন জেলা পরিষদ সদস্য ও ব্লক তৃনমূল যুব সভাপতি উদয় হালদার, জেলা পরিষদ সদস্য মাধবী পুরকাইত, মহিলা নেত্রী প্রতিমা ভূঁহয়া, অঞ্চল সভাপতি ননী গোপাল ত্রিপাঠী,নন্দকুমার পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কানাই গিরি,মথুরাপুর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সঞ্জয় বাবু সহ আরো অনেকে।এদিনের এই জয়ের পরে জেলা পরিষদ সদস্য উদয় হালদার বলেন, এই জয় মা মাটি মানুষের জয়।মুখ্যমন্ত্রীর নারী শক্তির পাশে থাকার এটাই সাফল্য।রাজ্যের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে আরও শক্তিশালী ও মজবুত করতে এই জয় টার প্রয়োজন ছিলো।এই মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে এলাকায় আরও উন্নয়ন করা হবে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। জীবনে এমন কিছু সমস্যা থাকতে পারে যা সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে। এই সময় সাহস এবং ধৈর্যের সঙ্গে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। শুভ দিন হবে

বৃষঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন।

মিথুনঃ মিথুন রাশির জন্য খুব ইতিবাচক এবং উৎসাহজনক দিন হতে চলেছে। ভিতরে একটি নতুন শক্তি প্রবাহিত হবে, যা রুটিনে নতুনত্ব এবং উৎসাহ আনতে

কর্কট রাশি ঃআপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন।

সিংহঃ রাশির স্ত্রী/স্বামীকে কিছু অসুবিধা হতে পারে। মনে হতে পারে যে জীবনে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে না। নেতিবাচক শক্তির পরিবেশ কিছুটা বিরক্ত করতে পারে।

কন্যা ঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য-সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। এটি আপনার দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে- আপনার দিগন্ত বিস্তৃত হবে- আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং আপনার মন সমৃদ্ধ হবে।

তুলাঃতুলা রাশির জন্য পরিস্থিতি কিছুটা কঠিন হতে পারে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু উত্তেজনা বা বাধা থাকতে পারে, যা মনে উদ্বেগ এবং অসন্তোষের কারণ হতে পারে।

বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জন্য খুবই ভাল দিন। আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা আকাশ ছুঁয়ে যাবে, যার কারণে চারপাশের পরিবেশও মনোরম থাকবে। সঙ্কট সত্ত্বেও সহজেই সেগুলি কাটিয়ে উঠবেন।

ধনুঃ ভয় আপনার খুশিকে বিঘ্নিত করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি আপনার নিজস্ব ভাবনা এবং কল্পনার ফসল। এটি স্বতঃস্ফূর্ততার মৃত্যু ঘটায়-বাঁচার আনন্দ

মকরঃ মকর রাশির জন্য কিছু চ্যালেঞ্জে পূর্ণ দিন হতে পারে। এই সময়টি মানসিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে। শুভ দিন।

কুম্ভঃ আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে- আপনার অস্বাভাবিক আচরণে আপনার চারপাশের মানুষেরা বিভ্রান্ত হবে এবং আপনাকে হতাশগ্রস্ত অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে। আপনার অবাস্তব পরিকল্পনার ফলে অর্থের অভাব দেখা দিতে পারে। আপনি পরিচিত কেউ অর্থকড়ি সংক্রান্ত পরিস্থিতি

মীনঃ মীন রাশির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক দিন। সংবেদনশীলতা এবং করুণা পরিবেশে একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চার করবে, যা চারপাশের মানুষকে আকর্ষণ করবে। সৃজনশীলতা প্রকাশ করার জন্যও অনুপ্রাণিত বোধ করবেন, যা চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি প্রকাশ্যে প্রকাশ করবে। এই সময় চারপাশের মানুষের সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন। মীন রাশির কল্পনাশক্তি এবং আকর্ষণ দ্বারা অনেকেই এই দিন মুগ্ধ হবেন এবং সম্পর্কের মধ্যে সুখ এবং আনন্দের

আবহাওয়া

আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হলেও, আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে। তাপমাত্রাতেও বিশেষ হেরফের হবে না। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে আগামী ৭ দিন। শনি ও রবিবার উপকূলের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আগামী ৭ দিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৩ ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ২৮ থেকে ৩০ ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী এক সপ্তাহ শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলার কিছু কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাষ্প থাকায় তাপমাত্রা খুব একটা নামবে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। কলকাতায় ২৩ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় দুই-তিন ডিগ্রি কমতে পারে তাপমাত্রা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২৩টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৯মিনিটে।

৪০ ফুট উচ্ছতা প্রতিমা দেখার আকর্ষণে জমবে শ্যামপুর

দুরন্তবার্তা, মতিয়ার রহমান, শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া ঃ আসন্ন শ্যামাপুজায় বিশাল ৪০ফুট উঁচু মাটির প্রতিমা পূজিত হতে চলেছে গ্রামীণ হাওড়ার শ্যামপুর থানার গড়চুমুক সেবক সংঘের (ইয়ং স্টার) পরিচালনায় গড়চুমুক জুনিয়র হাইস্কুলের সামনে। এবারের পূজা এবছর ৪৩তম বর্ষ, দীর্ঘ প্রায় ২৫বছর যাবৎ ৪০ ফুট উঁচু বিশাল মাটির প্রতিমা পূজা করা হয় বলে কর্তৃপক্ষরা জানান। প্রতিমা শিল্পী রামকুমার জ্যোতি বলেন 'আমার প্রয়াত পিতা এখানে এই ৪০ ফুট উচ্ছতা তৈরী করতেন। পিতা প্রয়াত হওয়ার পর আমি এই গুরু দায়িত্ব পালন করে চলেছি, এছাড়াও গড়চুমুক সেবক সংঘের সদস্যদের সঙ্গে আত্মার এক মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে এবং পূজা কমিটির সম্পাদক শান্তনু কীর্তন, তাপস বাগ সহ কর্মকর্তাদের ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে এবং আমি যতদিন পারবো এই সুউচ্চ প্রতিমা তৈরি করে যাবো।' পূজা কমিটির সম্পাদক শান্তনু কীর্তন বলেন এই ৪০ ফুট উচ্ছতা প্রতিমা দেখার জন্য বহু দূর দুরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ আসে, এছাড়াও তিনদিন ব্যাপী নানান শিক্ষা মূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

খাসখোল গ্রামে ঐতিহ্যবাহী পাগলী কালীপূজা সারম্বর পূজিত

দুরন্তবার্তা, তনয় মিশ্র, মোথাবাড়িঃ ভাগীরথীর তীরে খাসখোল গ্রামে ৩০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী পাগলী কালীপুজো আজও সারম্বরে পূজিত হয়। হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের নানা আস্থা চার ও নিয়ম নিয়ে এই পাগলী কালীর তৈরী হয়েছে নিজস্ব রীতিনীতি। শারদীয়ার সময় থেকে। এলাকার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মিলনমেলার রূপ পায় এই পূজা। এক কথায় বলা যেতে পারে ভাঙন এলাকায় গঙ্গা নদীর পাড়ে সম্প্রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে এই পাগলী কালীপুজা। সোমবার রাজ্যের সর্বত্র কালীপুজা সম্পন্ন হলেও মঙ্গলবার দুপুরে মহা সমারোহে হিন্দু ও মুসলমানের মিশ্র সংস্কৃতি নিয়ে গড়ে ওঠা মূর্তিহীন কালীপুজো মহাসমারোহে সম্পন্ন হতে চলেছে। এই পূজাকে ঘিরে প্রতিবছর লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ এর পাশাপাশি প্রায় হাজার ছাগ বলি হতে দেখা যায়। একদিকে বহতিমান গঙ্গা একদিকে ভাগরথী। দুই নদীর সঙ্গম স্থলে এই মন্দির গড়ে উঠেছে। এই দুই নদীর সঙ্গম স্থলে রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের তৈরী স্লুইচ গেট গোটা এলাকার সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে। তার উপর ভাগীরথীর দুই পাড়ে দুই শ্মশানের নিস্তব্ধতা সাধারণ মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ভাগীরথীর একপাশে যেমন, ইংলিশ বাজারের খাসখোল অন্যদিকে, কালিয়াচক ২ নং ব্লকের বাঙ্গীটোলা। দুই সমাজের মানুষের মধ্যে এই পাগলী-কে নিয়ে ভীন্ন মাত্রায় পাগলামি দেখা যায়। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বিভিন্ন রীতিনীতি এই পূজাতে পরিলিক্ষত হয়। ফলে পূজাকে ঘিরে হিন্দুদের মতো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি ও উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। পাগলীর আচার ও রীতিনীতি বিশ্লষণ করলে দেখা যায়। ১) কোন মূর্তি উঠে না মূর্তি ছাড়াই এই পূজা হয়। ২)কালী পূজার দিন রাতে নয় পর দিন সকালে পূজা হয়। ৩) ও আড়কাঠ ছাড়াই বলি হয়। এই তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এই কালীপুজো আরো পৃথক বেশকিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বৈশিষ্ট্য গুলি হলো সকালে ঘটভরা, ও পূজা। দুপুরে আড়কাঠ ছাড়াই বলি, ও বিকেলে ভোগদান, অনাদিকাল থেকে এই নিয়ম গুলি চলে এসেছে। ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন বিশ্বাস নিয়ে গড়ে ওঠা পাগলীর ইতিহাস ঘাটিলেই ভিন্নতার কারন জানা যায়। কালুঘোষের আস্থা স্থির জলে নেমে সেই ঘট উঁচু জল করে এবং ঘরে তিনি ভিতরে একটি বিগ্রহ দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় একমাস ঘোষদের গোয়ালঘরে তা গোপনে রেখে পূজা করা হয়। এই কথা মুখ থেকে এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তি ইমাম রাজার কাছে সেই কালী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবেদন করে। এছাড়াও গঙ্গা নদীর ব্যায় নির্বাহের জন্য কয়েক বিঘা আমবাগানও লিখে দেন রাজা ইমাম। রাজা ইমামের শর্তগুলি ছিল মুসলিম ধর্ম অনুসারে কোনোরকম মূর্তি না ওঠা, আড় কাঠ ছাড়া বলি, দিনে পূজা ও কালি পূজার পর দিন পূজা করার বিধান তৎকালিন সময় তার প্রজারা এই রীতি মেনে মাকে ভাগরথীর তীরে প্রতিষ্ঠিত করে। ভাগীরথী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে গড়ে ওঠা সুদৃশ্য স্লুইচগেটের পাশে এই মন্দিরের মাহাত্ম্য দিন দিন বাড়ছে। দৃষ্টি নন্দন এই এলাকায় মালদা জেলা ছাড়িয়ে রাজ্য তথা রাজ্যের বাইরে থেকে বহু মানুষের উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়। এখনও মানুষ জন বিশ্বাস করে এখ ানে এসে মায়ের মন্ডপে এসে কোনো মনষ্কামিনী করলে বছর ঘোরার আগেই তা পুরণ হয়। এই মন্ডব চত্তরে পূজার দিন বহু হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মিলনমেলা দেখা যায়।গঙ্গার পাড় এলাকায় এই পাগলীর পূজা কে ঘিরে একদিনের সবচেয়ে বড় মেলা বসে। ভাঙন এলাকায় মানুষের বিশ্বাস গঙ্গা প্রলয়ঙ্করি রূপ নিয়ে কাটতে কাটতে পাগলীর কাছে এসেই থেমে গেছে। পাগলীর মাহাত্ম্যের জন্য গঙ্গা এলাকার ভাঙন বন্ধ রেখেছে। ফলে এই বিশ্বাস থেকে ভাঙন এলাকায় প্রতিবছর পাগলী কালীর মাহাত্ম্য বাড়ছে। বর্তমানে পাগলি কালিপূজার দায়িত্বে রয়েছেন ঘোষ পরিবার। আহ্ব য়োজক সুদর্শন পান্ডে ও নিরেন ঘোষ জানান প্রায় তিনশত বছরের পুরোনো এই পূজা ঐতিহ্যবাহী। এলাকার ইমাম রাজার আমলে তৈরি। দুই ধর্মের ধর্মীয় আচার রিতি গড়ে ওঠা এই পাগলী কালী গোটা রাজ্যে সম্প্রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। এখানে প্রতি বছর প্রায় হাজার খানেক ছাগ বলি ও শতাধিক পায়রা ওড়ানো হয়। একই বক্তব্য বাঙ্গীটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহিদুর রহমানের।

বহড়ুর ময়দায় বহু প্রাচীন পাতালভেদী দক্ষিনাকালী আজও খুব জাগ্রত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন লাগোয়া জয়নগর থানার অধীন ময়দা গ্রাম। একসময় বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল ময়দা। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন লেখায় এই ময়দার উল্লেখ আছে। যেমন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত'-এ এই গ্রামের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেখানে প্রাচীন বাংলা কাব্য ও পর্তুগিজদের যাত্রার বিবরণে ময়দার উল্লেখ করেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। আদি গঙ্গাতীরে ময়দা গ্রামের পাতালভেদী কালীমন্দিরের খ্যাতি ঘরে ঘরে। ময়দা নামের উৎপত্তি নিয়ে দু'টি কাহিনি প্রচলিত। রাবণরাজার শ্বশুরমশাই তথা ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত স্থপতি ময়দানবের বাস ছিল নাকি এখানেই। তাঁর নামেই এই অঞ্চলের নাম ময়দা। আর একটি কাহিনি পর্তুগিজদের ঘিরে। বহড়ুর এই অঞ্চল আদিগঙ্গার প্রবাহপথের ওপর অবস্থিত। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করার রাস্তা হিসাবে এই জলপথটি পর্তুগিজ জলদস্যু ও ব্যবসায়ীদের খুব পছন্দের ছিল। তারা এই অঞ্চলকে বলত 'মদিয়া'। সেখান থেকেই এসেছে 'ময়দা' নাম জানা যায়, সাবর্ণ রায় চৌধুরীর কোনো এক পুরুষ বজরা নিয়ে গঙ্গার বুকে বেড়াতে বের হন। হঠাৎ চোখে পড়ে দূরে বকুল গাছের ডালে একটি ছোটো মেয়ে দোল খাচ্ছে। জমিদার বজরা থামিয়ে খোঁজ করতে থাকলে মাঝিরা জানায়, ও ডাইনি, ওকে ধরা যায় না। জমিদারকে রাতে ওই বালিকা স্বপ্নে জানায়, সে পাতালভেদী দক্ষিণাকালী। বকুল গাছের গোড়ায় যে মাটির স্তূপ আছে তা খুঁড়লে দেখা যাবে এক খণ্ড শিলা। ওখানেই মন্দির তৈরি করে দেওয়ার আদেশ দেয় ওই বালিকা। কালীপুজো উপলক্ষ্যে মন্দিরে এখন সাজো সাজো রব। শুধু কালীপুজোতেই নয়, বিশেষ তিথিতে পুজো দেওয়ার জন্য লাইন পড়ে। পুকুরে স্নান করে পুণ্যার্থীরা ময়দানবের পরমারাধ্যা দেবী পাতালভেদী ময়দানবেশ্বরী দক্ষিণাকালীর পুজো দেন ভক্তিভরে। দক্ষিণা কালীবাড়ি উন্নয়ন সমিতির তরফ থেকে জানা গেল, ভাদ্রমাসে তালনবমী, শ্রাবণের অম্বুবাচী এবং বৈশাখ ও মাঘ মাসের প্রথম দিনেও এই মন্দিরে উৎসব পালিত হয়। বহু মানুষের উপচে পড়া ভিড়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা ও শারদ নবমীতেও বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার বেশ ধুমধাম করে পুজো হয়। এই উপলক্ষে বিশাল মেলা বসে ময়দার পাতালভেদী দক্ষিণা কালী মন্দির প্রাঙ্গণে।তাই বহড়ু স্টেশনে নেমে ভ্যান ও টোটো যোগে ময়দা কালীবাড়ি এসে একবার দর্শন করে যেতে পারেন মা দক্ষিনাকালীকে।

শিশু কিশোর নাটকের উৎসব টাকীতে

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, টাকী ঃ শনিবার টাকীতে শুরু হলো দু-দিন ব্যাপী শিশু-কিশোর নাটকের উৎসব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এর তরফে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির আর্থিক সহযোগিতায় টাকী নাট্যম আয়োজিত এই নাটকের উৎসবের উদ্বোধন করেন টাকী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী পরিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ। সুবর্নজয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের বছর ব্যাপী কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে টাকীর নাট্য দল টাকী নাট্যমের তরফে থুবা মালঞ্চ প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই নাট্য উৎসবে বসিরহাট মহকুমার ছটি বিদ্যালয়ের শিশু কিশোররা অংশ গ্রহন করে। টাকী ভবনাথ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের দ্বারা পরিবেশিত নাটক 'অবাক জলপান', বাঙলানী দক্ষিণপাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের খুব চেনা গল্পদ, ধলতিথা অমরনাথ একাডেমির পড়ুয়াদের নাটক 'ভালো মানুষের গল্প', বসিরহাট টাউন হাই স্কুলের তরফে সাবধান, টাকী রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের নাটক একটাই পথ এবং বসিরহাট শিশু ভবন পরিবেশিত নাটক সহজ রবি মঞ্চস্থ হবে দু-দিনের এই নাটকের উৎসবে।

রহস্য মৃত্যু তমলুকে, তদন্তে পুলিশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ কলকাতার দমদমের শালিনী দাস, কাঁথি হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন।রহস্য মৃত্যু তমলুকের ভাড়া ঘরে!তদন্তে তমলুক থানার পুলিশগতকাল সকাল ১১ টায় নিজের ভাড়া বাড়িতে রহস্য মৃত্যু ঘটে দমদমের তরুণী চিকিৎসক শালিনী দাসের।কাঁথি সাব ডিভিশন হাসপাতালে কর্মরত আনাস্থেসিস্ট ছিলেন তিনি। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন গতকাল সকাল ৭ টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান ডক্টর শালিনী দাস। যখন বাড়ি ফেরেন তখন সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। বাড়ি ফেরার কিছু সময় পরেই তার মায়ের বাঁচাও চিৎকার শুনতে পান প্রতিবেশীরা। যখন ছুটে যান তখন দেখেন হাতে থাকা চ্যানেল থেকে রক্তপাত হচ্ছে। যে বাড়িতে ভাড়ায় থাকতেন তার পাশেই একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়া হয়। সেখান থেকে তমলুক মেডিকেল কলেজের রেফার করা হয়। তমলুক মেডিকেল কলেজে গেলে সেখানকার ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে তমলুক থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে তিনি সকাল থেকেই অসুস্থ ছিলেন। যে বেসরকারি হাসপাতালে তিনি এনেস্থেসিয়া দিতে গিয়েছিলেন সেখানেই তিনি হাতের চ্যানেলের মাধ্যমে ঔষধ নেন। ইতিমধ্যেই শালিনীর দেহ পোস্টমর্টেম করা হয়েছে। যতক্ষণ না রিপোর্ট আস্ব ছে ততক্ষণ কিছুই জানানো যাচ্ছে না বলেই পুলিশ জানিয়েছে।

মিশনের ৪৩টি চুরি যাওয়া পাইপ উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ইসলামপুর ঃ সময়মতো পুলিশি তৎপরতায় বড়সড় সাফল্য পেল ইসলামপুর থানা। কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশন প্রকল্পের ৪৩টি চুরি যাওয়া আয়রন পাইপ উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় চুরি কাজে ব্যবহৃত দু'টি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি ছয় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার ভোররাত আনুমানিক ৩টে ৩০ মিনিট নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। ইসলামপুর এলাকা দিয়ে একটি ছয় চাকার ট্রাকে করে ৪৩টি ডিআই আয়রন পাইপ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ওই ট্রাকটিকে অনুসরণ করছিল একটি স্করপিও গাড়ি। পুলিশকর্মীরা দু'টি গাড়িকেই থামিয়ে তল্লাশি চালান এবং গাড়িতে থাকা ছয় ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ধৃতেরা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের জল জীবন মিশন প্রকল্পের মুর্শিদাবাদ ডিভিশন-১-এর অন্তর্গত কোসবা গোআস জল সরবরাহ প্রকল্প থেকে পাইপগুলি চুরি করেছে। এই পাইপগুলি সরকারি পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজের জন্য আনা হয়েছিল। ধৃত ছয় জনের মধ্যে দু'জন চালক, একজন মূল অভিযুক্ত যিনি চুরির মূল পরিকল্পনাকারী ও বাকি তিন জন এই কাজে সহায়তাকারী। পুলিশ চুরি যাওয়া পাইপগুলি এবং চুরির কাজে ব্যবহৃত দু'টি গাড়িই বাজেয়াপ্ত করেছে। ইসলামপুর থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

মানসিক চাপে যুবকের আত্মহত্যা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাগদাঃ চাকরি না পেলে টিকবে না সম্পর্ক, এমন মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল যুবক! এমন ঘটনায় বাগদা থানার উত্তর কুলবেড়িয়ায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃত যুবকের পরিবারের তরফে প্রেমিকা ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে মানসিক অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছে। মৃত যুবকের নাম অজয় সিকদার (২২), বাবা অমিও সিকদার ও মা কল্পনা সিকদার বাড়ি বাগদা থানার উত্তর কুলবেড়িয়া। জানা গিয়েছে, অজয় চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং সম্প্রতি একাধিক সরকারি চাকরির পরীক্ষায়ও অংশগ্রহণ করেন। অজয়ের সঙ্গে বাগদা থানার কাশিপুরের বাসিন্দা রিমি মজুমদারের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি রিমির পরিবার জানায়, অজয় চাকরি না পেলে এই সম্পর্কের পরিণতি হবে না। এই ঘটনার পর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে অজয়।

কালীপুজোয় মেট্রো পরিষেবা কখন থেকে? শেষ মেট্রো কখন? রুটভিত্তিক সময়সূচি!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আগামী সোমবার কালীপুজো অনুষ্ঠিত হবে। দুর্গাপুজোর মতো এবারও যাত্রী সুবিধার কথা মাথায় রেখে বিশেষ মেট্রো বন্দোবস্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি রুটে রাতের শেষ মেট্রোর সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে যাত্রী পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা এখন মেট্রো কর্তৃপক্ষের বড় চ্যালেঞ্জ। ব্লু লাইন অর্থাৎ শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ২৭২টি মেট্রো চলে। তবে কালীপুজোয় চলবে মোট ১৪৪টি। সকাল ৬টা ৫০ মিনিটের পরিবর্তে নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম রুটে সকাল ৭.৫৪ মিনিটে শুরু হবে পরিষেবা। সকাল ৬টা ৫৪ মিনিটে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে। সোমবার ওই রুটে সকাল ৮টায় পাওয়া যাবে প্রথম মেট্রো। মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটের বদলে সকাল ৮টায় শুরু হবে প্রথম মেট্রো পরিষেবা। তবে এই রুটে রাতের মেট্রো পরিষেবার সময়সীমা বাড়বে। রাত ৯টা ২৮ মিনিটের বদলে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১০টা ৫১ মিনিটে। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত রাত ৯টা ৩৩ মিনিটের বদলে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১১টায়। গ্রিন লাইন অর্থাৎ হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ২২৬টির বদলে মোট ১২৪টি মেট্রো চলবে। তবে এই রুটে সকালের প্রথম এবং রাতের শেষ মেট্রোর সময়ে কোনও পরিবর্তন নেই। অন্যান্য দিনের মতো সকাল সাড়ে ৬টায় হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এবং সকাল ৬টা ৩২ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দানের মেট্রো ছাড়বে। রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এবং রাত ৯টা ৪৭ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত শেষ মেট্রো ছাড়বে। নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত ইয়েলো রুটে ১২০টির বদলে ৫২টি মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। সকাল এবং রাতের মেট্রোর সময় বদলাচ্ছে। সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটের বদলে সকাল ১০টায় নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর এবং সকাল ৮টার বদলে সকাল ১০টা ২২ মিনিটে জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া প্রথম মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। রাত ৮টার পরিবর্তে নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে বিকেল ৫টা ৩৪ মিনিটে। রাত ৮টা ৫ মিনিটের পরিবর্তে জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত শেষ মেট্রো পরিষেবা বিকেল ৫টা ৫৪ মিনিটে পাওয়া যাবে। পার্পল লাইন অর্থাৎ জোকা থেকে মাঝেরহাট রুটে ৮০টির পরিবর্তে ৪৪টি মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। সকাল ৬টা ৫০ মিনিটের বদলে জোকা-মাঝেরহাটে প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল ১০টায়। আস্ব বার সকাল ৭টা ১৪ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ১০টা ২৪ মিনিটে মাঝেরহাট-জোকা মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। আবার জোকা-মাঝেরহাট রুটে শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে বিকেল ৫টা ২৮ মিনিটে। অন্যান্য দিন রাত ৮টা ৩৬ মিনিটে এই রুটে শেষ মেট্রো ছাড়ে। রাত ৮টা ৫৭ মিনিটের বদলে মাঝেরহাট-জোকা রুটে শেষ মেট্রো ছাড়বে বিকেল ৫টা ৪৯ মিনিটে। বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ অরেঞ্জ লাইনে কালীপুজোয় মোট ৪০টি মেট্রো পাওয়া যাবে। অন্যান্য দিনে ৬০টি মেট্রো চলে ওই রুটে। সকাল ৮টার বদলে বেলেঘাটা-কবি সুভাষ রুটে সকাল ৯টা ৫৫ মিনিট এবং সকাল ১০টায় কবি সুভাষ-বেলেঘাটা রুটে প্রথম মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। আবার রাত ৮টা ৫ মিনিটের বদলে বিকেল ৫টা ৫৫ মিনিটে বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ এবং কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে।

কালীপুজো উপলক্ষে পূর্ব রেলের বিশেষ উদ্যোগে চলবে অতিরিক্ত ট্রেন!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কালীপুজো ঘিরে বাস ও ট্রেনে যাত্রী সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনায় প্রস্তুত পূর্ব রেল। ভিড় সামাল দিতে শিয়ালদহ, ডানকুনি, শিয়ালদহ, বারাসত, বনগাঁ-বারাসত, শিয়ালদ, রানাঘাট এবং শিয়ালদহ, বারুইপুর শাখায় চালু থাকবে বিশেষ ট্রেন পরিষেবা। ট্রেনগুলি প্রতিটি স্টেশনে থামবে। এক নজরে দেখে নিন এই বিশেষ ট্রেনগুলির সময়সূচি। শিয়ালদহ-ডানকুনি স্পেশাল ট্রেন সোমবার রাত সাড়ে এগারোটায় ছাড়বে। ডানকুনি পৌঁছবে রাত ১২টা ১৫ মিনিটে। আবার ডানকুনি থেকে ট্রেনটি রাত ১২টা ২৫ মিনিটে ছাড়বে। রাত ১টা ৫ মিনিটে শিয়ালদহে পৌঁছনোর কথা। শিয়ালদহ-বারাসত স্পেশাল ট্রেন সোমবার রাত ১২টা ১০ মিনিটে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ছাড়বে। বারাসতে পৌঁছবে রাত ১২টা ৫৫ মিনিটে। বারাসত থেকে ট্রেনটি ছাড়বে রাত ১টা ১০ মিনিটে। শিয়ালদহে পৌঁছবে রাত ১টা ৫৫ মিনিটে। বনগাঁ-বারাসত বিশেষ ট্রেন সোমবার রাত সাড়ে ১২টায় বনগাঁ থেকে ছাড়বে। বারাসতে পৌঁছনোর কথা রাত দেড়টায়। বারাসক থেকে আবার ট্রেনটি রাত ২টোয় ছাড়বে। বনগাঁ পৌঁছবে রাত ৩টে ৮ মিনিটে। শিয়ালদহ-রানাঘাট স্পেশাল ট্রেন চলবে। রাত ১২টা ৪০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে ট্রেনটি। রানাঘাটে পৌঁছবে রাত আড়াইটে নাগাদ। রানাঘাট থেকে ট্রেনটি রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে। শিয়ালদহ পৌঁছবে ১টা ৪০ মিনিটে। শিয়ালদহ-বারুইপুর স্পেশাল ট্রেন রাত সাড়ে বারোটায় শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে। রাত ১টা ১৫ মিনিটে বারুইপুর পৌঁছবে। বারুইপুর থেকে আবার ট্রেনটি রাত ১টা ২৫ মিনিটে ছাড়বে। শিয়ালদহে পৌঁছবে রাত দুটো দশে । রাজ্য সরকারের আর্জি অনুযায়ী, আগামী সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত নৈহাটি স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আর ট্রেন দাঁড়াবে না। তার বদলে ট্রেনগুলি ৫ অথবা ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে থামবে। পাশাপাশি চলবে ৬টি এসি লোকাল ট্রেনও।

নৈহাটির বড়মা সবার! রাজ্যের পাঁচ জায়গায় পূজিত হবেন দীর্ঘদেহী কালীমাতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধর্ম যার যার,বড়মা সবার! নৈহাটির বড়মার এই ট্যাগলাইন এবার সত্যি হতে চলেছে। এবারের কালীপুজোতে শুধু নৈহাটি নয়, রাজ্যের আরও পাঁচ জায়গায় বড়মা পূজিত হবেন। প্রত্যেক পুজোর উদ্যোক্তা নৈহাটি বড়কালী পুজো সমিতির অনুমতি নিয়ে পুজোর আয়োজন শুরু করছেন। তবে একটাই শর্ত; বড়মার পুজো করতে হলে অবশ্যই একই নিয়ম, আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলতে হবে। এনিয়ে নৈহাটি বড়কালী পুজো সমিতির সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'আমরাও চাই বড়মা পূজিত হোক সর্বত্র। তাই আমাদের সঙ্গে যাঁরা বড়মার পুজো করতে চান বলে যোগাযোগ করেছেন, সম্মতি দিয়েছি। শুধু একটা কথাই বলেছি, নৈহাটির বড়মার পুজোর নিয়ম, আচার মেনে পুজো করতে হবে। পুজোর সময় ভক্তদের দেওয়া সামগ্রী দান করতে হবে। আগামী সোমবার কালীপুজোর রাতে সাড়ে বারোটায় নৈহাটির বড়মার পুজো শুরু হওয়ার পরে সবাই পুজো শুরু করবে। সকলেই একই দিনে নিরঞ্জন করবে। তবে আমাদের বড়মার নিরঞ্জন হওয়ার পরে।' অনুমতি নিয়ে পুজো আয়োজিত হচ্ছে নিমতা থানা সংলগ্ন বিরাটির দাসনগর পঞ্চানন পল্লি পুজো কমিটি, বরানগর, কলকাতার কলেজ স্ট্রিট, মালদহের খলিশানি ও শিলিগুড়িতে। প্রত্যেক পুজো কমিটি বড়মার বিশাল ও সুউচ্চ প্রতিমা তৈরি করছেন। কলেজ স্ট্রিটের বড়মার প্রতিমা নির্মাণ করেছেন নৈহাটির বড়মার প্রতিমা শিল্পী শুভেন্দু সরকার। বৃহস্পতিবার সকালেই সেই প্রতিমাটি নৈহাটি থেকে রওনা হয়েছে। বিরাটির দাসনগর পঞ্চাননপল্লি পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, 'আমাদের পুজো ৭০ বছরের বেশি পুরনো। বড়মাকে নিয়ে ভক্তদের আবেগের কারণে গত বছর থেকে একই নিয়ম মেনে আমরাও বড়মার পুজো শুরু করেছি। গত বছরের মতো এবছরও নৈহাটির বড়মার মন্দির থেকে পাঠানো শাড়ি বিতরণ করা হবে।'

দক্ষিন বারাশতে মন্ডপ সরেজমিনে পরিদর্শনে বারুইপুর এস.ডি.পি.ও অভিষেক রঞ্জন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ রাত পোহালেই বাঙালির আরো এক উৎসব কালী পুজো। আলোর উৎসব কালী পুজো। চলছে পুজোর শেষ মূহুর্তের প্রস্তুতি। আর শনিবার দুপুরে পুজোর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে জয়নগরে এলেন বারুইপুর এস ডি পি ও অভিষেক রঞ্জন। তিনি এদিন জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত পঞ্চায়েতের দক্ষিন বারাশত অটোস্ট্যান্ডের মোড়ে ইয়ং ব্লাড ক্লাবের পুজো মন্ডপ, প্রতিমা সহ এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।কথা বলেন পুজো কমিটির উদ্যোক্তা সমাজসেবী তুহীন বিশ্বাসের সাথে। পুজোর সময় যাতে কোনো ভাবে যানজট না হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে বলেন। এরপরে তিনি জোড়াপুল যুব গোষ্ঠীর পুজো মন্ডপ ও ঘুরে দেখেন। কথা বলেন পুজো কমিটির সদস্যদের সাথে। উল্লেখ্য এই দুটি পুজোই হয় রাস্তার পাশে। বহু দর্শক সমাগম হয় পুজোর কদিন। তাই জনবহুল রাস্তার পাশে যাতে দর্শনার্থী ও সাধারণ মানুষের কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর দিতে পুজো কমিটি ও পুলিশ প্রশাসনকে বলেন। এদিন এস ডি পিওর সাথে ছিলেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল।

দু'দিন নিখোঁজের পর খাল থেকে প্রৌঢ়ার দেহ উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ব্যাঙ্কে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন দক্ষিণ ভাটোরার বাসিন্দা জ্যোৎস্না বেগম। কিন্তু গত দু'দিন ধরে তাঁর কোনও খোঁজ মিলছিল না। শনিবার শাউড়িয়া এলাকায় একটি খালের ধারে পড়ে থাকা অবস্থায় উদ্ধার হয় তাঁর পচাগলা দেহ, ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় জয়পুর থানা এলাকায়। শর্টকাট চ্যানেলের পাশে মৃতদেহটি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জয়পুর থানার পুলিশ এবং দেহটি উদ্ধ দ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। তবে কীভাবে মৃত্যু হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে; তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, দেহটি পচে যাওয়ায় বাইরে থেকে কোন আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কি না, তা বোঝা যাচ্ছে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে। পুলিশ সূত্রে খবর, জ্যোৎস্না বেগমের বয়স ৫৬ এর কাছাকাছি। বাড়ি ভাটোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ভাটোরায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রৌঢ়া শুক্রবার দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। স্থানীয় একটি ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার নাম করেই বাড়ি থেকে বের হন। তারপর বিকেল গড়িয়ে রাত হয়ে গেলেও বাড়ি ফেরেননি জ্যোৎস্নাদেবী। খোঁজখবর করেও না পেলে পরিবারের লোকেরা জয়পুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। এর মধ্যেই আজ শনিবার সকালে খালের ধারে একটি পচাগলা দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশে জানানো হয়। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে পৌঁছান জ্যোৎস্না বেগমের পরিবারের সদস্যরাও। দেহটি দেখেই তাঁরা নিশ্চিত করেন, এটি জ্যোৎস্না বেগমেরই মৃতদেহ। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, মহিলার কিছু ঋণ ছিল এবং সেই সূত্রেই টাকা তোলার বা জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে জয়পুর থানার পুলিশ। কোন ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন জ্যোৎস্না বেগম, সেই ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে তাঁর লেনদেনের তথ্য-সহ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, প্রতিটি তথ্য যাচাই করে দেখা হচ্ছে, যাতে ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন করা যায়।

সিলিন্ডার লিক করে আগুন বাড়িতে, হতাহতের খবর নেই

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ একটু অসাবধানতায় বড়োসড় দূর্ঘটনা ঘটে গেল জয়নগরে। অন্যান্য দিনের মতন শনিবার ও রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলো জয়নগর থানার বামুনগাছি পঞ্চায়েতের কামারিয়া দুই বোনের হাটের জোবেদা মোল্লা নামে এক গৃহবধূ। আচমকা রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার লিক হয়ে গ্যাস বেরোতে থাকে এবং তা বাস্ট করে আগুন লেগে যায় বাড়িতে। সেই সময় রান্না ঘরে কেউ না থাকার কারণে বড়োসড় দূর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যায় তারা। খবর পেয়ে ছুটে আসে স্থানীয় মানুষ জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে অঞ্চল সভাপতি আবু তালেব সরদার। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জয়নগর থানা, ঢোষা পুলিশ ক্যাম্প ও জয়নগর মজিলপুর দমকল কেন্দ্রে খ বর দেয়। খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ ও দমকলের কর্মীরা ঘটনা চলে আসে। ততক্ষনে ঐ বাড়ির চারজন যুবকের তৎপরতায় আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রনে আসে। দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা ও এসে হাত লাগায় আগুন নেভাতে।তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দমকল ও পুলিশ। আর এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

১০৮ নরমুন্ডের মালায় তিনশো বছরের কালীর পুজো আজও জাগ্রত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ১০৮ নরমুন্ডে অধিষ্ঠিত মা করুণাময়ী, প্রতিদিন কয়েক হাজার ভক্তদের সমাগম। আদি গঙ্গার পাড়ে কয়েকশো বছরের প্রাচীন দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশান। এই শ্মশানেই আগে ভিড় জমাতেন তান্ত্রিক ও সাধকরা। শবসাধনায় বসতেন অনেকেই। এখনও শ্মশানে ঢুকলে গা ছমছমে পরিবেশ। স্থানীয়দের বিশ্বাস, তান্ত্রিকদের সাধনার জোরে আজও রাতের অন্ধকারে জেগে ওঠে শ্মশান। ঘোরাফেরা করে অপঘাতে মৃতদের আত্মা। প্রায় ৩০০ বছর আগের কথা। প্রাচীন দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশান লাগোয়া জঙ্গলে তান্ত্রিক মণিলাল চক্রবর্তী শুরু করলেন কালী পুজো। স্বপ্নাদেশ পেয়ে টালির চালের মন্দির বানিয়ে দেবীর আরাধনা শুরু করেছিলেন তিনি। যদিও তখন বছরে একবারই পুজো হত। পরে স্বপ্নে মা কালী নিত্যপুজোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে পাকাপাকিভাবে মায়ের মন্দির গড়ে তোলা হয়। তখন ১০৮টি নরমুণ্ড উৎসর্গ করে এই মন্দির বানানো হয়, সামনে ছিল পঞ্চমুণ্ড আসন। এখনোও মন্দিরে ঢুকলে দেবীর পিছনে দেখা যাবে ১০৮টি নরমুণ্ড। তারপর থেকেই পূজিত হয়ে আসছেন করুণাময়ী কালী। এখনও গঙ্গায় স্নান করে ১০৮টি জবাফুল নিবেদন করা হয় ১০৮টি নরমুণ্ডকে। কালীপুজোর দিন আজ ও হাজারে হাজারে মানুষ আসেন এই মূর্তি দর্শন করতে। তন্ত্র মতে পুজো হয় এখানে। এক সময় নরমুণ্ড উৎসর্গ করা হলেও আজ বলিপ্রথা ভীষণ ভাবে নিষিদ্ধ এই পুজোয়। বরং কালীপুজোর দিন কাঁচা মাংস, ছোলা, মদ নিবেদন করা হয় ডাকিনী-যোগিনীকে। শিয়াল ভোগও দেওয়া হয়। তবে স্থানীয়দের বিশ্বাস, কালীপুজোর রাতে আজও শ্মশান জাগানোর খেলায় মেতে ওঠেন সেবায়েতরা। আজ থেকে শত শত বছর আগে এই শ্মশানে চলতো শবসাধনা। এমনকী নরমুণ্ড নিবেদন করে দেবীর উপাসনার কথাও শোনা যায়। এখন সে সবের চল না থাকলেও, কালীপুজোর রাতে আজও বিষ্ণুপুর শ্মশানে ঢুকলে গা ছমছম করে, অস্বস্তি বোধ করেন অনেকেই। কালো মাটির বাঁকে-বাঁকে আজও জীবন্ত ইতিহাস। পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে প্রাচীনত্বের শিকড়। কিন্তু আদি গঙ্গার পাড়ে অদ্ভূত এক আলো-আবছায়ার মিশেল, যা দীপাবলির রাতে জাগিয়ে রাখে গোটা বিষ্ণুপুরকে। তন্ত্রসাধনা ও শবসাধনা সময়ের ঘষা লেগে সেসব কল্পকথা হয়ে গেলেও, এই একটি রাতই আজও সাবেকিয়ানার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে এলাকার মানুষকে। মণিলাল মারা গিয়েছেন অনেক আগেই। তাঁর মৃত্যুর পর ভাই ফণীভূষণ চক্রবর্তী সেবায়েত নিযুক্ত হন। এখন মণিলালের ছেলে শ্যামল চক্রবর্তী মন্দিরের সেবায়েতের দায়িত্বে রয়েছেন। সত্তরোর্ধ্ব শ্যামল চক্রবর্তী প্রধান সেবায়েত। তিনি বলেন, বাবার মৃত্যুর পর কাকা ফণীভূষণ চক্রবর্তীর কাছে তন্ত্রের শিক্ষা নিতে থাকি। তাঁর হাত ধরেই গুপ্তবিদ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু। পরে করুণাময়ী মন্দিরে নিত্য পুজো শুরু করি। কালী পুজোর আগে এই মুহূর্তে তুমুল ব্যস্ততা তাঁদের। দালানে নতুন রং'য়ের প্রলেপ পড়ে গিয়েছে। ঝাড়পোছ করে সাজানো হচ্ছে নরমুণ্ডগুলি। পুজোর দিন দূরদূরান্ত থেকে বহু ভক্ত আসেন এই পুজো দেখতে। মনস্কামনার জন্য মন্দিরের সামনে একাধিক ঢিল বেঁধে রাখেন ভক্তরা। তবে এক সময় এই মন্দিরে আসতে ভক্তরা ভয় পেতেন। চারিদিকে গা ছমছমে ভাব, অন্ধকার জঙ্গল। এখন অবশ্য অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে এর। রয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসার জায়গা, রয়েছে আলো। কিছুটা হলেও আধুনিক হয়েছে মন্দির চত্বর। আর এই মন্দিরটি মন্দিরবাজার থানার অন্তর্গত সাউথ বিষ্ণুপুরে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩১৫, সংখ্যা, রবিবার ১ কার্তিক ১৪৩২

কলকাতার কাছেই

তাঁর লেখা উপন্যাস 'কলকাতার কাছেই' পড়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন 'কোহিনুর হীরে'। ছোটদের জন্য তাঁর লেখার তালিকায় আছে ডিকেন্সের গল্প, ছেলেদের আরব্য উপন্যাস,তরুণ গুপ্তের বিচিত্র কীর্তিকথা, শিশুমহাভারত, পৃথিবীর ইতিহাস সহ আরও অনেক বই। মেজদা শুভেন্দ্রকুমার অনুজ গজেন্দ্রকুমারকে বিজ্ঞান পড়তে কিছুটা জোর করেছিলেন। সেন্ট জেভিয়ার্স ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলেন,কারণ বিজ্ঞান পড়ার কোনও ইচ্ছে তাঁর ছিল না।গেলেন বৃন্দাবন মায়ের এক সইয়ের বাড়ি। এরপর বাড়িতে ফিরলে আর্টসে ভর্তি করা হল। বাঁ হাতে লিখতেন গজেন্দ্রকুমার। অবশ্য ডানহাতে তিনি লিখতে পারতেন। সুমন্তনাথ তাঁকে স্কুল জীবন থেকেই বাঁ হাতে লিখতে দেখেছেন বলতেন 'ও লেফটিস্ট'। গল্প, উপন্যাস ছাড়াও গজেন্দ্রকুমার লিখেছেন তাঁকে ঘিরে রাখা অনেক ঘটনার স্মৃতিকথা। সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন গজেন্দ্রকুমারের সেরা সাহিত্য কীর্তি 'কলকাতার কাছেই'। গজেন্দ্রকুমারের মা জননী ছেলেকে অনেক গল্প শুনিয়ে রেখেছেন। তখনকার বিখ্যাত সব পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। এমন কি রামায়ন, মহাভারত থেকে বিদেশী বিখ্যাত লেখকদের গল্পের তিনি ছিলেন রসিক পাঠক। মায়ের মুখের গল্প মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতেন ছোট্ট গজেন্দ্রকুমার। সব স্কুলেই কচিকাচারা দুষ্টুমি করে বিশেষত যদি ক্লাসের শিক্ষক না আসেন। পাশের ক্লাসের শিক্ষককে বেশ বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়। এমন কি যেদিন ছাত্রদের থেকে শিক্ষক মাইনে আদায় করতেন সেদিন ও শ্রেণী কক্ষে খুব চেঁচামেচি হত। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের চমৎকার পন্থা আবিষ্কার করলেন প্রধানশিক্ষক। তিনি ছাত্রদের বললেন তাদের মধ্যে কে কে ভাল গল্প করতে পারে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের প্রস্তাবে খুশী হয়ে গজেন্দ্রকুমার সহপাঠীদের গল্প বলতে রাজি হয়। বলার ভঙ্গিমা চমৎকার। তাঁর মুখে গল্প শুনতে শুনতে সহপাঠীরা বুঁদ হয়ে হয়ে যেত। ছোটদের কাছে তিনি একদম হিরো, হেডমাস্টার ও গল্প শুনে বলেছেন ভেরী গুড। বাংলা সাহিত্যের পাঠক গল্প বলা ছাত্র থেকে পেয়ে গিয়েছিল বরেণ্য এক সাহিত্যিক কে। পড়ার চেয়ে গজেন্দ্রকুমারের তখন অবশ্য আগ্রহ 'শেফালী'নামে হাতে লেখা পত্রিকায় নানা বিষয়ে লেখালেখির দিকে। শেষ পর্যন্ত পড়াই ছেড়ে দিলেন। প্রথম লেখা অবশ্য প্রকাশিত হয় তাদের নিজেদের পত্রিকা 'বিজয়ে'। অবশ্য স্কুলজীবন ও কর্মজীবনের বন্ধু সুমথনাথ লিখে গিয়েছেন সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'স্বস্তিক'পত্রিকা থেকে। যখন বয়সে বেশ ছোট,তখন থেকেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার আভাস মেলে। মায়ের জন্য বোঝা হতে চাননি বরং টিউশনি জুটিয়ে নিলেন, চাকরি করার চেষ্টাও সেভাবে করলেন না, বন্ধু সুমথনাথ কে নিয়ে লক্ষ্মীর আরাধনায় নামলেন। স্কুল পাঠ্য বই পত্র নিয়ে মফস্বল শহর গ্রামে ঘুরে কাজ করতেন। তারপর এটা ওটা ব্যবসার খোঁজে থাকতেন। ব্যবসা করে দুশো টাকা লাভ হল। এর মধ্যে চুটিয়ে লেখালেখি চলেছে। ১৯৩৪সালে গজেন্দ্রকুমার শুরু করলেন প্রকাশনার ব্যবসা। গিরিশ মিত্র ও মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর প্রেরণা ও উৎসাহে গজেন্দ্রকুমার ও সুমথনাথ যৌথভাবে আজকের বিখ্যাত ' মিত্র ও ঘোষ'প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

অভিনেত্রী সুমিত্রা দেবী

অনেক অভাব তার মধ্যেও বেনুর মা স্বামীর জন্য ভাল মাছ, নয়তো মুরগি রান্না করে দিতেন। সকালেও তাঁকে ভাল প্রাতরাশ করে দিতেন মা। সত্যি বলতে বেনুর মা তাঁর স্বামীকে কখনই বুঝতেই দিতেন না পরিবারের অন্যরা শুধু ডাল-ভাত খায়। একদিন বেনুরা গিরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে এসে উঠলেন। এই বাড়িতে খুব সুন্দর একটি লন ছিল। একটি ব্যাডমিন্টন কোর্টও ছিল। এখানে প্রায় রোজই পাড়ার ছেলেরা আর তাদের দোতলার ভাড়াটের ছেলেরা ব্যাডমিন্টন খেলতে আসত। দোতলার মেয়েরাও খেলতে আসত। বেনুর ওপরের বোনের (বাণী) সঙ্গে ওদের ভাব ছিল। গিরিশ মুখার্জির বাড়ির মেয়ে রমলার সঙ্গেও বন্ধুত্ব বেনুর। যদিও সে বয়সে একটু বড় তা হলেও দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। আমরা দুজনে আমাদের হল ঘরের সামনের সিঁড়িতে বসে খেলা দেখতাম। তখন একটা ছেলেকে প্রায়ই আসতে দেখতাম। সেও ব্যাডমিন্টন খেলতে আসত। ১৮-১৯ বছরের হবে। অনেক ছেলের মধ্যে থাকলেও ওই ছেলেটিকে মনে হত পৃথক। রমলার কাছে শুনলাম, ছেলেটি এপাড়ারই। খুব সুন্দর গান করে আবার যাত্রা-থিয়েটার করে। বলতে গেলে পাড়ার হিরো। ছেলেটির এইসব গুণের জন্যই পাড়ার সকলে ওর খুব ভক্ত। সে যখন আসত দেখতাম খুব সুন্দর ওর পোশাক-পরিচ্ছদ। কোথায় যেন একটা আলাদা চটক রয়েছে। ওর কথা শুনে আমার খুব মজা লাগত। বেনু কাঁদতেন। তখন বুঝতে পারতেন না যে তাঁর দাদাদের কোনও রোজগার নেই। তারা পড়াশুনো করছে। ওপরের দাদা স্কুলে পড়ছে। আর বেনু বাড়িতে বসে কোনও স্কুলে পড়ে না। কেন পড়ছি না তার আজ পর্যন্ত কোনও উত্তর খুঁজে পাই না। এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ আমার বড় জামাইবাবুর (বনফুল) ছোট ভাই অরবিন্দ মুখার্জি আমাদের বাড়ি এলেন। উনি প্রায়ই আসতেন। আর নানারকম সিনেমার গল্প করতেন। উনি তখন নিজেই সিনেমায় কিছু করার চেষ্টা করছিলেন। উনি এসে বাবার মত নিয়ে আমাকে ইন্দ্রপুরি স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন। ঢুলুদা আমার সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিলেন (ঢুলুদা অরবিন্দ মুখার্জির ডাক নাম) ভদ্রলোক আমাকে ভাল করে দেখে নিয়ে পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন, কীহে মেয়েটিকে এই লাইনে নতুন নিয়ে এলে নাকি? ঢুলুদার কাছে শুনলাম যে ছবির শ্যুটিং হচ্ছে তার নাম 'সৈনিক'। দেবী মুখার্জি নায়ক আর সুমিত্রা দেবী এই ছবির নায়িকা।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

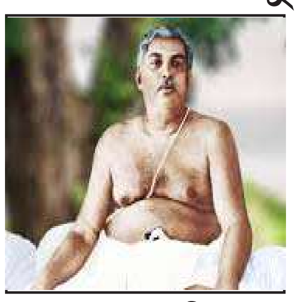

যারা মাতৃভক্ত তারা জীবনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। দেখা গিয়েছে মাতৃভক্ত সন্তানরা সমাজে মহান হয়েছেন। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। মায়ের আর্শীবাদ সব সময়ে প্রয়োজন।। সন্তানদের বলতে হবে না। মা তাঁর নিজের ইচছাতে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। জীবনকে শক্তিশালী করতে মহামন্ত্র দান করে থাকেন মা'রাইন নাহলে সন্তানরা শক্তি পাবে না। শক্তি পেতে গেলে মাতৃভক্ত হতে হবে। মানব সমাজকে রক্ষা তরত গেলে সেবা করতে গেলে প্রয়োজন মানবিকতা।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। সত্যের মধ্যে শক্তি নিহিত। যার কাছে সত্য রয়েছে তিনি সর্বশক্তির অধিকারী। তিনি সব সময়ে শক্তি ধারন করতে পারেন। মিথ্যাচারের কাছে কোনও শক্তি থাকে না। মিথ্যাচার কেবল শক্তিহীন হয়ে পড়তে শুরু করে। তন্ত্র সাধনা করে মা কালীকে জাগ্রত করতে হবে। তার কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা করতে হবে। তবেই তিনি মাতৃশক্তি দিয়ে থাকেন। সাধনা না করলে শক্তি পাওয়া যায় না। মাতৃ সাধনা করলে শক্তি লাভ করা যায়। মাই সবাইকে শক্তিদান করে থাকেন। সেই কারণে মাতৃ পুজো সবার আগে করা উচিত। মাতৃ বন্দনা করা সবার উচিত। মাকে বঞ্চিত করে সেউ কিন্তু বড় হতে পারে না। যিনি মহান তিনি মাতৃভক্ত।

কালী সাধনায় মগ্ন রামকৃষ্ণদেব, বামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদ ও বিবেকানন্দ

রবীন্দ্রকুমার শীল

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা কালীকে শুধু পুজো করলে হবে না। তার সাধনা করতে হবে। বেদ পড়লেই চলবে না। শাস্ত্র পাঠ করলেই চলবে না। পুজো অঞ্চলি দিলেই কালী সন্তুষ্ট হন না। মানুষের সেবা করতে হবে। তবেই মা কালী সন্তুষ্ট হন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ

ধর্মীয় দর্শনটা ছিল সেবা করা। তিনি মানব সেবায় বিশ্বাসী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি মানব সেবায় দীক্ষিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, শুধু ধর্মশাস্ত্র পড়লেই দেবতার আরাধনা করা যায় না। তিনি মা ভবতারিণীকে নিজের কন্যার মতো দেখতেন বলেই তাঁকে সবাই পাগল ঠাকুর বলতো। রানী রাসমনি এই পাগনল ঠাকুরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের সামান্য পুরোহিত তিনি তিনি জগত বিখ্যাত হয়ে ছিলেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মানব সেবা মানুষের সেবা করতে হবে। তিনি পতিতদের সেবা করেছেন। গিরিশ ঘোষকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। অভিনেতা গিরিশ ঘোষ যখন খুবই অসুবিধা পড়ে গিয়েছিলেন তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব গিরিশ ঘোষকে শাহস দিয়েছিলেন। শক্তি দিয়েছিলেন। অভিনেত্রী বিনোদিনীকে সবাই যখন ঘৃণা করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁকে আর্শিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তুই একদিন বিখ্যাত হবি। তোর নাম বাংলার যাত্রা জগতে ঘোরা ফেরা করবে। তোর খুব সুনাম হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, শুধু ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মন যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে. মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। তিনি নরেনকে এই সব মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি জানতেন যে নরেন একদিন তাঁর নামটাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নরেনকে আর একটি শিক্ষা দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে পতিতদের উদ্ধার করতে হবে। অনাথদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে হবে। শক্তিহীন মানুষকে শক্তি দিতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মা'ই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো। মাকে পুজো করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সারা জীবন ধরে তিনি নারী জাগরণে কথা চিন্তা করে গেছেন। তিনি কোনও দিনই নারীদের অপমান তো দূরের কথা তাদেরকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলতেন, নারীরা প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল। বর্তমান যুগেও নারীরা ভারতের আদর্শ। নারীদের সমানে রেখে দেশ এগিয়ে চলে। আজকের বিশ্বে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে নারীরা এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। নারীরা না থাকলে বা নারী শক্তি না থাকলে একটি দেশ কোনও সময়ে সমানের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। এখন প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জন্য নারী শক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নারীরা হচ্ছে প্রেরণাদায়ী। তাঁরা পুরুষ জাতিতে প্রেরণা নামক শক্তি দিয়ে থাকেন। সেই শক্তি গ্রহণ করে পুরুষরা কাজ করে চলে। সংসার নারীর দ্বারা পরিচালিত হয়। জীবন পরিচালিত হয়। সন্তান সন্ততিরা পরিচালিত হয়ে থাকে। নারী শক্তি সংসারে সবাই লাভ করতে পারলে সংসার সুখের হয়। দেশ সমৃদ্ধ লাভ করে। ধনবান হয় দেশ। চৈতন্যদেব শচীমাতাকে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসতেন বলেই তিনি বড় হতে পেরেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর আর্শিবাদকে গ্রহণ করে তিনি শিকাগোতে গিয়ে আমেরিকাবাসীদের নিজের ভাইবোন বলে উল্লেখ করলেন। এর আগে কোনও বিদেশি আমেরিকাবাসীদের নিজের ভাই বোন বলে উল্লেখ করেনি। আমেরিকাবাসীদের নিজের ভাইবোন বলে আখ্যা দেওয়ার ফলে স্বামী বিবেকানন্দের আন্তর্জাতিকতাবাদ দেখতে পাওয়া গেল। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দর্শনকে তিনি আমেরিকার নাগরিকদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। তিনি বলেন, ভারতের একটি অখ্যাত গ্রামে নিরক্ষর ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যে দর্শনের কথা বলে দিয়ে গিয়েছেন সেই দর্শনকে পালন করলেই তবে মানব সেবা করা সম্ভব। মানুষের সেবা ছাড়া আর জগতে কিছুই নেই। যিনি মানব সেবাকে প্রধান ধর্ম বলে গ্রহণ করেছেন তিনি জগত শ্রেষ্ঠে পরিণত হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি একটি বিখ্যাত বই রচনা করেছিলেন কালী ঠাকুরকে নিয়ে। তিনি লিখেছিলেন 'মাই গড কালী'। এখানে তিনি কালী পুজোর চেয়ে তিনি কালী আরাধান করার কথা বলেছিলেন। মানুষের মধ্যেই কালীর অবস্থান রয়েছে। মানুষের সেবা করতে পারলে মা কালীর সেবা করা হয়। কালীর সঠিক পুজো করতে হলে আগে মানুষের পুজো করতে হবে। মানুষকে অনাহারে রেখে কোনও সময়ে পুজো করে পুণ্য লাভ করা যায় না। ভগিনী নিবেদিতা মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়েছিলেন। তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানুষের উত্তরণকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আধুনিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় তাঁকে আধুনিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখাতেন। তিনি বলতেন, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনে আধুনিক ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

হালি শহরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর রামপ্রসাদ। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছেন। 'আমার শ্যামা কি কালো রে', 'দে মা আমায় তবিলদারি', 'মা মা বলে শুধু ডাকি তুই কেন সাড়া দিস না' এই রকম বহু শ্যামা সঙ্গীত তিনি রচনা করে দিয়েছেন। তারাপীঠে সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধনা করতেন। মা কালীকে সমানে রেখে শশ্মানে তন্ত্র সাধনা করতেন।

শক্তি আরাধনায় শ্যামা সঙ্গীতকে মন্ত্র বলা হয়

কালীপদ মল্লিক

শ্যামা সঙ্গীতকে ভক্তিমূলক গানের মধ্যে বহু শিল্পীরা ফেলতে চান না। তারা শ্যামা সঙ্গীত এর নিজস্ব পরিচয় দিতে আগ্রহী। ভক্তিমূলক গান থেকে শ্যামা সঙ্গীতকে বের করে নিয়ে আসার জন্য বহু শিল্পীরা একে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। ফলে বাংলায় আচার আচরণ এবং সামাজিক নিয়ম কানুনও এই সঙ্গীতের মধ্যে থেকে প্রকাশ পায়। শ্যামা সঙ্গীতের নিজস্ব ঘরানা তৈরি হয়েছে। গ্রাম বাংলার নিজস্ব রূপ এই সঙ্গীতের মধ্যে ধরা পড়ে। পল্লী গ্রামের মহিলাদের রূপ প্রকাশ পায়। মা কালী যেন সঙ্গীত শিল্পীদের কাছে অতি পরিচিত। এটি আদরের শ্যামা মা। মা কালীকে দেবী হিসাবে না দেখে একেবারে ঘরের কন্যা এবং বঁধু হিসাবে দেখতে ভালো বাসতেন সঙ্গীত রচয়িতারা। সাধক রামপ্রসাদ সেন এই ধারার প্রবর্তন করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বৈষ্ণব কবিরা যেমন রাধা এবং শ্রীকৃষ্ণকে মানব মানবী রূপ দিয়ে তাদের প্রেম কথার মধ্যে রোমান্স এবং রোমান্টিকতার প্রবেশ ঘটিয়ে সঙ্গীতের রসাস্বাদন করতেন ঠিক তেমনি শ্যামা সঙ্গীতের শিল্পীরা মা কালীকে একেবারে মানবী রূপ দিয়ে তাদের সঙ্গীতে উপস্থাপিত করতেন।

আসলে এই সব সাধক এবং সঙ্গীত শিল্পীরা মনে করতেন যে মন দিয়ে মা কালীকে ডাকলে তিনি ভক্তদের কথায় সাড়া দেন। পুজা অর্চনার কোনও প্রয়োজন নেই। নেই কোন তন্ত্র মন্ত্রের আয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেভাবে রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শ্যামা সঙ্গীতে সাধনা করেছেন সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পান্নালাল ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে আধুনিক কালের শ্যামা সঙ্গীত শিল্পীরা একেবারে সুরের ধারাকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। রামপ্রসাদী গান এর সুরটাকে একেবারে আধুনিক ধাঁচে তৈরি করে সঙ্গীত পরিবেশন করতে শুরু করেছেন বর্তমান যুগের শিল্পীরা।

পান্নালাল শ্যামা সঙ্গীতকে একবারে যুগের উপযোগী সঙ্গীত হিসাবে উপস্থাপিত করেছিলেন বলেই তাঁর শ্যামা সঙ্গীত আজও জনপ্রিয়। 'বসন পর মা বসন পর মা'। তাঁকে অনুসরণ করে শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যও শ্যামা সঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন। এর মধ্যে মানবেন্দ্র নাম মুখোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গের শ্যামা সঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন। হৈমন্তী শুক্লা শ্যামা সঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন শাস্ত্রীয় সুরকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে। আসলে শ্যামা সঙ্গীত গাওয়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। ফলে বিভিন্ন গায়কেরা তাদের নিজেদের মতো করে শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। এখানেই রয়েছে শ্যামা সঙ্গীতের বৈচিত্র্য। মান্না দে'র কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে যেভাবে শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন তাতে রাগ ছিল। কিন্তু এখনকার শ্যামা সঙ্গীতে কোনও রাগ নেই। তবে শ্যামা সঙ্গীতের আর একজন জনপ্রিয় শিল্পী হচ্ছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি একেরবারে বৈঠকী ঢংয়ে শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তাঁর শ্যামা সঙ্গীতে টপ্পা ঠুংরি থেকে শুরু করে একেবারে ভৈরবী সুর পর্যন্ত শোনা গিয়েছে। রসিয়ে রসিয়ে তিনি শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে মাত করে দিতেন। তাঁর পুত্র শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় এখন পিতার পথকে অনুসরণ করে শ্যামা সঙ্গীত গাইতে শুরু করেছেন। 'আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি'- শ্যামা সঙ্গীত গানটি গেয়ে একেবারে মাত করে দিয়েছিলেন মান্না দে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের মতো শ্যামা সঙ্গীতের কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকার জন্য প্রায় আধুনিক গানের রূপ নিয়ে শ্যামা সঙ্গীত বাংলার শিল্পীদের কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে। শিল্পী কুমার শানুও পর্যন্ত শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। বাংলার প্রায় প্রতিটি শিল্পীর শ্যামা সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় লাভ করেছিলেন আধুনিক কালে পান্নালাল ভট্টাচার্য। রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য যে শ্যামা সঙ্গীতের ধারা শুরু করেছিলেন সেটা এখন বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

শক্তি সঙ্গীতের প্রচলন বাংলায় অতীত কাল থেকে ছিল। কিন্তু সেখানে তন্ত্র এবং মন্ত্র প্রভাব থাকার ফলে সাধারণ মানুষেরা প্রবেশ করতে চায়নি। পরবর্তীকালে শক্তি সাধনায় তন্ত্র মন্ত্রকে বাদ দিয়ে যখন একেবারে সাধারণ মানুষের কাছে মা কালীকে এনে উপস্থিত করলেন সাধকেরা তখন কালীকে গ্রহণ করতে শুরু করলো অপামর জনগণ। কালীকে সাধারণ করে একেবারে মানুষের ঘরে অভ্যন্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন। তিনি অসাধ্য সাধনা করেছিলেন। তাঁর গান একেবারে বাংলাকে মাতিয়ে তুলেছিল। সেই কারণে তাঁর গান পরিচিত লাভ করলো রামপ্রসাদী গান হিসাবে। আর কারোর গানের এই রূপ নামকরণ করা যায়নি।

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ও শ্যামা সঙ্গীত পচ্ছন্দ করেন। তিনি সময় পেলে শ্যামা সঙ্গীত শোনেন। শ্যামা সঙ্গীতের উন্নতির জন্য বর্তমান যুগের শিল্পীরা গান গাইতে শুরু করে দিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন শিল্পী শান থেকে শুরু করে একেবারে কবির সুমন পর্যন্ত। কবির সুমন শ্যামা সঙ্গীতকে বাংলার সেরা লোক সঙ্গীত বলে মনে করেন। বাউল সঙ্গীতের মতো শ্যামা সঙ্গীতও গ্রাম বাংলায় জনপ্রিয়তা লাভ করে। বহু বাউল শিল্পীরা শ্যামা সঙ্গীত বাউল সুর দিয়ে গাইতে শুরু করে দিয়েছেন। আবার ভাটিয়ালি সুর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত গাওয়া হয়।

সাহিত্যপ্রেমিক নেতাজি সুভাষচন্দ্র

রানা বোস

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সশস্ত্র সংগ্রামের পথটাকে বেছে নিয়েছিলেন। যদিও তিনি একটি সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের পথ ধরে ভারতের স্বাধীনতা লাভ করার পথটা তাঁর পচ্ছন্দ হয়নি। তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের পথটাকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পূর্ণ স্বরাজের

ডাকটাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে দেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে কোনও আপোষ নয় সেটা পরিস্কার করে দেন তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে কংগ্রেসের পথটা ছিল অহিংসার পথ ধরে স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করা। মহাত্মা গান্ধির পথটাকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করে। সেই কারণে যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেসের মতভেদ দেখা দিতে শুরু করে। বিপ্লবীদের যুগান্তর পার্টি বা অনুশীলন দলের সদস্যদের কংগ্রেসীদের বিস্তর মতপার্থক্য দেখা দিতে শুরু করে। বাংলা তথা ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামীরা অস্ত্র দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্জন করার পক্ষে ছিল। তারা মনে করতেন ইংরেজ সরকার অতি সহজেই ভারত ত্যাগ করবে না। অহিংসা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারত কখন স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। সেই কারণে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েই ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধী করার পথ ধরে হাঁটতে শুরু করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন ছাত্র ছিলেন নেতাজি সেই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক ই এফ ওটেন ১৯১৬ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের দ্বারা হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন হেনরি রোশার জেমন্স। তিনি তদন্ত করে দেখতে পেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস এবং আনন্দ মোহন দাম এই হেনস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ সালে এই দুই ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্র বোস পরে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। সেই সময় থেকে তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের ওপরে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের পথটা ধরে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। পরে মাস্টারদা সূর্য সেন এবং বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এর বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বাধীনতা চিন্তাধারা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বহুবার তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে দেশবন্ধুর কথা উল্লেখ করেছেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে বিপ্লবী অরবিন্দের পরিচয় হয়েছিল বিলেতে। সেখানে ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠিত সভাতে আলোচনা করতে অংশ গ্রহণ করতেন অরবিন্দ এবং দেশবন্ধু। তবে ভারতে এসে অরবিন্দ (১৯০৬) বিপ্লবী পথকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলতে শুরু করে দেন। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ভগিনী নিবেদিতার অবদান বলতে গেলে খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি সেই সময়ে অরবিন্দের বিপ্লবী আস্তানায় এসে বিপ্লবী মন্ত্রের শিক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বোস বিপ্লবী বাঘা যতীনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি পরিস্কার করে বুঝতে পেরেছিলেন বাংলার থেকে ইংরেজদের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম করে হটানো একেবারে মুশকিল। ভারতের বাইরে থেকে ইংরেজদের আক্রমণ করতে হবে। তবে সেটা হবে শক্তিশালী ভারতীয় সেনা বাহিনী প্রস্তুত করে। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন বিপ্লবীদের উৎসাহিত করে বটে। কিন্তু এই ধরনের ছোটখাটো বিপ্লবী সংগ্রাম ঘটনা ঘটিয়ে ইংরেজদের শক্ত ভিতটাকে নাড়িতে দেওয়া একেবারে অসম্ভব।

ইংরেজ সরকার তখন ইউরোপে অন্যতম সেরা শক্তিশালী দেশ। নৌ বাহিনীতে ইংরেজ সেনারা খুবই পারদর্শি পাশাপাশি স্থল যুদ্ধের তারা করিকর্মা। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলন করে জেতা একেবারে অসম্ভব। ইংজেদরে ভারত থেকে বিতারিত করতে গেলে বিদেশি শক্তির সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন। জার্মান, ফ্রান্স ব্রিটিশ সরকার বিরোধী শক্তি ছিল। তারা বারবার বাংলার বিপ্লবীদের অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতার করার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। ফ্রান্স সরকার বিপ্লবীদের গোপনে সহযোগিতা করতো। কিন্তু সেটা নিজেদের গা বাঁচিয়ে। ইংরেজ সরকার ইংরেজদের বেশি চটাতে চেষ্টা করতো না। বিপ্লবীরা চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু পারেনি। বিপ্লবী অরবিন্দই চেষ্টা করেছিলেন চন্দননগরের মেয়র বিপ্লবী কাজকর্মে বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে। তাই তাঁকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। বিপ্লবীরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে বোমা ছোঁড়ে। প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন মেযর। তিনি পরে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে স্বদেশি ফিরে যান। বিপ্লবী অরবিন্দ পণ্ডিচেরি চলে গিয়েছেন। ইংরেজ সরকার অরবিন্দের বিপ্লবী আন্দোলনকে একেবারে দমন করে দিয়েছে। সব বিপ্লবীদের কারাগারে পুরে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে ইংরেজ সরকার। এর ফলে আন্দামান সেলুলার জেল কায়েদিতে ভর্তি। বিপ্লবী বারীন ঘোষ উল্লাসকর দত্ত এর মতো বিপ্লবীরা আন্দামান জেলে বন্দি দশায় দিন কাটাতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন একেবারে থমকে গিয়েছে। মানিকতলা বোমা মামলায় জর্জরিত সব বিপ্লবীরা। তার মধ্যে থেকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছেন বাঘা যতীন। তিনি জার্মান দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখান থেকে অস্ত্র নিয়ে এসে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি সেই বুড়িবালামের তীরে বালেশ্বর যুদ্ধে ইংরেজরা বিপ্লবী বাঘা যতীনের লড়াইকে একেবারে থামিযে দিল।

ফেডারেশন হলের১২১-তম প্রতিষ্ঠা দিবস

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৬ অক্টোবর, ২০২৫। ফেডারেশন হল (মিলন মন্দির)-এর ১২১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠান পালিত হয়। অনুষ্ঠানের শুভ আবম্ভে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন পার্থ দেবনাথ। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট শিশির কুমার ব্যানার্জি স্বাগত ভাষন দেন। লাইব্রেরী কমিটির সভাপতি ড. এস

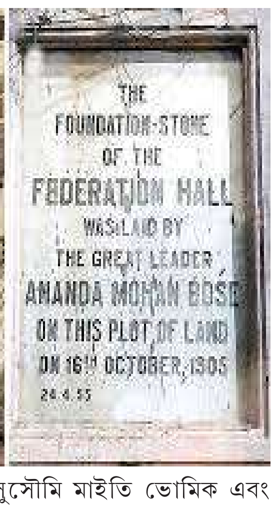

কে শেঠ ফেডারেশন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষন দেন রামকৃষ্ণমিশন (গোলপার্ক)-এর সম্পাদক স্বামী সুর্পণানন্দ মহারাজ। তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মীয় ভাবধারার স্রোত কীভাবে প্রবাহিত হয়েছিল তার ব্যাখ্যা করেন। বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জি (প্রাক্তন রাজ্যপাল) স্বাধীন ভারতের প্রথম দিন দিল্লিতে উপস্থিত থেকে স্বাধীন ভারতের উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেন তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার (আধিকারিক) সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। আনন্দ বাজার পত্রিকার সাংবাদিক শিশির রায়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অরবিন্দ ভবনের ট্রাস্টি সদস্য বিশ্বজিৎ গাঙ্গুলি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং বিপ্লবী অরবিন্দ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। প্রাক্তন রাজ্যপাল বিচার পতি শ্যামল কুমার সেন (সভা পতি) জানান যে ফেডারেশন হলের 'মিলন মন্দির' নামকরণ করেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি মিলন মন্দির সম্পর্কে তিনি ইতিহাস ভিত্তিক বক্তব্য রাখেন। সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুসৌমি মাইতি ভোমিক এবং ডাক্তার শঙ্কর নাথ। সম্পাদক তাপস কান্তি চৌধুরী উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কলকাতার 'অরবিন্দ ভবন' এবং 'কলকাতা কথকথা' যৌথ উদ্যোগে ১৬-১৮ অক্টোবর পর্যন্ত 'রাজ টু স্বরাজ' স্বদেশি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। এই প্রদর্শনীকে সফল করতে 'কলকাতার কথকতা'র চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, উৎপল সান্যাল, জয়ন্ত ঘোষ, সৌভিক মুখার্জি, তাপস বসু, মলয় সরকার, অরিন্দম রাউথ, অরূপ রায়, ফাল্গুনি দত্ত রায়, কৌস্তভ রাজপণ্ডিত, উজ্জ্বল সরদার এবং তরুণ বিশ্বাস অবদানের কথা অতি অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়।

মায়ের নামে নয়, ভক্ত কমলাকান্তের নামে প্রতিষ্ঠিত বর্ধমানের কমলাকান্ত কালীবাড়ি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ অক্টোবর ঃ , ১৮ অক্টোবর ঃ বর্ধমান শহরের ঐতিহাসিক কালীমন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম 'কমলাকান্ত কালী মন্দির'। বোরহাটের নিকট অবস্থিত এই জনপ্রিয় কালীমন্দিরে মা কালীর পূজা হয়ে আসছে দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে। এবছর ২১৭ তম বর্ষ। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অধিকাংশ কালীমন্দিরই 'মা কালীর' বিভিন্ন রূপ বা এলাকার নাম অনুসারে পরিচিত। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে এই মন্দির- যা প্রতিষ্ঠিত 'মা কালীর ছেলে' বলে পরিচিত প্রবাদপ্রতীম কালীসাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য-এর নামে। বোরহাটের এই মন্দিরকেই সাধনাক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। তাই অন্য সব কালীমন্দির যেখানে 'মা'র নামে পরিচিত, সেখানে এ মন্দিরের নামকরণ হয়েছে ভক্তের নামে- কমলাকান্ত কালীবাড়ি। ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে (১২১৬ বঙ্গাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই মন্দির। কমলাকান্তের জন্ম পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় হলেও, তন্ত্রসাধনার জন্য তিনি গলসী-২ ব্লকের চান্না গ্রামে চলে আসেন। তৎকালীন বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্র মহাতাব তাঁর সাধনার কথা শুনে তাঁকে বর্ধমানে আমন্ত্রণ জানান এবং মা কালীর পূজার দায়িত্ব দেন। সেইসঙ্গে তাঁর উচ্ছৃঙ্খল পুত্র প্রতাপচাঁদকে সংস্কার ও শিক্ষায় সঠিক পথে আনতে কমলাকান্তের শরণাপন্ন হন। মহারাজ তেজচন্দ্র মহাতাব কমলাকান্তকে বোরহাট সংলগ্ন লাকুড্ডিতে একটি বাড়ি এবং কোটালহাটে একটি জমি দান করেন। সেই জমিতেই তিনি পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করে মা কালীর সাধনায় লিপ্ত হন এবং সিদ্ধিলাভ করেন বলে জানা যায়। প্রতি অমাবস্যায় তিনি মাটির কালীমূর্তি নির্মাণ করে পূজা করতেন-এই রীতি আজও বহাল রয়েছে।

প্রতিদিনই মা-কে মাগুর মাছের ভোগ দেওয়া হয়, যা সাধকের সময় থেকে প্রচলিত। কথিত আছে, মা যে জীবন্ত অবস্থায় মন্দিরে অবস্থান করছেন, তা প্রমাণ করতে সাধক একদিন মা কালীর পায়ে বেলকাঁটা ফুটিয়ে রক্ত দেখিয়ে ছিলেন। এমনকি এক অমাবস্যায় তিনি মহারাজকে পূর্ণিমার চাঁদও দেখিয়েছিলেন-এইসব অলৌকিক কাহিনিই আজও ঘিরে রেখেছে মন্দিরটিকে রহস্যময় আবহে। সাধক কমলাকান্তের জন্ম-মৃত্যু সাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে-কেউ বলেন ১৭৭২ থেকে ১৯২০, আবার কারও মতে ১৭৬৯ থেকে ১৯২১। বর্তমানে মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে 'কমলাকান্ত কালী ট্রাস্টি বোর্ড'। ট্রাস্ট বোর্ডের সম্পাদক অলোক কুমার মল্লিক, সভাপতি দেবপ্রসাদ তেওয়ারী এবং বিশিষ্ট আইজীবি সঞ্জয় ঘোষ জানিয়েছেন, মহারাজ তেজচন্দ্র মহাতাবই ১৮০৯ সালে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। আগে অমাবস্যায় মাটির মূর্তি বানিয়ে পূজো করা হতো, পরে তা বিসর্জন দেওয়া হতো। ১৯৭০ সাল থেকে কালীপূজোর পর এক বছরের জন্য সেই মাটির মূর্তি রাখা হয়, আর এখন ভক্তদের ইচ্ছায় সাড়ে ছ'ফুট উচ্চতার কষ্টিপাথরের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। তারা আরও জানিয়েছেন যে, ১৮২০ সালে সাধক জানিয়ে ছিলেন তাঁর ইহলোক ত্যাগের সময় এসেছে। তখন তাঁকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যেতে বলা হলেও, তিনি মায়ের চরণেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেদিনই মন্দিরের কুয়ো থেকে মা গঙ্গা এসে তাঁকে স্নান করান বলে কথিত আছে। সেই থেকেই ঐ কুয়োর জল 'গঙ্গাজল ' হিসেবে পূজো ও ভোগ রান্নায় ব্যবহার হয় আজও।

অলৌকিক ইতিহাসে ভরা বহরমপুরের এই কালী মন্দির

মিঠুন হালদার, বহরমপুর, ১৮ অক্টোবর ঃ বহরমপুর সহ সারা মুর্শিদাবাদবাসীর কাছে 'বিষ্ণুপুর মা কালীর মন্দির' অত্যন্ত সুপরিচিত। মায়ের আশীর্বাদ লাভের আশায় এই মন্দিরে সারা বছরই পুর্ণ্যার্থীদের ঢল লেগেই থাকে । সকলের বিশ্বাস বিষ্ণুপুরের করুণাময়ী মা কালী তাঁর কোনও ভক্তকে খালি হাতে ফেরান না। তাই ভক্তরা রোজই নিজেদের মনোবাঞ্ছা নিয়ে ভিড় জমান মায়ের চরণে। বিগত বহু বছর ধরে এই মন্দিরে পশুবলি প্রথা চলে আসলেও ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এখানে পশু বলি প্রথা বন্ধ বলে জানিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। তারা বলেন, 'আমাদের মনে হয় মানুষ শান্তির জন্য মায়ের কাছে আসেন। তাই সেখানে যদি কোনওরকম হত্যালীলা দেখেন, তা কখনই মানুষকে শান্তি দিতে পারবে না। ভক্তি ভরে মায়ের কাছে কিছু চাইলে মা কাউকে খালি হাতে ফেরান না।' লোক মুখে শোনা যায়, এই মন্দির প্রায় ৫০০ বছরের বেশি পুরনো। ইতিহাস মতে, এই মন্দিরের মা কালী ছিলেন কাশিমবাজারের রাজার হিসাবরক্ষক কৃষ্ণেন্দু হোতার নিজের কন্যা। তিনি থাকতেন বহরমপুরের সৈদাবাদ অঞ্চলে। কৃষ্ণেন্দু হোতার মেয়ের নাম ছিল করুণাময়ী। যখন তাঁর বয়স ১২-১৩ বছর তখন করুণাময়ী একদিন বাবাকে বলেন, সে বাবার কাজের জায়গা দেখতে যেতে চায়। কয়েকশো বছর আগে সেই সময় কাশিমবাজার এবং সৈদাবাদ অঞ্চল ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। তাই কৃষ্ণেন্দু মেয়েকে নিয়ে সেখানে যাওয়া যাবে না বলে জানায়। কিন্তু তাঁর মেয়ে করুণাময়ী ছিল নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণেন্দু বাধ্য হয়ে হাঁটা পথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই মেয়েকে নিয়ে কাশিমবাজার রাজবাড়ির পথে রওনা দেন। যাত্রাপথে কৃষ্ণেন্দু হোতা এবং তাঁর কন্যা করুণামযী যখন একটি শ্মশানের (বর্তমানের হোতা সাঁকো) কাছে এসে পৌঁছান, তখন করুণাময়ী কাঁদতে শুরু করেন এবং তাঁর বাবাকে জানান সে আর হাঁটতে পারছে না । সেই সময় এক শঙ্খ বিক্রেতা ওই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলেন। সে করুণামযীকে কাঁদতে দেখে তাঁর বাবাকে কারণ জিজ্ঞেস করেন এবং কৃষ্ণেন্দু জানান যে, তাঁর মেয়ে আর কাশিমবাজার রাজবাড়ি পর্যন্ত হাঁটতে পারছে না। তখন সেই শঙ্খ বিক্রেতা, কৃষ্ণেন্দু হোতাকে বলে যে, সে তাঁর মেয়েকে বাড়ি পর্যন্ত ছেড়ে দেবে। এই বলায় কৃষ্ণেন্দু তাঁর মেয়েকে শঙ্খ বিক্রেতার হাতে দিয়ে রাজবাড়ির পথে এগিয়ে যায়। লোকগাথা অনুযায়ী এরপরই ঘটে একটি অলৌকিক ঘটনা। কৃষ্ণেন্দু সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর হঠাৎই করুণাময়ী পাশের দিঘিতে ঝাঁপ দেন এবং সেই শঙ্খ বিক্রেতাকে বলেন, সে যেন জলে নেমে তাঁকে শাঁখা পরিয়ে দেয়। শঙ্খ বিক্রেতার বারংবার অনুরোধ সত্বেও করুণাময়ী জল থেকে উঠতে রাজি হয় না। তখন শঙ্খ বিক্রেতা বাধ্য হয়ে জলে নেমে তাঁকে শাঁখা পরিয়ে দেন। এরপর করুণাময়ী সেই শঙ্খ বিক্রেতাকে বলেন -তাঁর বাড়িতে গিয়ে এই শাঁখার দাম হিসেবে দশটি রুপোর মুদ্রা যেন সে নিয়ে নেয়। সঙ্গে এটাও বলেন যে, তাঁদের বাড়ির রান্নাঘরে সেই মুদ্রাগুলি রয়েছে। কিন্তু এরপরেও সেই শঙ্খ বিক্রেতা কোনও মতেই করুণাময়ীকে জল থেকে তুলতে না পেরে অশ্রু সজল নয়নে তাঁর বাড়িতে পৌঁছায় এবং পরিবারের সদস্যদের সমস্ত ঘটনাটি বলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, করুণাময়ীর বাড়ির কোনও লোকই সেই রৌপ মুদ্রার সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। কিন্তু করুণাময়ীর বলে দেওয়া স্থানে তাঁরা সেই দশটি রুপোর মুদ্রা দেখতে পান। এরপরই সকলে করুণাময়ীকে খোঁজার জন্য সেই দিঘির পারে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু কোথাও তাঁরা করুণাময়ীকে খুঁজে পান না বরং তাঁর বদলে ঠিক করুণাময়ীর মতো দেখতে মা কালীর একটি মূর্তি বেল গাছের কাছে খুঁজে পান। অনেকের বিশ্বাস -মা করুণাময়ী যখন জল থেকে উঠে আসছিলেন সেই সময় একজন রাখাল তাঁকে দেখে ফেলেন। 'মা' যতদূর জল থেকে উঠেছিলেন বিষ্ণুপুর কালীবাড়িতে মা কালীর মূর্তি সেই কোমর পর্যন্তই ভক্তরা দেখতে পান। জাগ্রত এই কালী মন্দির ঘিরে শোনা যায় একাধিক অলৌকিক কাহিনী। কোনও এক সময়, মায়ের এক ভক্ত তাঁকে কিছু উৎসর্গ করবে বলে মানত করেছিলেন। কিন্তু কোনও কারণে সে তা ভুলে যায়। এরপর হঠাৎই তার ছেলে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ওই ব্যক্তির সেই প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়তেই, সে মায়ের কাছে করা মানত পূর্ণ করে আর অলৌকিকভাবে তার ছেলে পুনরায় বাকশক্তি ফিরে পায়। লোকমুখে শোনা যায়, বহু মানুষ রাতের বেলা করুণাময়ী মাকে লাল-সাদা শাড়ি পরে মন্দির চত্বরে ঘুরে বেড়াতেও দেখেছেন। মন্দিরের সদস্যরা জানান, মাঘ মাসে রটন্তী কালী পুজো এবং কার্তিক মাসে দীপান্বিতা কালীপুজো ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হয় এই মন্দিরে। রীতি মেনে এবছরও দীপান্বিতা কালীপুজো হবে মন্দিরে। এর পরদিন সকাল থেকে প্রসাদ বিতরণ করা হবে ভক্তদের মধ্যে। এই মন্দিরের কালী প্রতিমাকে নিত্য পুজো করা হয়, তা কখনও নিরঞ্জন হয় না।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, লক্ষ্মীরানী বসাক, স্বামী- সন্তোষ বসাক, সাং- বেড়াকামগাছি, থানা- তাহেরপুর জেলা- নদীয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইংরাজী- ২০/০৭/২০১৩ সালের রাণাঘাট-১ ADSR অফিসের IV-236 আমমোক্তারনামা বলে, সুশান্ত বসাক (পিতা- ৺পূর্ণচন্দ্র বসাক) নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে, জেলা-নদীয়া, থানা- তাহেরপুর, মৌজা- কামগাছি, J.L-১৭, দাগ নম্বর- ১৫০১, খতিয়ান- ২৩৬৯/১, থেকে আমি উক্ত সম্পতি বিক্রয় করছি, সেই সম্পতি বিক্রেতা হইতে ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O যোগাযোগ করুন ।

Notice

I, Smt. Suparna Bose w/o Sri Nikhil Bose solemnly affirm and declare before the Notary Public Howrah vide Affidavit No. H-231/2025 dated 07.08.2025 that the said Smt. Shankari Bose w/o Sri Nikhil Bose and Smt. Suparna Bose w/o Sri Nikhil Bose are same and one identical person. Vide Registered Deed No. I-3005/10 dated 7th June, 2010, I had sold out a piece of land i.e. 0.0068 Acres over the L.R. Plot No. 347 in Mouza Liluah, JL No. 12 to some Smt. Tapati Samajpati w/o Sri Amalendu Samajpati.

Office of The
Gochhati Gram Panchayat
Gochhati:Sonakhali:Daspur:Paschim Medinipur

NOTICE INVITING E-TENDER

The Separate tenders are invited by the undersigned for total 9(Nine) Nos. different works. Source of Fund: 15th CFC. Last Date of Submission of Bid (Online) **04.11.2025 till 1.00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **06.11.2025 from 2.00 PM** onwards. For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Gochhati Gram Panchayat

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল হাতির সুরক্ষা এবং ট্রেন চলাচলে নিরাপত্তা বাড়াতে অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন

মালিগাঁও, ১৮ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার নেটওয়ার্ক জুড়ে ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস) ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে হাতির সুরক্ষা এবং সুগম ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। এই উদ্ভাবনী ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা প্রদান করা এবং একই সাথে পরিচালনগত দক্ষতা বজায় রাখা, বিশেষ করে যেসব এলাকায় রেললাইন বনাঞ্চল এবং হাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যায়। আইডিএস রেললাইনের কাছে হাতির গতিবিধি সনাক্ত করতে উন্নত অপটিক্যাল ফাইবার সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে, ট্রেন চালক এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষগুলিকে সময়োপযোগী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রিয়েল-টাইম সতর্কতা তৈরি করে।

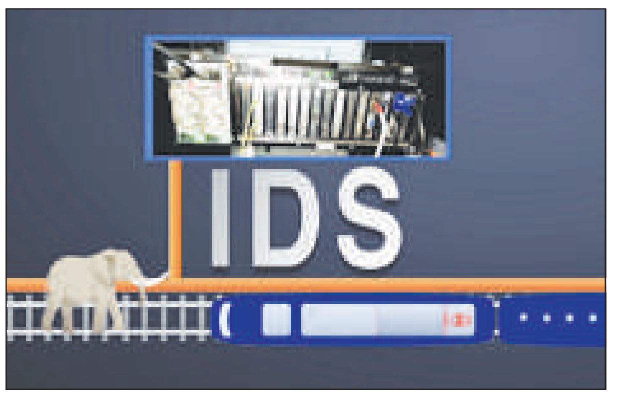

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চারটি গুরুত্বপূর্ণ সেকশনে আইডিএসের পরীক্ষামূলক কাজ সফলভাবে চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে মাদারিহাট-নাগরাকাটা সেকশন, লামডিং ডিভিশনের অধীনে হাবাইপুর-লামসাখং-পাথরখোলা-লামডিং সেকশন, রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে কামাখ্যা- আজারা-মির্জা সেকশন এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে তিতাবর-মরিয়নি- নকচারি সেকশন। একসাথে, এই পাইলট স্থাপনাগুলি মোট ৬৪.০৩ কিলোমিটার এলিফ্যান্ট করিডোর এবং ১৪১ কিলোমিটার ব্লক সেকশন জুড়ে বিস্তৃত, যা বন্যপ্রাণী সুরক্ষা এবং নিরাপদ ট্রেন চলাচলের প্রতি রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই পরীক্ষামূলক সেকশনগুলির সফল কমিশনিং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বাকি ১৪৬.৪ কিলোমিটার এলিফেন্ট করিডোরে আইডিএস বাস্তবায়নের পরবর্তী পর্যায়ের পথ প্রশস্ত করেছে। এই সম্প্রসারিত প্রকল্পটি সম্পন্ন করার লক্ষ্য ২০২৬ সালের এপ্রিলে নির্ধারণ করা হয়েছে, যে সময়ের মধ্যে সমস্ত চিহ্নিত এলিফেন্ট করিডোর জুড়ে সিস্টেমটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশগত তত্ত্বাবধান এবং যাত্রী সুরক্ষার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। সংরক্ষণের সাথে প্রযুক্তিকে একত্রিত করে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চলে দায়িত্বশীল রেল পরিচালনের জন্য একটি জাতীয় মানদণ্ড স্থাপন করেছে।

বেচারাম মান্নার মা ৫৬ বছর আগে স্বপ্নাদেশে মা দক্ষিণা কালীকে পুকুর থেকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করেন

বনস্পতি দে, সিঙ্গুর, ১৮ অক্টোবর ঃ আজ থেকে ৫৬ বৎসর পূর্বে, জৈষ্ঠ্য মাসে মন্ত্রী বেচারাম মান্নার মাতা স্বর্গীয়া বিমলা দেবীর স্বপ্নাদৃষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠিত হন দেবী মহাশক্তি করুনাময়ী দক্ষিণা কালীমাতা। মন্ত্রী বেচারাম মান্নার জন্মের পূর্বে পাঁচ বোন ও দুই ভাই জন্মগ্রহণ করেন। দুই ভাই জন্মের পর পরই মারা যান। মায়ের অষ্টম গর্ভের সন্তান হলেন শ্রী বেচারাম মান্না, তার জন্মের তিন মাস পর প্রচন্ড জ্বরের মুখে মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় অর্থাৎ ৫৬ বৎসর পূর্বে, জ্যৈষ্ঠ্য মাসের এক গভীর রাত্রে স্বপ্নাদেশ পান নিজ বাড়ির পুকুরের পাঁক তুলে, সেই পাঁক তার সন্তানের অসুস্থ শরীরে মাখিয়ে এক ঘন্টা পুকুর পাড়ে শুইয়ে রাখলে, তবেই রোগমুক্তি হবে।

তখনকার দিনে চিকিৎসা ব্যবস্থার এত আধুনিকীকরণ হয়নি। প্রত্যন্ত গ্রামে মানুষ অসুস্থ হলে, দেব দেবীর উপরই আস্থা রাখতেন। স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী, পুকুরের পাঁক তুলতে গিয়ে, পুকুরের মধ্যে ঠাকুরের খালা, বাসন ও ত্রিশূল পান। পরের রাত্রে আবার স্বপ্নাদেশ পান যে, 'ওই পুকুরের মধ্যেই আমি আছি, আমাকে তুলে প্রতিষ্ঠিত কর।' সেই সময় বিমলা দেবী কিছুদিন প্রায় উন্মাদ ছিলেন। সেজন্য বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা তাকে পুকুরে নামতে বাধা দেন। পরে আবার স্বপ্নাদেশ পান, দেবীকে দ্রুত প্রতিষ্ঠা করে, পূজার্চনা আরম্ভ করার। তখন থেকেই বাড়ির লেবু ও আম বাগানে পূজার্চনা শুরু করেন স্বর্গীয়া বিমলা দেবী। ২০১১ সালে তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বিমলা দেবী সেই পূজার্চনা করতেন। ২০১১ সালে তার মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র মন্ত্রী বেচারাম মান্না প্রতিদিন নিয়ম করে, একঘন্টা মায়ের পূজার্চনা করেন। এবং কালীপুজার বিশেষ দিনে মহাসমারোহে দেবী মহাশক্তি করুনাময়ী দক্ষিণা কালীমাতার পূজা হয়। অতীতে গ্রামের বহু মানুষের মনোবাঞ্ছা পূরণ হওয়ায়, কালীপূজার বিশেষ দিনে অগণিত ভক্তবৃন্দ ও সাধারণ গ্রামবাসীগণ মন্দিরে পূজার্চনায় যোগ দেন। নিয়ম করে প্রতিদিন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, প্রতিষ্ঠিত মা করুনাময়ী কালীর কষ্টিপাথরের মূর্তিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় একটি করে জবা ফুল দেবীর পায়ে অর্পণ করেন। এবং দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন, যেন সকল রাজ্যবাসী সুখে ও শান্তিতে বসবাস করেন। ৫৭ তম বর্ষে মহাসমারোহে দেবীর পূজার আয়োজনের প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে।

দার্জিলিংয়ে খাদে গাড়ি পড়ে নিহত ২ পর্যটকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১৮ অক্টোবর ঃ দুর্যোগ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছিল পাহাড়। কিন্তু তার মধ্যেই দার্জিলিংয়ে ঘটল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পর্যটকদের গাড়ি পড়ে যায় গভীর খাদে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই পর্যটকের। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে দার্জিলিংয়ের পাঙ্খাবাড়ির তিনঘুমটি এলাকায়। জানা গেছে, পাঁচ বন্ধু মিলে নকশালবাড়ি থেকে গাড়ি করে কার্শিয়াং গিয়েছিলেন তারা। ফেরার পথে ঘটে দুর্ঘটনাটি। মৃতরা সকলেই নকশালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বলে খবর। পাহাড়ের দুর্যোগ কেটে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। পর্যটন কেন্দ্রগুলিও খুলে গেছে। বহু জায়গায় পর্যটকরা বেড়ানোর জন্য রয়েছেন। এইসবের মধ্যেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। এদিন পর্যটকদের নিয়ে খাদে পড়ে গেল একটি গাড়ি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পাঁচ বন্ধু শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির বাসিন্দা। গতকাল শুক্রবার গাড়ি নিয়ে ছুটি কাটাতে দার্জিলিংয়ের কার্শিয়াংয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। এদিন শনিবার সকালে তাঁরা গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। আটটা নাগাদ ওই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রসঙ্গত, পাঙ্খাবাড়ির তিনঘুমটি এলাকায় রাস্তার বাঁক ঘোরার সময় পর্যটকদের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটি রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে গভীর খাদে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খাদে পড়ে যাওয়া গাড়ি থেকে পর্যটকদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে দু'জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মৃতদের নাম রাজেশ পাসোয়ান ও সুমিত সিংহ। আহত বাকি তিনজন বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং তাঁদের অবস্থাও গুরুতর। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

'শিল্পের সমাধান' কর্মসূচি শুরু করছে রাজ্য

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর ঃ ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে ফের 'শিল্পের সমাধান' কর্মসূচি শুরু করছে রাজ্য সরকার। নভেম্বরের ১০ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে এই কর্মসূচি চলবে। প্রতিটি পুরসভা ও ব্লকে 'শিল্পের সমাধান' শিবির হবে। সেখানে সরকারি আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। ছোট ব্যবসায়ীরা তাঁদের সমস্যা নিয়ে শিবিরে উপস্থিত হবেন। ওই শিবিরে ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদন করা যাবে। ব্যবসা শুরু করার জন্য পরিবেশ ও দমকলের ছাড়পত্র, বিদ্যুৎ সংযোগ ও জমি সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যার সমাধানও শিবির থেকে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপতিরা যাতে সহজেই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পান, তারও ব্যবস্থা করবেন আধিকারিকরা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্রশিল্পের নানা প্রকল্পে সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে। রাজ্যের সাতটি দপ্তর থেকে ওই শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে।

Office of the
Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari, P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas

NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/168

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Installation of Tube well at 4(Four) different places. Source of Fund: 15th FC (tied)/2025-26. Last date of submission of Bid on **27.10.2025 up to 11.00 AM**. Bid Opening Date on **29.10.2025 at 11.30 am.** For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

Office of the Prodhan
Nahazari Gram Panchayat

NOTICE INVITING E-TENDER No. (1)NAH/1000/2025, (2) NAH/1001/2025 Date: 17.10.2025

Online/E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for total 5(Five) Nos. different works at different places. Source of Fund: APAS Fund. Bid submission closing date(online) **08.11.2025 at 12.00 Noon.** Bid Opening Date for Technical Proposal (Online) **10.11.2025 at 12.00 Hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Nahazari Gram Panchayat

JANAI GRAM PANCHAYAT
Vill-JANAI BAZER PO- JANAI Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of JANAI Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. **SL. NO 1:-NIT no- 287/CGP dt 15.10.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_927405_1 Publish Date-17.10.2025 6.00 PM** Name of The Work: CONSTRUCTION OF CC ROAD FROM H/O RAJESH MOLLICK TO AKBAR MOLLICK BOOTH 109 ; Estimated Amount- Rs. 118927.00 **SL. NO 2:-NIT no- 288/CGP dt 15.10.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_927410_1 Publish Date-17.10.2025 6.00 PM** Name of The Work: PILING WORK FROM MARIK PARA PUKUR PAR BOOTH 109; Estimated Amount- Rs. 132464.00 **SL. NO 3:-NIT no-289/CGP dt 15.10.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_927417_1 Publish Date-17.10.2025 6.00 PM** Name of The Work: PILING WORK FROM H/O SK AJIT RAHAMAN TO H//O PABAN MALLICK BOOTH 114; Estimated Amount- Rs. 122618 .00 **SL. NO 4:-NIT no- 290/CGP dt 15.10.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_927423_1 Publish Date-17.10.2025 6.00 PM** Name of The Work: PILING WORK FROM H/O SK RAHAMAN TO SAIDUL STD BOOTH BOOTH 114 ; Estimated Amount- Rs. 105473.00 **Completion Time-30 days** Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **08.11.2025, 11.00 AM**,DATE of opening technical & Financial BID **10.11.2025 11.00 AM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
SL. NO 5:-NIT no- 291/CGP dt 15.10.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_929040_1 Publish Date-18.10.2025 6.00 PM Name of The Work: PILING WORK FROM H/O PRAHLAD RUIDAS TO KASI RUIDAS BOOTH 114 ; Estimated Amount- Rs. 112479.00 **SL. NO 6:-NIT no- 292/CGP dt 15.10.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_929819_1 Publish Date-18.10.2025 6.00 PM** Name of The Work: CONSTRUCTION OF COVERED DRAIN FROM H/O PRAHLAD RUIDAS TO H/O SK SABER BOOTH 114 ; Estimated Amount- Rs. 109834.00 **SL. NO 7:-NIT no- 304/CGP dt 17.10.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_929843_1 Publish Date-18.10.2025 6.00 PM** Name of The Work : RENOVATION FROM ROAD AND PILLING HO SOMNATH BAG BAGPARA TO SAILEN MANNA BOOTH NO 115; Estimated Amount- Rs. 124483.00 **SL. NO 8:-NIT no- 305/CGP dt 17.10.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_929868_1 Publish Date-18.10.2025 6.00 PM** Name of The Work : CONSTRUCTION OF CC ROAD FROM BESIDE VICTRORIA CLUB BOOTH NO 115; Estimated Amount- Rs. 153346.00 **SL. NO 9:-NIT no- 306/CGP dt 17.10.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_929882_1 Publish Date-18.10.2025 6.00 PM** Name of The Work : CONSTRUCTION OF CC ROAD FROM BESIDE VICTRORIA CLUB BOOTH NO 115 ; Estimated Amount- Rs. 105838 00 **SL. NO 10:-NIT no- 307/CGP dt 17.10.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_929896_1Publish Date-18.10.2025 6.00 PM** Name of The Work : RENOVATION OF ROAD FROM HO KASHINATH RUIDAS TO HO NITAL RUIDAS BOOTH NO 115 ; Estimated Amount- Rs. 107530.00 **Completion Time-30 days** Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **10.11.2025, 10.00 AM**, DATE of opening technical & Financial BID **12.11.2025 11.00 AM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Office of the
Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari, P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas

NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/170

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work:RENOVATION OF KITCHEN ROOM and CONSTRUCTION OF BOUNDARY WALL at 2(Two) different places. Source of Fund: 15th FC (un-tied)/2025-26. Last date of submission of Bid on **27.10.2025 up to 11.00 AM**. Bid Opening Date on **29.10.2025 at 11.30 am**. For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

TENDER NOTICE

Notice inviting Tenders by the Block Development Officer, Jhalda-I Development Block for **eNIT No. WB/BDO_JLD-I/NITe-14/2025-26** bid submission end date **08/11/2025 up to 10:00** and **eNIT No. WB/BDO JLD-I/NITE-15/2025-26** bid submission end date **11/11/2025 up to 10:00** Details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Jhalda-I Development Block

লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ - হাউস অফ লর্ডস, ওয়েস্টমিনস্টার, লন্ডনে সম্মানপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় মেডিকেল ডায়াগনস্টিক্স কোম্পানি

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর ঃ ভারতের দ্রুততম বিকাশমান বহুমুখী ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি, লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডকে লন্ডনের ঐতিহাসিক হাউস অফ লর্ডস-এ ইন্ডো-ইউরোপিয়ান বিজনেস ফোরাম (IEBF) আয়োজিত 'বিকশিত ভারত ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২৫'-এ মর্যাদাপূর্ণ ' ইন ডায়াগনস্টিক ডিভাইসেস' অ্যাওয়ার্ড-এ ভূষিত করা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক সন্ধ্যা সম্মেলন বিশ্বনেতা, নীতিনির্ধারক, বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাদের একত্রিত করে ভারত, যুক্তরাজ্য, ইউরোপ এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে অংশীদারিত্ব ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার সুযোগ প্রদান করেছে। লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এই সম্মান প্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় মেডিকেল ডায়াগনস্টিক কোম্পানি। এই পুরস্কার কোম্পানির সহায়ক প্রতিষ্ঠান লর্ডস মার্ক মাইক্রোবায়োটেক-এর সিইও শ্রী সুবোধ গুপ্তা গ্রহণ করেন, যা কোম্পানির মেডটেক, ডায়াগনস্টিক্স ও বয়োকেমিস্ট্রিতে করা অগ্রণী অবদানকে স্বীকৃতি দেয়। ইন্ডো-ইউরোপিয়ান বিজনেস ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় গোয়েল সম্মানিত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন যে ভারত-যুক্তরাজ্য এবং ভারত-ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি যথাক্রমে £40 বিলিয়ন এবং £200 বিলিয়নেরও বেশি সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রাখে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নেতা ও নীতিনির্ধারকগণ, যার মধ্যে ছিলেন লর্ড ডেভিড ইভান্স এমপি (যুক্তরাজ্য), মন্ত্রী কানিষ্কা নারায়ণ এমপি (যুক্তরাজ্য), মন্ত্রী সীমা মালহোত্রা এমপি (যুক্তরাজ্য), বিরেন্দ্র শর্মা (সাবেক সাংসদ, যুক্তরাজ্য), ড. নিরজা বিড়লা (প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপার্সন, আদিত্য বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্ট), নীহারিকা হান্ডা (স্কোয়াড্রন লিডার, ব্যাঙ্গালোর, ভারত), তেজেশ কুমার কোডালি (সাবেক চেয়ারম্যান, LGS গ্লোবাল লিমিটেড এবং চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর, স্পেকটেকল ভেঞ্চার্স লিমিটেড), এবং সন্দীপ সাজি। লর্ডস মার্ক মাইক্রোবায়োটেক-এর সিইও শ্রী সুবোধ গুপ্তা এই সম্মান প্রসঙ্গে বলেনঃ লন্ডনে ইন্ডো-ইউরোপিয়ান বিজনেস ফোরামের এই সম্মান শুধুমাত্র একটি মাইলফলক নয়, বরং আমাদের উদ্দেশ্যের পুনরায় অঙ্গীকার। আমাদের প্রতিশ্রুতি হলো বিজ্ঞান, সম্প্রসারণ এবং সামাজিক

প্রভাবকে একত্রে যুক্ত করা। সিকল সেল, রেনালিক্স এবং ওয়ান ডিএনএ প্রকল্পের মাধ্যমে-যা এশিয়ার বৃহত্তম আসন্ন মেডিকেল ডিভাইস ও বায়োকেমিস্ট্রি সুবিধা দ্বারা সমর্থিত- আমরা স্বাস্থ্যসেবার ভবিষ্যত নির্মাণ করছি। আমাদের লক্ষ্য হলো ভারতকে গর্বিত করা এবং প্রধানমন্ত্রীর মেক ইন ইন্ডিয়া এবং আত্মনির্ভর ভারত ভিশনকে বাস্তবায়িত করা-ভারতীয় উদ্ভাবনকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দেওয়া।

OFFICE OF THE SIRAJBATI GRAM PANCHAYET
BALIPOTA, AMTA, HOWRAH-711401

Notice Inviting E-Tender

Tender Ref: **AMTA-I/SGP/e-NIT-07/25-26 & AMTA-I/SGP/e-NIT-08/25-26 & AMTA-I/SGP/e-NIT-09/25-26 LAST DT OF BID 22-10-2025 10:00 AM & 23-10-2025 11 AM & 27-10-2025 11 AM** TECH. OPENING DT **24-10-2025 11:00 AM & 25-10-2025 11AM & 29- 10-2025 11AM**. Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Sirajbati Gram Panchayat, Amta-I Dev. Block for implementation of THIRTY NINE (39) No. work within Sirajbati Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (**http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Sirajbati Gram Panchayat

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-33/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 39(Thirtynine) nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **18.10.2025 up to 06.11.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **18.10.2025 up to 08.11.2025 at 16:00 PM**. And Opening on **10.11.2025 at 16:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER PURULIA-II DEVELOPMENT BLOCK
Vill. Bongabari; P.O: V-Nagar, Dist: Purulia (W.B)
Mobile No; 8373068635
E-mail ID: bdoeopurulia2@gmail.com

e-Tender is being invited by the Block Development Officer, Purulia-II of village Bongabari, Post: V. Nagar, Dist: Purulia, for the developmental works under Purulia-II Development Block vide Tender Notice **(NIT) No: NIT No: 18/BDO/P-II Dated 17/10/2025, NIT No: 19/BDO/P-II Dated 17/10/2025, NIT No: 20/BDO/P-II Dated 17/10/2025, NIT No: 21/BDO/P-II Dated 17/10/2025, NIT No: 22/BDO/P-II Dated 17/10/2025, NIT NO: 23/BDO/P-II Dated 17/10/2025. NIT NO: 24/BDO/P-II Dated 17/10/2025, NIT NO: 25/BDO/P-II Dated 17/10/2025, NIT NO: 26/BDO/P-II Dated 17/10/2025, eNIT: WBPUR/BDO/P-II/NIT(e)-18/2025-26, WBPUR/BDO/P-II/NIT(e)-19/2025-26, WBPUR/BDO/P-II/NIT(e)-20/2025-26, WBPUR/BDO/P-II/NIT(e)-21/2025-26, WBPUR/BDO/P-II/NIT(e)-22/2025-26, WBPUR/BDO/P-II/NIT(e)-23/2025-26, WBPUR/BDO/P-II/NIT(e)-24/2025-26, WBPUR/BDO/P-II/NIT(e)-25/2025-26, WBPUR/BDO/P-II/NIT(e)- 26/2025-26**. For more details requesting to follow the Office Notice Board, or www.purulia.gov.in or may contact General Section of the undersigned on office day & time.

Sd/-
Block Development Officer,
Purulia-II Development Block

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Notice for invitation e-tender

e-tender notice no.: WBMAD/C/Eng/APAS/NIT15/10/e/25
Memo no.- 2352/Eng/SD. Date: 17/10/2025

e-Tenders are invited from experience & reliable contractors for civil & other works under this Municipality. Vide e-Tender Id no. **2025_MAD_927962_1to13** closing date of bid submission is **17/11/2025 up to 14.50 hours.** Detailed information will be available from PWD Dept. of Municipality under APAS Scheme & visit: **www.wbtenders.gov.in**

Chairman /E.O.,
Hooghly –Chinsurah Municipality

Office of the
Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari, P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas

NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/169

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Construction of cover Drain at 2(Two) different places. Source of Fund: 15th FC (tied)/2025-26. Last date of submission of Bid on **27.10.2025 up to 11.00 AM**. Bid Opening Date on **29.10.2025 at 11.30 am**. For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

খাবার-দাবার

মোহিনীমোহন মাটন, প্রিয় পলান্নের মেলবন্ধনে হোক দীপাবলির উদরপূর্তি

খাদ্যরসিক বাঙালির কবজি ডুবিয়ে খানাপিনা করার ছুতোর দরকার শুধু। অতঃ

পর উৎসবের মরশুমে হরেক খাবারে উদরপূর্তি না করলে চলে? রেস্তরাঁর লম্বা লাইনে ঘেমে-নেয়ে একসা হতে না চাইলে, বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন জিভে জল আনা সব খাবার। সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল-এর পাতায় রইল দীপাবলি স্পেশাল কম্বো রেসিপির সন্ধান। কালীপুজোয় পাঁঠার মাংস খাওয়ার চল অনেকের বাড়িতেই রয়েছে। এবার নাহয় চিরাচরিত মাটনের রেসিপিতে আনুন একটু টুইস্ট! মোহিনীমোহন মাটনের সুগন্ধী পলান্ন একেবারে জমে যাবে। মুখে পুরলেই স্বর্গীয় আনন্দ! হালফিলের ভাষায় বলতে গেলে ' তাই বাড়িতেই তৈরি করে ফেলুন পছন্দের দুটি পদ।

সুগন্ধী পোলাও

উপকরণ-সুগন্ধী চাল, কাজু বাদাম, কিসমিস, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা, গুঁড়ো গরম মশলা, হলুদ গুঁড়ো, আদা, চিনি, ঘি, সাদা তেল।

প্রণালী-পরিমাণ মতো চাল নিয়ে ভালো করে ধুয়ে জল ঝড়িয়ে নিন। তারপর ঘি আর হলুদ দিয়ে চালটাকে ভাল করে মেখে আধ ঘণ্টা ঢেকে রাখুন। কড়াইতে ঘি দিয়ে কাজু আর কিসমিস হালকা করে ভেজে নিন। আর কিসমিস আর কাজু তুলে একপাশে সরিয়ে রাখুন। পাত্রে আরও একটু তেল দিয়ে তাতে তেজপাতা, লবঙ্গ, এলাচ আর দারচিনি দিয়ে দিন। আদা বাটা দিয়ে হালকা ভাজুন। তারপর চাল দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। চাইলে ৩-৪ ফোঁটা গোলাপ জলও দিতে পারেন। এবার যত কাপ চাল নিয়েছেন ঠিক তার ডাবল কাপ জল আন্দাজমতো পাত্রে দিয়ে নুন আর চিনি দিয়ে দিন। ভাজা কাজু আর কিসমিসগুলো দিন। জল শুকিয়ে আসার পর চাল ভাল সিদ্ধ হয়েছে কিনা দেখে নিন। এবার নুন-চিনি চেখে ঘি আর গুঁড়ো গরম মশলা ছড়িয়ে মিশিয়ে দেবেন। ব্যস, আপনার বাসন্তী পোলাও তৈরি।

মোহিনীমোহন মাটন

উপকরণ-মাটন (২৫০ গ্রাম), টমেটো কুচি, সর্ষের তেল (৮ টেবিল চামচ), পেঁয়াজ কুচি (৩টি) (লালচে করে ভেজে তোলা), জিরে (আধ চা-চামচ) (ফোড়নের জন্য), গোটা গরম এ (ফোড়নের জন্য), আদা-রসুন বাটা (দেড় টেবিল চামচ), কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ কুচানো (৪টি), টকদই (২ টেবিল চামচ), তেজপাতা (২টি), ধোনেমরিচ গুঁড়ো (১ চা-চামচ), হলুদ গুঁড়ো (১ চা-চামচ) লঙ্কা গুঁড়ো (১ টেবিল চামচ), ধনে গুঁড়ো (১ টেবিল চামচ), শাহি গরম মশলা গুঁড়ো (আধ চা-চামচ), নুন (আন্দাজমতো)।

প্রণালী-মাংস ধুয়ে টকদই আর টমেটো দিয়ে মেখে রাখুন। ১ ঘণ্টার মতো মেখে রাখতে হবে। তারপর কাইতে তেল গরম করে তাতে জিরে আর গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিন। এবার পেঁয়াজ কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে নিয়ে ম্যারিনেটেড মাটন দিয়ে দিন। একই সঙ্গে কাঁচালঙ্কা, গোলমরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো ও গুঁড়ো গরম মশলা দিন। ঢাকা বন্ধ করে মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। মাংস আধসেদ্ধ হয়ে গেলে প্রেশার কুকারে সামান্য জল দিয়ে নুন মিশিয়ে ২টি সিটি দেওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। স্টিম বেরিয়ে গেলেই মাংস তৈরি। পোলাও-এর সঙ্গে জমে যাবে।

দীপাবলি হোক ' ফ্রি'! রইল হালকা মিষ্টির রকমারি রেসিপি

উৎসবের মরসুম মানেই মিষ্টির বাহার! রকমারি মিষ্টির জন্য দোকানে লাইন পড়ে।

কিন্তু সমস্যায় পড়েন ডায়াবেটিক রোগীরা! মন চাইলেও উপায় নেই। আবার অনেকেই বর্তমানে শরীর সচেতন। তাই উৎসবের উদরপূর্তির তালিকা থেকে শেষপাতে মিষ্টিকেই উধাও করে দেন। তবে চিন্তা করবেন না। এবারের দিওয়ালি কাটান 'সুগার ফ্রি' ভাবে। রইল তিনটি কম মিষ্টির রেসিপি।

মিষ্টি আলুর পান্তুয়া

উপকরণ-১ কিলো রাঙা আলু, ৪০০ গ্রাম ময়দা, সুগার ফ্রি বড়ি গুঁড়ো ৪০০ গ্রাম, ৪০০ মিলিমিটার জল, ৬টি ছোট এলাচ, ১ টেবিল চামচ ঘি, সাদা তেল, ১২ চা চামচ বেকিং পাউডার

প্রণালী--রাঙা আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়ানোর পর ভালো করে মেখে তাতে ময়দা, বেকিং পাউডার আর আধ টেবিল চামচ ঘি দিয়ে খুব ভাল করে মেখে নিতে হবে। হাতের তালুতে অল্প করে ঘি মাখিয়ে নিন। ছোট ছোট লেচি কেটে গোল করে নিন। একটি পাত্রে জল, ছোট এলাচ দিয়ে তার মধ্যে সুগার ফ্রি বড়ি গুঁড়ো দিয়ে রস তৈরি করে নিতে হবে। এবার সাদা তেলে হাল্কা থেকে মাঝারি আঁচে বলগুলো দিয়ে ভেজে নিয়ে রসে ডুবিয়ে দিন। কিছুক্ষণ রেখে তুলে নিয়ে পরিবেশন করুন। রস বানানোর সময় চিনির পরিমাণ যেন অল্প থাকে। কারণ, মিষ্টি আলুর নিজস্ব একটা স্বাদ থাকে তাই মিষ্টি বেশি দিলে তা নষ্ট হয়ে যাবে।

বাদাম বরফি

উপকরণ-৫০০ গ্রাম বাদাম, পরিমাণ মতো কনডেন্সড মিল্ক, ১ কাপ ঘি, ৪ টি এলাচ।

প্রণালী-একটি পাত্রে প্রয়োজন মত কনডেন্সড মিল্ক নিন প্রয়োজন মতো ড্রাই ফ্রুট। ২ ঘণ্টা মতো প্রথমে বাদামগুলো ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর ভিজিয়ে রাখা বাদামগুলো মিক্সিতে বেটে নিতে হবে। তারপর একটি কড়াইয়ে ঘি গরম করে তাতে বেটে রাখা বাদাম দিয়ে দিতে হবে ও ভালোভাবে ভাজতে হবে ঘিয়ে। ভাজা হয়ে গেলে তাতে এলাচ দিয়ে আবার ভালো করে নাড়াতে হবে যতক্ষণ না শুকিয়ে যায়। শুকিয়ে মন্ড মতো হয়ে গেলে নামিয়ে নিতে হবে। একটা থালার মধ্যে একটু ঘি গ্রিজ করে তাতে মিশ্রণটি ঢেলে উপর দিয়ে ড্রাই ফ্রুট দিয়ে গারনিশ করতে হবে। এরপর ঠান্ডা করে বরফি আকার কেটে নিলেই তৈরি বাদাম বরফি।

বেসনের লাড্ডু

প্রণালী-১ কাপ বেসন, ১ কাপ কনডেন্সড মিল্ক, ১ কাপ ঘি, বড় এলাচের গুঁড়ো, ছোট ছোট টুকরো করে কাটা বাদাম।

উপকরণ-একটি নন স্টিক ফ্রাই প্যানে বেসন নিয়ে কম আঁচে নাড়াচাড়া করুন কিছুক্ষণ। আঁচ কিন্তু বাড়াবেন না। না হলে বেসন পুড়ে যাবে। বাদামের কুচি আর এলাচের গুঁড়ো দিয়ে দিন। সুগন্ধ বেরোলে ঘি মিশিয়ে দিন। পুরোটা মিশে গেলে ১ কাপ কনডেন্সড মিল্কের সঙ্গে জাফরান মিশিয়ে দিন। এবার স্প্যাচুলা দিয়ে নেড়ে ভালো করে মেশাতে হবে। ধারে ঘি ভেসে উঠলেই বুঝবেন মিশ্রণ রেডি। নামিয়ে অল্প ঠান্ডা করেই হাতে অল্প ঘি মাখিয়ে লাড্ডু বানিয়ে নিন। ফ্রিজে দিয়ে ঠান্ডা করে নিন। বাইরেও বেশ কিছুদিন ভালো থাকবে। তবে দেখবেন সবকিছুর পরিমাণ ঠিক হতে হবে। নইলে লাড্ডু শক্ত হবে।

উৎসব-অনুষ্ঠানে খানিক ভিনস্বাদের উদরপূর্তি হলে মন্দ কি? রইল লুচির রেসিপি

চার স্বাদের ত্রিকোণ পরোটা

উপকরণ-১০০ গ্রাম আটা,৪ টেবিল চামচ সাদা তেল,২০ গ্রাম পনির, ১টি ছোট আলু সেদ্ধ,২০ গ্রাম বাদাম,১টা ছোট পেঁয়াজ কুচি,২টি কাঁচা লঙ্কা কুচি,,১টি চিজ স্লাইস,১ চা-চামচ পিজা সস,১ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো।

স্বাদমতো নুন

প্রণালী-পরোটার জন্য স্বাদমতো নুন দিয়ে আটা মেখে নিন। সাদা তেলের ময়ান দিলে পরোটা মুচমুচে হবে। একটি পাত্রে তেল গরম করে, সেদ্ধ করা আলু, স্বাদমতো নুন দিয়ে বাদামের সঙ্গে হালকা ভেজে নিন। তৈরি হয়ে যাবে আলুর পুর। আটার লেচি বড় গোল করে বেলে নিন। সেই গোলটা চার ভাগ করে নিন। গোলের একেবারে মাঝের বিন্দু থেকে নীচ পর্যন্ত ছুরি দিয়ে কেটে নিন। চারটি ভাগের একটি অংশে প্রথমে পিজা সস দিয়ে উপরে আলুর পুরের খানিকটা অংশ রেখে দিন। তার পরের অংশে রাখুন কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ ও কাঁচা লঙ্কা। তার পরের অংশে পনির হাত দিয়ে গুঁড়িয়ে দিন। গোলের শেষ ধাপে রাখুন চিজ স্লাইস। গোলের চারটি অংশে চার রকমের জিনিস থাকল। এবার কাটা অংশ থেকে ভাঁজ শুরু করুন। প্রথম ধাপে আলুর পুর ঢাকবে। দ্বিতীয় ধাপে ঢাকা পড়বে পেঁয়াজ, তার পর পনির ও সব শেষে চিজ। তিনকোনা পরোটার মতো দেখতে হবে। এ বার সেই পরোটাটি হালকা হাতে বেলে নিতে হবে। তারপর তাওয়ার মধ্যে সামান্য উলটে-পালটে সেঁকে তেল দিয়ে ভেজে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ছোলার ডাল পুরি

উপকরণ- ১ কাপ আটা, ১ কাপ ময়দা, ১ টেবিল চামচ ঘি, ১২ চা চামচ নুন, প্রয়োজন অনুযায়ী জল, প্রয়োজন অনুযায়ী ভাজার জন্য, তেল (পুরের জন্য-১ কাপ ছোলার ডাল ১ ঘণ্টা ভেজানো,২ চা চামচ তেল

১২ চা চামচ গ্রেট করা আদা,১২ চা চামচ জিরে,১৪ চা চামচ হিং,১২ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো,১ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো,১ চা চামচ ধনে গুঁড়ো,১ চা চামচ চিনি,প্রয়োজন অনুযায়ী নুন,পরিমান মতো ধনেপাতা কুচি।

প্রণালী-ভেজানো ডাল প্রেসার কুকারে ১৪ কাপ জল দিয়ে সেদ্ধ করুন। ২-৩ টি হুইসেল দিয়ে নামিয়ে নিন। ডাল নরম হবে। খেয়াল রাখতে হবে অতিরিক্ত সেদ্ধ যেন না হয়। একটা ফ্রাইং প্যানে তেল গরম করে জিরে, হিং ও গ্রেট করা আদা দিয়ে ১ মিনিট ভেজে ডাল মিশিয়ে দিন। ভালো করে নাড়াচাড়া করে ডাল ম্যাস করে দিন হ্যান্ড ম্যাসার এর সাহায্যে কিংবা ব্লেন্ডারে একবার ঘুরিয়ে নিতে পারেন। এর পর হলুদগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, নুন ও চিনি মিশিয়ে দিন। এবার ক্রমাগত নাড়তে নাড়তে শুকনো হয়ে গেলে ধনেপাতা মিশিয়ে দিন। গ্যাস অফ করে নামিয়ে পুর ঠাণ্ডা হতে দিন।

এবার একটি পাত্রে আটা, ময়দা, নুন ও ঘি ভালো করে মিশিয়ে নিন। অল্প অল্প করে জল দিয়ে মাখুন। ছোট ছোট লেচি কেটে রাখুন। পুর ছোট ছোট বলের আকারে গড়ে নিন। একটা লেচি হাতে চেপে একটু চ্যাপটা করে মাঝখানে একটি পুরের বল রাখুন। ভালো করে মুড়ে বলের আকারে গড়ে লুচির মতো বেলে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে ডালপুরি দুই দিক হালকা বাদামি করে ভেজে নিন। বাকি ডালপুরিগুলোও এই ভাবে তৈরি করুন।

কড়াইশুঁটির কচুরি

উপকরণ-৫০০ গ্রাম ময়দা, আধ চা চামচ চিনি, ১৪ চা চামচ নুন, ২ চা চামচ সাদা তেল। পুরের উপকরণ- ৫০০ গ্রাম মটরশুঁটি, ১ চা চামচ মৌরি, ১২ চা চামচ জোয়ান, ২.৫ টেবিল চামচ ধনে জিরে গুঁড়ো, ১ চা চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ১৪ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ৩ টে কাঁচা লঙ্কা, ৩ চা চামচ আদা কুচি, ১৪ আটি ধনেপাতা, ১৪ চা চামচ হিং, ২ টেবিল চামচ বেসন, স্বাদ মতো নুন-চিনি,পরিমান মতো তেল।

প্রণালী-ময়দা, নুন, চিনি ও তেল দিয়ে মিশিয়ে মেখে ঢেকে রাখুন। লেচি কেটে ছোট বল বানিয়ে ফেলুন। অন্যদিকে মটরশুঁটি, আদা, কাঁচা লঙ্কা ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে মৌরি, জোয়ান ও হিং দিয়ে দিন এবং ধনে-জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো ও লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। বেসন ভালো করে মিশিয়ে নিন। তাতে নুন, চিনি ও বেসন দিয়ে দিন এবং ভাল করে কষিয়ে নিয়ে মিশ্রণ নিয়ে ঠান্ডা করে পুর বানান। ওই বল গুলো বেলে মাঝে পুর দিয়ে দিন এবং ভালো করে মুড়ে লুচির আকারে বেলে নিন। কড়াই এ তেল গরম করে তাতে ভালো করে ভাজুন।

ভারতের রুশ তেল কেনা নিয়ে আস্ফালন ট্রাম্পের

১৮ অক্টোবর ঃ তিনি আগেও একথা বলেছেন। বারবার। এবার ফের একই কথা শোনা গেল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে। হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের পর তা‌কে ফের ভারতের রুশ তেল কেনা নিয়ে আস্ফালন করতে দেখা গেল। এবার তাঁর দাবি, ভারত নাকি রাশিয়া থেকে তেল কেনা ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দিয়েছে! এদিন তাঁকে বলতে শোনা যায়, ভারত আর রাশিয়ার থেকে তেল কিনবে না। ওরা আগের থেকে শান্ত হয়ে গিয়েছে। গত বুধবারই ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। আর তখনই নাকি তিনি ট্রাম্পকে কথা দিয়েছেন, নয়াদিল্লি আর রাশিয়ার থেকে তেল কিনবে না। এই পদক্ষেপকে ' পদক্ষেপ' বলেও দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পাশাপাশি মোদিকে ' বলে সম্বোধন করে মোদির দাবি, আমাদের মধ্যে দারুণ সম্পর্ক রয়েছে। যদিও ট্রাম্পের এহেন দাবি উড়িয়ে দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে ওইদিন কোনও ফোন হয়নি। বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, ' হোক বা সামনাসামনি আলোচনা, গতকাল কোনওটাই হয়নি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে। গতকাল দুই রাষ্ট্রপ্রধান একে অপরকে ফোন করেননি।' উল্লেখ্য, বিদেশমন্ত্রকের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল ' তেল নিয়ে অস্থির পরিস্থিতিতে ভারতীয় গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষা করাই আমাদের ধারাবাহিক অগ্রাধিকার। আমাদের আমদানি নীতি সম্পূর্ণরূপে এই উদ্দেশ্য দ্বারাই পরিচালিত হয়।'ট্রাম্প এবং মার্কিন প্রশাসন বারবার বলেছে, ভারতের উপর আমেরিকার অসন্তোষের অন্যতম কারণ রাশিয়ার তেল কেনা। আবার নয়াদিল্লিও একাধিকবার স্পষ্ট করে দিয়েছে, রাষ্ট্রের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে যেখানে সস্তায় পাওয়া যাবে সেখান থেকেই তেল কিনবে ভারত। এসবের মধ্যেই বুধবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক বৈঠকে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন ট্রাম্প। ফের একই কথা বলতে শোনা গেল তাঁকে।

মেহুল চোকসিকে প্রত্যর্পণ,ভারতের আবেদন মানল বেলজিয়ামের আদালত

১৮ অক্টোবর ঃ আর্থিক প্রতারণা মামলার কিনারায় বড়সড় কূটনৈতিক জয় ভারতের। পিএনবি-র ঋণখেলাপি, পলাতক হিরে ব্যবসায়ী মেহুল চোকসিকে ভারতের হাতে প্রত্যর্পণের অনুমতি দিল বেলজিয়ামের আদালত। তাকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া নিয়ে নয়াদিল্লির আবেদন বৈধ, জানিয়েছেন বিচারক। ফলে বড়সড় বিপাকে মেহুল চোকসি। যদিও জানা যাচ্ছে, বেলজিয়ামের এই আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সেখানকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারবেন চোকসি। সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে তাঁকে। কেন্দ্রীয় প্রতারক মেহুল চোকসিকে হাতে পাবে নয়াদিল্লি, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকছেই। পিএনবি থেকে ১৩ হাজার কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ রয়েছে গুজরাটের বছর পঁয়ষট্টির হিরে ব্যবসায়ী মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে। মামলার কিনারা করতে নামে সিবিআই। ২০১৮ সালে চোকসি সন্ত্রীক দেশ ছেড়ে পালান। প্রথমে গা ঢাকা দিয়েছিলেন দ্বীপদেশ অ্যান্টিগায়। আদালতে বারবার চোকসি জানান, তিনি আর ভারতীয় নন, অ্যান্টি গার নাগরিক। কিন্তু এদেশের নাগরিকত্ব ছাড়েননি। ফলে নিয়ম মেনেই বিদেশ থেকে তাঁকে প্রত্যর্পণে পদক্ষেপ করে নয়াদিল্লি। ২০২৪ সালে সিবিআই জানতে পারে, চোকসি বেলজিয়ামে গা ঢাকা দিয়েছেন। তখনই বেলজিয়াম সরকারের কাছে প্রত্যর্পণের আর্জি জানানো হয়। সেখানকার আদালতের নির্দেশে এপ্রিল মাসে হাসপাতাল থেকে গ্রেপ্তার হন প্রতারক হিরে ব্যবসায়ী। সেই থেকে তিনি কারাবাসে ছিলেন।

অসুস্থতার কথা বলে বারবার আদালতে জামিনের আবেদন করেন চোকসি। কিন্তু জামিন মেলেনি। আর শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর বেলজিয়ামের আদালত সাফ জানিয়ে দিল, ভারতের তরফে আসা প্রত্যর্পণের আর্জি বৈধ। চোকসিকে তুলে দিতে হবে ভারতের হাতে। তবে বেলজিয়ামের আইন অনুযায়ী, আইনি সহায়তা পাবেন তিনি। চাইলে ১৫ দিনের মধ্যে এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সেখানকার সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করতে পারবেন চোকসি। সম্ভবত প্রত্যর্পণ এড়াতে সে পথেই হাঁটবেন তিনি।

আফগানদের দেশ ছাড়ার হুমকি খাজা আসিফের

১৮ অক্টোবর ঃ দফায় দফায় সংঘর্ষের পরে বুধবার সন্ধ্যায় ৪৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান। সেই যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষের আগেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে পাকিস্তান। শুক্রবার আফগানদের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানিয়েছেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ। আফগানদের পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে আসিফ। আফগান সমস্যা শুরু হওয়ার পরেই পাকিস্তানে বসবাসকারী আফগানদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত পাক সরকার। আসিফের অভিযোগ, বহু যুগ ধরে দেশান্তরী আফগান নেতারা পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু কেউ পাকিস্তানের সম্প্রসারণে ছিটেফোঁটা অবদান কিছুই দেয়নি। তাঁর দাবি, এদের জন্য পাকিস্তানের শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে। আসিফ জানিয়েছেন, আফগানদের নিজের দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। আসিফ হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, ইসলামাবাদের সঙ্গে কাবুলের সম্পর্ক আর আগের মত নেই। তাঁর দাবি, পাকিস্তানে থাকা সব আফগানদের নিজের দেশে ফিরে যেতে হবে। তাঁদের দেশে এখন নতুন সরকার আছে। তিনি আরও বলেন, আফগানদের দেশ শুধুমাত্র ২৫ কোটি পাকিস্তানির জন্যই দেশের সংঘর্ষ বিরতি শেষ হওয়ার পরেই আফগানিস্তানে আচমকা বিমান হানা চালিয়েছে পাকিস্তান। শুক্রবারের এই আক্রমণে মৃত্যু ঘটেছে ৩ ক্রিকেটার-সহ অন্তত ৮ জনের। আসিফের দাবি, ভারতের হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রক্সি যুদ্ধ করছে আফগানিস্তান। তাঁর দাবি বহু সিদ্ধান্ত আসলে ভারতের অঙ্গুলিহেলনেই নিচ্ছে আফগানিস্তান। সম্প্রতি ভারত সফরে এসেছিলেন আফগান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। সেই প্রসঙ্গ তুলে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের শাসকরা ভারতের কোলে বসে রয়েছেন। দুই দেশ মিলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট করছে।তিনি ২০২১ সালে তালিবানদের ক্ষমতা দখলের পর থেকে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এবং সেনার ক্ষতির কথাও তুলে ধরেন। আসিফের দাবি, ১০ হাজার ৩৪৭টি সন্ত্রাসবাদী হামলায় সেনা এবং সাধারণ মানুষ মিলিয়ে ৩ হাজার ৮৪৪ জন নিহত হয়েছেন। আসিফ জানিয়েছেন, ইসলামাবাদ বারবার তালিবান সরকারকে অনুরোধ করেছে যাতে জঙ্গিরা আফগান মাটি ব্যবহার করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হামলা চালাতে না পারে। যদিও কাবুল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ওড়িশায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ৭ জন

ভুবনেশ্বর, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) ঃ ওড়িশার বোলাঙ্গির জেলায় মহাসড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। শুক্রবার গভীর রাতে জামসার এলাকার পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় এক ব্যক্তি। গুরুতর আহত আরও ৭ জন।শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি গাড়ি বোলাঙ্গির-সুবর্ণপুর ২৬-এ মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে ধাক্কা মারে। এই গাড়িতে কালাহান্ডি জেলার তুমুরা গ্রামের আজিন ব্যক্তি ছিলেন, যারা দুইজন রোগীর চিকিৎসা করানোর পর গ্রামে ফিরছিলেন। ঠিক তখনই দ্রুত গতিতে আসা গাড়িটি রাস্তার পাশে দাঁড়ানো ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ করে। সংঘর্ষের ঘটনাস্থলেই এক যাত্রী কবীরাম জগতের মৃত্যু হয়, আর বাকিদের মধ্যে সাতজন গুরুতর আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে পাঠায়।পরে তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় সকলকে ভীম্মা ভোই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অসমের ক্যাবিনেট মন্ত্রী পদে শপথ বিপিএফ নেতা চরণ বড়োর

গুয়াহাটি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.)ঃ 'ন পিপলস্ ফ্রন্ট' (বিপিএফ)-এর নেতা চরণ বড়োকে অন্তর্ভুক্ত করে অসম মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ শনিবার রাজভবনে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে চরণ বড়োকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য।

ভারতের সংবিধানের ১৬৪ অনুচ্ছেদের (১) ধারার অধীনে অর্পিত ক্ষমতা বলে আজ সকাল ১১টায় রাজভবনে ব্রহ্মপুত্র শাখায় অনুষ্ঠিত একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের পরিষদীয় মন্ত্রী হিসেবে মাজবাটের বিধায়ক চরণ বড়োকে পদ ও গোপনীয়তার শপথ পাঠ করিয়েছেন লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য। রাজভবনে নতুন পরিষদীয় মন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি রাজ্যের সব মন্ত্রীগণ, সাংসদ দিলীপ শইকিয়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা, কয়েকজন বিধায়ক, মুখ্যসচিব ড. রবি কোটা, সরকারি উপদেষ্টা, ঊর্ধতন সরকারি আধিকারিক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রায় সাড়ে চার বছর বিরোধী দলে থেকে সদ্যসমাপ্ত বিটিসি নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন এনডিএ জোটের শরিক হয়েছে বোডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট। এনডিএ জোটে শরিক হওয়ার পর আজ রাজ্য মন্ত্রিসভায় চরণ বড়োর অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। এই পদক্ষেপকে আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটি কৌশলগত অবস্থান হিসেবে দেখা হচ্ছে। কটন কলেজের স্নাতক এবং গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর চরণ বড়োকে বিপিএফ-এর প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ নেতাদের একজন বলে মনে করা হয়। ২০১৬ সালে প্রথম রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে মাজবাট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন চরণ। এর পর ২০২১ সালে একই আসনে পুনরায় নির্বাচিত হন তিনি। বিটিসি নির্বাচনের আগে পর্যন্ত তিনি বিরোধী বেঞ্চে বসতেন।

এমবিবি কলেজ লেকের কৃত্রিম সৌন্দর্যায়নে ক্ষোভ

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.)ঃ আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীনে এমবিবি কলেজ লেকের সৌন্দর্যায়ন ঘিরে শুরু হয়েছে ব্যাপক বিতর্ক। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। তবে প্রাকৃতিক জলাশয় নষ্ট করে কৃত্রিম উপায়ে গড়ে তোলা এই সৌন্দর্যায়ন নিয়ে পরিবেশপ্রেমী মহল ও বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনে মামলা দায়ের হওয়ার পর কমিশন থেকে রাজ্যের একাধিক দফতরে নোটিশ পাঠানো হয়।

Name Change

I, Swapan Kumar Biswas (Old name) S/o - Late Gobinda Chandra Biswas residing at Vill & P.O. - Dayer Bazar P.S. Chapra Dist. Nadia Pin - 741164 W.B. do hereby declare that i have changed my name from Swapan Kumar Biswas (Old name) to Swapan Biswas (New name) and henceforth I shall be known as Swapan Biswas vide affidavit Before The Notary Public Krishnagar Nadia on Dated 18/10/2025. Swapan Biswas & Swapan Kumar Biswas both are the same and one identical person.

Name Change

I, SAMIRUL KHAN S/o JABED ALI residing at Vill.-Krishnarampur, P.O.-Makardaha, P.S.-Domjur, Dist.- Howrah, Pin-711409 West Bengal, India do hereby declare my actual name SAMIRUL KHAN instead of SAMIRUL KHA and my wife's actual name NARGIS KHATUN instead of NARGISH KHATUN which is wrongly recorded in my daughter SAFIYA KHATUN's Birth Certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Howrah on dated 16/010/2025. SAMIRUL KHAN and SAMIRUL KHA both are same and one identical person along with NARGIS KHATUN and NARGISH KHATUN both are same and one identical person.

Name Change

I, SK YASIN S/o Chabila Begum residing at Vill.-Uttar Para Ankurhati, P.S.-Domjur, Dist.-Howrah, Pin-711409 West Bengal, India do hereby declare my daughter's actual name MIM KHATUN instead of MEM KHATUN and her gender is also Female which is mentioned as Male which is wrongly recorded in her Birth Certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Howrah on dated 16/010/2025. MIM KHATUN and MEM KHATUN both are same and one identical person.

Name Change

I, JAYANTA BISWAS S/o JOYDEB BISWAS residing at 74/2, Brindaban Mullick Lane, P.O. Kadamtala, P.S. Bantra. Dist. Howrah-711101 West Bengal, India do hereby declare my son's actual name TRIBHUJIT BISWAS instead of TANUJIT BISWAS which is wrongly recorded in his Birth Certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Howrah on dated 16/010/2025. TRIBHUJIT BISWAS and TANUJIT BISWAS both are same and one identical person.

অনুপ্রবেশ রুখতে এবার ব্রিটেনেও 'ব্রিড কার্ড'! নীল নকশা নিয়ে গিয়েছেন ভারত থেকেই

১৮ অক্টোবর ঃ সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। তখনই তিনি আধার কার্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। এবার জানা যাচ্ছে, আধার কার্ডের ধাঁচে পরিচয়পত্র তিনি চালু করতে চাইছেন ব্রিটেনে। যার নাম হবে 'ব্রিড কার্ড'। তবে আধারের মতো বায়োমেট্রিক তথ্য ব্যবহৃত হবে না এই কার্ডে। মূলত ব্রিটেনের বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের রুখতেই এই কার্ড চালু করতে চাইছেন স্টার্মার। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রে জানা যাচ্ছে, ভারতে এসে ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান নন্দন নিলেকানির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কাছ থেকে জেনেছিলেন আধার কার্ড ও সেই সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য। ব্রিটিশ সরকারি মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই কার্ড চালুর ক্ষেত্রে ভারতের অভিজ্ঞতার সাহায্য নেবে ব্রিটেন।

কিন্তু তা আদপে আধার কার্ডের মতো হবে না। এর নকশা হবে আলাদা। এবং তা বায়োমেট্রিক তথ্যও ব্যবহার করবে না। প্রসঙ্গত, ব্রিটেনে অবৈধ অভিবাসী এক বড় সমস্যা। স্টার্মারের লেবার সরকার ক্ষমতায় আসার পর অবৈধ অভিবাসীদের দেশছাড়া করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। তাঁর প্রশাসন আগেই জানিয়েছে, বিপুল সংখ্য অবৈধ অভিবাসীকে ইতিমধ্যেই তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে পরিচয়পত্র তৈরির দিকেই ঝুঁকল স্টার্মার সরকার। পাশাপাশি জনসাধারণের পরিষেবাগুলিকে সহজ করাও এই কার্ডের লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে। ভারতে কিন্তু আধার নিয়ে অভিযোগও রয়েছে। তথ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা এবং পরিচয়পত্রের অভাবে নাগরিকদের সুযোগসুবিধা বা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করার মতো অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনিক ব্যয় ও দুর্নীতি কমাতে আধার সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে।

লুধিয়ানা-সুপল-লুধিয়ানা অসংরক্ষিত পূজা স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ১৮ অক্টোবরঃ দীপাবলি এবং ছট উৎসবের যাত্রীদের চাহিদার ভিত্তিতে, রেল প্রশাসন ২২, ২৩ এবং ২৪ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে লুধিয়ানা থেকে এবং ২৩, ২৪ এবং ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে সুপল থেকে ০৪৬৫৬। ০৪৬৫৫ লুধিয়ানা-সুপল-লুধিয়ানা অসংরক্ষিত পূজা স্পেশাল ট্রেনটি নিম্নলিখিত তিনটি ভ্রমণের জন্য পরিচালনা করবে।০৪৬৫৬ লুধিয়ানা-সুপল অসংরক্ষিত পুজো স্পেশাল ট্রেনটি লুধিয়ানা থেকে ২২, ২৩ এবং ২৪ অক্টোবর, ২০২৫-এ ১১.৩০ টায় ছেড়ে যাবে এবং ১২.৩৫ টায় ধান্দারী কালান, ১৪.২০ নগরী ১৫ নগরী ৫ টায় আম্বালা ক্যান্ট থেকে ছেড়ে যাবে। ১৫.৪০ টায় সাহারানপুর, ১৯.৪০ টায় মোরাদাবাদ, ২১.০০ টায় বেরেলি, ২২.৩৫ টায় শাহজাহানপুর, পরের দিন ০১.২০ টায় সীতাপুর, ০৪.২০ টায় গোন্ডা, ০৭.০০ টায় গোরখপুর, ০৭.০০ টায়। সোনপুর ১২.১৫ টায়, হাজিপুর ১২.৩০ টায়, শাহপুর পাটোরি ১৩.২৫ টায়, বাচওয়াড়া ১৪.২০ টায়, বারাউনি ১৫.৩০ মিনিটে। বেগুসরাই থেকে ১৬.০০ মিনিটে, খাগারিয়া ১৭.৩০ মিনিটে, মানসী ১৮.২০ মিনিটে এবং সহরসা ১৯.৪০ মিনিটে ছেড়ে ২১.০০ মিনিটে সুপৌল পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৪৬৫৫ সুপৌল-লুধিয়ানা অসংরক্ষিত পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ২৩, ২৪ এবং ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে সুপৌল থেকে রাত ১১.০০ টায় ছেড়ে যাবে এবং সহরসা থেকে রাত ১১.৫৫ টায় ছাড়বে, পরের দিন মানসী থেকে ০১.১২ টায়, খাগারিয়া থেকে ০১.২৪ টায়, বেগুসরাই থেকে ০২.০০ টায়।

কালীপুজোর আগে গঙ্গারামপুরে মোমবাতির চাহিদা যথেষ্ট, মুখে হাসি ফুটেছে মোমবাতি প্রস্তুতকারকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ অক্টোবর ঃ হাতে গোনা মাত্র আর দুদিন পরই আধার কাটিয়ে

আলোর দেবীর উৎসবে মেতে উঠবে সারা দেশ। তার আগেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর হাই স্কুল পাড়া এলাকায় মোমবাতি কারখানায় ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্যের দিকে ঝুঁকছেন শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষজন। স্বাভাবিকভাবেই এবছর দীপাবলিতে মোমবাতির কদর বেড়েছে। মোমবাতির চাহিদা দেখে দিনরাত কাজ করে চলেছেন গঙ্গারামপুরের মোমবাতি প্রস্তুতকারকরা। বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছানোর পাশাপাশি বাজারে টুনি বাল্ব চলে আসায় দীপাবলিতে মোমবাতির কদর যথেষ্টভাবে কমে যায়। ফলে চরম সমস্যায় পড়েন মোমবাতি প্রস্তুতকারকরা। এর ফলে বন্ধ হয়ে যায় বেশ কয়েকটি মোমবাতি তৈরির কারখানাও। হাতে কয়েকটি কারখানা কোনওমতে চলছিল। কিন্তু এবছর দীপাবলির আগে বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্য ব্যবহারের ঝোঁক দেখা দেওয়ায় আশার আলো দেখছেন মোমবাতি নির্মাতারা। তাই দিনরাত এক করে মোমবাতি তৈরির কাজ চলছে গঙ্গারামপুরের বসাকপাড়ার, হাইস্কুলপাড়ার কারখানাগুলিতে। এই বিষয়ে ওই কারখানার এক মোমবাতি নির্মাতার দাবি, কিছুটা হলেও পরিস্থিতি বদলেছে। তাই এবার দীপাবলিতে লাভের মুখ দেখতে পারেন বলে আশা করছেন তাঁরা। এই বিষয়ে গঙ্গারামপুর বসাকপাড়ার মোমবাতি কারখানার কর্ণধার জানান, বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের বাজারে মোমবাতির তৈরীর প্যারাফিনের দাম বেড়েছে অনেক যার ফলে মোমবাতির দামও কিছুটা অংশে বাড়ানো হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মে আমাদের এখানে মোমবাতি প্রস্তুত করা হয়। সারা বছরই মোমবাতি তৈরি হয় তবে কালীপুজোর আগে আগে ব্যস্ততা শুরু হয়েছে যথেষ্ট। দিন রাত এক করে নাওয়া - খাওয়া ভুলে মোমবাতি তৈরির ব্যস্ততায় মেতে উঠেছে কর্মরত ২০ জন মোমবাতি নির্মাতাকারী। তিনি এই বিষয়ে আরো জানান, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ তিন জেলা অর্থাৎ উত্তর দিনাজপুর মালদা সহ পুরো রাজ্যে গঙ্গারামপুরের এই মোমবাতি সাপ্লাই হয় ও বিক্রি হয়। এখানে বিভিন্ন ধরনের মোমবাতি আছে রঙিন মোমবাতি থেকে শুরু করে সাদা মোমবাতি ছোট বড় বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন দামের মোমবাতি তৈরি করা হয়। দিনে মোট ২০০ পেটি মোমবাতি রোজ তৈরি করা হয় বলে জানান। তিনি আরো জানান, বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের বাজারে বিদেশী পণ্যের ভিড়েও মানুষ মোমবাতির দিকে ঝুঁকছে কালীপুজোর আগে তাই আমাদের কারখানায় মোমবাতি তৈরীর ব্যস্ততা চলছে যথেষ্ট তুঙ্গে, বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছোনোর পাশাপাশি বাজারে টুনি বাল্ব চলে আসায় দীপাবলিতে মোমবাতির কদর যথেষ্টভাবে কমে যায়। ফলে চরম সমস্যায় পড়েন গঙ্গারামপুরের মোমবাতি প্রস্তুতকারকরা। বলাই বাহুল্য আধার কাটিয়ে আলোর উৎসবে এই মোমবাতি নিয়েই মেতে উঠবে আট থেকে আশি সকল মানুষ সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাবাসী।

সারা বছর শান্তরূপে দক্ষিণা কালী হংসেশ্বরীর পুজো হয়। তবে কালী পুজোর দিন মা ধারণ করেন রুদ্র রূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৮ অক্টোবর ঃ মাথায় মুকুট ও রাজবেশ ধারণ করার পর অমাবস্যায় পুজো শুরু হয়। পুজো শেষ হওয়ার পর রাজবেশ খুলে ফেলা হয়। পরে মা আবার

শান্তরূপ ধারণ করেন। সারা বছর শান্তরূপে দক্ষিণা কালী হংসেশ্বরীর পুজো হয়। তবে কালী পুজোর দিন মা ধারণ করেন রুদ্র রূপ। মুখে রূপোর মুখোশ, সোনার জিভ পড়ানো হয়। বর্তমানে যেখানে হংসেশ্বরী মন্দির রয়েছে, তার পাশেও কয়েকটি মন্দির রয়েছে। রাজ পরিবারের বাড়ির কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। কথিত আছে, রাজা নৃসিংহ দেব রায় ১৮০১ সালে মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেন। পরে হংসেশ্বরী মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বেনারস থেকে গঙ্গায় ভেসে আসা নিম কাঠের গুড়ি দিয়ে মূর্তি তৈরি হয়। মূর্তিতে কোনও জোড়া তাপ্পি দেওয়া হয়নি। এক নিম কাঠ কেটে তৈরি করা। বছরে দু'টো বড় উৎসব হয় হংসেশ্বরী মন্দিরে। কালীপুজো আর স্নান যাত্রা। সাধারণ সময়ে সকাল সাতটায় মন্দির খোলে। দশটায় পুজো শুরু হয়। ভোগ নিবেদন হয়। দুপুরে ভোগ নিতে পারেন ভক্তরা। হংসেশ্বরী মন্দির হেরিটেজ সম্পত্তি। বর্তমানে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। মন্দিরের সেবাইত জানান, বছরে এক রাতের জন্য রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। ওই দিন সন্ধ্যা আরতির পর তাঁকে রাজবেশ পরানো হয়। রুপোর মুখোশ ও সোনার জিভ পরানো হয়। গায়ে কোনও বস্ত্র থাকে না দেবীর। ফুলমালা দিয়ে ঢাকা থাকে। মা এদিন এলোকেশি রূপে দেখা দেন। পুজো শেষে ভোর চারটে সেসব আবার খুলে ফেলা হয়। শান্ত রূপে ফিরে আসেন মা। প্রতিবছরই কালী পুজোয় ভক্তের ঢল নামে হংসেশ্বরী মন্দিরে। লাইন দিয়ে পুজো দেন ভক্তরা। পুলিশি নিরাপত্তা থাকে আঁটোসাটো।

কাশ্মীর উপত্যকায় মাল পরিবহনের ক্ষেত্রে আরেকটি যুগান্তকারী অগ্রগতিতে, গুজরাটের KOD (খারাঘোদা) রেলওয়ে স্টেশন থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের ANT (অনন্তনাগ) রেল স্টেশনে প্রথমবারের মতো ট্রেনে ১,৩৫০ টন শিল্প লবণ পৌঁছেছে। শেষ ব্যবহার- ট্যানিং শিল্প, সাবান এবং ইটভাটা। এটি কাশ্মীরে বিভিন্ন অপ্রচলিত অঞ্চলে মাল পরিবহনের জন্য রেল নেটওয়ার্কের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যার ফলে পরিবহন সময়, খরচ এবং সড়ক পরিবহনের উপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে।

১৩ দিনের প্রচেষ্টায় জলদাপাড়ার জঙ্গলে ফিরল ১০টি গণ্ডার

তরুণ রায়, আলিপুরদুয়ার, ১৮ অক্টোবর ঃ উত্তরবঙ্গের দুর্যোগে ভেসে যাওয়া ১০টি গণ্ডারকে জঙ্গলে ফিরিয়ে আনলো জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ। টানা ১৩দিন লাগাতার অভিযানের পর তাদের জঙ্গলে ফিরিয়ে দিয়েছেন বনকর্মীরা। প্রত্যেকটি গণ্ডার সুস্থ অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এই অপারেশনের পর খুশি বনকর্মী থেকে কর্তারা। লাগাতার বৃষ্টির পর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে

যায় গণ্ডারগুলি। তাদের জঙ্গলে ফেরাতে তপর হয়ে ওঠে বনদপ্তর। ১০০-র বেশি বনকর্মী গত ১৩ দিন ধরে খাওয়ানাওয়া ভুলে গণ্ডারগুলিকে জঙ্গলে ফেরাতে মাঠে নেমেছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তাদের ফেরানো গেছে। জলদাপাড়া অভ্যায়ারণ সূত্রে খবর, প্রথম তিনদিনে পাঁচটি গণ্ডারকে সহজেই জঙ্গলে ফেরানো গিয়েছিল। বাকি পাঁচটিকে ফেরাতে কাঠখড় পোড়াতে হয় বনকর্মীদের। তাদের অনেকে কোনও গর্তে পড়ে গিয়েছিল। কয়েকটি বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। তাদের ঘুম পাড়ানি গুলি ছুঁড়ে কাবু করা হয়। চিকিসার পর তাদের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ভোরবেলা হিমের পরশ-কালো মেঘ সরতেই প্রাক-শীতের ছোঁয়া পুরুলিয়ায়

মলয় দত্ত, পুরুলিয়া, ১৮ অক্টোবর ঃ পুরুলিয়ায় প্রাক-শীতের আমেজ। আকাশ থেকে কালো মেঘ সরতেই সবাই গায়ে শীতল হাওয়ার ছোঁয়া অনুভব করছেন। লা নিনার প্রভাবে এবার জাঁকিয়ে শীত পড়ার সম্ভাবনা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। পুরুলিয়া জেলা কৃষি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, জুনের গোড়া থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত পুরুলিয়ায় ৪৯.৪ শতাংশ বাড়তি বৃষ্টি হয়েছে। বর্ষার মরশুমের প্রথম দু'মাস জুন এবং জুলাইয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে ৯০.৩ শতাংশ বাড়তি বৃষ্টি হয় পুরুলিয়ায়। জুনের গোড়া থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ১১০৭.৭১ মিলিমিটার। সেখানে চলতি মরশুমে এই মাস পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে ১৬৫৫.৩৭ মিলিমিটার। জেলার উপ কৃষি অধিকর্তা আদিত্য দুয়ারি বলছেন, 'এ বার বর্ষায় প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে, যা সাম্প্রতিক সময়ে রেকর্ড।' গত কয়েকদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২ থেকে ২৩ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও মঙ্গলবার তা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে। এখন ভোরের দিকে হালকা শীত অনুভূত হচ্ছে। রাতে পাখা চালাতে হলেও ভোরে গায়ে দিতে হচ্ছে চাদর। বন্ধ থাকছে পাখা। এই হিমেল অনুভূতি এলাকার চা ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। বাড়ছে ভিড়। বান্দোয়ানের চা বিক্রেতার কথায়, 'সকালের দিকে চায়ের বিক্রি বেশ বেড়েছে।' পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, 'এ বার বর্ষা দীর্ঘায়িত হয়েছে। দেশ জুড়ে একই চিত্র। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে কলকাতা ও উত্তরের জনজীবন বিপর্যস্ত করেছে। নেপথ্যে রয়েছে লা নিনার প্রভাব।' আবহাওয়া কেমন থাকবে, তার অনেকটা নির্ভর করে সমুদ্রপৃষ্ঠে তাপমাত্রার উপরে। তার উপরে নির্ভর করে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূপৃষ্ঠের দিকে বাতাস প্রবাহিত হয়। বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্প ভূপৃষ্ঠে ঠান্ডা, বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতে তাপমাত্রা মূলত প্রশান্ত মহাসাগরের উপরিভাগের তাপমাত্রার উপরে নির্ভরশীল। প্রশান্ত মহাসাগরে উপরিভাগের তাপমাত্রা কমে গেলে তার সুবাদে এই দেশে যে বাতাস প্রবেশ ঢোকে, তাতে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকবে। যা একদিকে যেমন প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটাবে, তেমনই হাড় কাঁপানো ঠান্ডা পড়বে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একেই লা নিনা বলা হয়।

রক্তজবার জব্বর দামে হাঁসফাঁস কালীপূজার বাজার, বিপাকে ক্রেতা- বিক্রেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাঁশকুড়া, ১৮ অক্টোবর ঃ এমনিতেই আগুন বাজার। জিনিসপত্রে হাত ছোঁয়ানো যাচ্ছে না। এর মধ্যেই ক্রমশঃ দামি হয়ে উঠছে জবা ফুলও। কালীপুজোর অপরিহার্য ফুল এই জবা ফুল। আর কালীপুজোর আগেই সেই জবা ফুল নিয়ে বিপাকে পড়েছেন চাষীরা! পাঁশকুড়ার হিমঘর বন্ধ, পচে যাচ্ছে ফুল। কালীপুজোয় তাই আকাশছোঁয়া দর হতে পারে জবার। আর মাত্র একদিন পরে কালীপূজা ও দীপাবলি। কিন্তু পাঁশকুড়ার সরকারি ফুল মজুত রাখার হিমঘর চালু না হওয়ায় মেদিনীপুর জেলার ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কালীপূজার অপরিহার্য ফুল জবা। কালীপুজো দোরগোড়ায়, এদিকে সেই জবার কুঁড়ি সংরক্ষণের সমস্যায় পড়ছেন জেলার চাষীরা। অনুকূল আবহাওয়ায় চলতি বছরে জবাফুলের ফলন ভালো হয়েছে। কিন্তু সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় বিপাকে পড়েছেন ফুলচাষীরা। কালীপুজোর দিনে বিপুল চাহিদা মেটাতে এখন থেকেই জবাফুল মজুতের প্রয়োজন হচ্ছে। কিন্তু হিমঘর চালু না থাকায় বিকল্প মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজে রাখতে হচ্ছে ফুল। সেখানে সংরক্ষণের সঠিক পরিবেশ না থাকায় বহু ফুল পচে নষ্ট হচ্ছে। বর্তমানে জবার কুঁড়ির দাম প্রতি হাজারে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। যা সাধারণত ৪০ থেকে

৫০ টাকা ছিল! অনুমান করা হচ্ছে, কালীপুজোর দিনে এই দাম বেড়ে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা প্রতি হাজারে পৌঁছাতে পারে। সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানান, কালীপূজার আগেই পাঁশকুড়ার হিমঘরের যন্ত্রাংশ মেরামত না হওয়ায় আমরা ওই সরকারি হিমঘরে ফুল রাখতে পারিনি। ফলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন চাষীরা। তিনি আরও জানান, রাজ্য জুড়ে কালীপুজোর দিনে যে পরিমাণ জবা ফুলের প্রয়োজন, তা মেটাতে চাষীদের প্রায় ১৫ দিন আগে থেকেই হিমঘরে কুঁড়ি মজুত রাখতে হয়। কিন্তু এবার সেই সুযোগই হয়নি। চাষীদের কথায়, ফুল পচে যাচ্ছে, আবার বিকল্প হিমঘরে রাখায় অতিরিক্ত খরচও গুনতে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, দুর্গাপূজায় পদ্ম ছাড়া অন্যান্য ফুলের দাম অনেকটাই চড়া ছিল। এবার কালীপূজাতেও হিমঘর সমস্যার কারণে জবাফুলের দরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কোল্ড স্টোরেজ নিয়ে তমলুক শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা কৃষ্ণেন্দু হাইত জানান, ব্লকে একটি কোল্ডস্টোরেজ চলছে, আরেকটি বেসরকারি কোল্ডস্টোরেজ-- সেটাও চলছে। কিন্তু পাঁশকুড়া কোল্ডস্টোরেজও খুব শীঘ্রই চালু হয়ে যাবে।

নদীয়ায় ডাকাতদের হাতে শুরু হওয়া পুজোই এখন এলাকার সকলের মা!

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৮ অক্টোবর ঃ নদীয়ার কালী কথার অন্যতম হলো ডাকাতে কালী পুজো! যাকে ঘিরে রয়েছে এক ব্যাতিক্রমী ইতিহাস। জানা যায় তৎকালীন সময়ে এলাকার ডাকাতদল ডাকাতি করে এসে করত মা কালীর পুজো, আর তাই এই কালীর নাম ডাকাতে কালী। লোকমুখে জানা যায় এই পুজোর বয়স প্রায় ১১২ বছর। ভক্তদের মুখের কথায় খুবই জাগ্রত এই ডাকাতে কালী। পুজোতে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস। প্রতিবছরে মতো এবারও নদীয়ার মাজদিয়ার ঘোষপাড়া ডাকাতে কালীতলায় ধুমধাম করেই পুজো হচ্ছে। স্থানীয় শিক্ষক সুকুমার ঘোষের কাছ থেকে জানা যায়, আজ থেকে প্রায় ১১২ বছর আগে ওই গ্রামের দিন কাটছিল অভাব -অনটনের মধ্যে দিয়ে। অনেকই পাচ্ছিলেন না দুবেলা -দুমুঠো খাবার, সেই করুন অবস্থা দেখে

ব্যথিত হয়ে পড়লেন গ্রামবাসীরা। ওই গ্রামের কয়েকজন তরতাজা যুবক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তারা ডাকাতি করবেন ডাকাতি করেই যোগাড় করবেন গ্রামের মানুষের জন্য খাবার তখন চলছে কড়া ব্রিটিশ শাসন হঠাতই ওই যুবকেরা খবর পেলেন, বাংলাদেশের ঢাকার দিকে যাচ্ছে ব্রিটিশদের মালবাহী ট্রেন ওই ট্রেনেই তারা ডাকাতি করার সিদ্ধান্ত নেন। রাত হয়ে গেছে মাজদিয়ার ইছামতি ব্রিজের ওপর দিয়ে ব্রিটিশদের মালবাহী ট্রেনটি যাচ্ছিল, কু -ঝিক ঝিক করে, হাতে লন্ঠনের লাল আলো দেখিয়ে ব্রিজের ওপরই দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল ট্রেনটিকে সময় নষ্ট না করে ট্রেনের বগি থেকে কাপড়ের বান্ডিল বেশ কয়েকটা ফেলে দেওয়া হল নদীর জলে লুট করা হল খাদ্যসামগ্রীও এরপর ডাকাতরা লাল আলো নিয়ে সরে যেতেই ট্রেন ছাড়ে। ট্রেন বেড়িয়ে গেল ঠিকই কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই খবর পৌঁছে গিয়েছিল ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে। শুরু হয়ে গেল খোঁজ খোঁজ। ডাকাতদলের লোকজন আশ্রয় নিয়েছিলেন জঙ্গলে ব্রিটিশ বাহিনী নদীতে ফেলা কাপড়ের বান্ডিলের হদিশ পাইনি। সেই কাপড় তুলেও লুট করা খাদ্য সামগ্রী ওই ডাকাতেরা গ্রামের মানুষের মধ্যে বিলি করেন কিন্তু যারা করেছে এই কাজ, তাদের সন্ধানে ব্রিটিশ পুলিশদের খোঁজ খবর চলছিল কড়াভাবেই। ব্রিটিশবাহিনীর কাছে ধরা পড়ার ভয়ে জঙ্গলেই কাটতে লাগল তাদের সময় সেইসময় তারা স্মরণ করেছিলেন মা কালীকে। বলেছিলেন , 'মা তুমি বাঁচিয়ে দাও, আমরা তোমার পুজো দেব। অলৌকিকভাবেই সেবার তাদের সন্ধান পায়নি বৃটিশের পুলিশ। ফিরে যেতে হয় তাদের। ব্রিটিশবাহিনীর ফিরে যাওয়ার পরদিনই ছিল অমাবস্যা , কালীপুজো। জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে একটি বেল ও নিমগাছের পাশেই বেদি বানিয়ে ডাকাতরা করেছিলেন মা কালীর পুজোর আয়োজন। বহু মানুষ এইখানে আজও মায়ের পুজো দেন, শোভাযাত্রায় হাজার হাজার পুরুষ মহিলা পা মেলান। বলা যেতেই পারে ডাকাতে কালী এখন এলাকার মানুষের কাছে একটা আবেগ।

কালীপুজোয় মেট্রো কম, তবে বিশেষ বন্দোবস্ত

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোর পর কালীপুজোতেও যাত্রীদের কথা ভেবে বিশেষ মেট্রোর বন্দোবস্ত। সোমবার কালীপুজোয় প্রতিটি রুটেই রাতে শেষ মেট্রোর সময়সীমা বাড়ছে। ভিড় সামাল দিয়ে যাত্রী পরিষেবা স্বাভাবিক রাখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ মেট্রো কর্তৃপক্ষের। ব্লু লাইন অর্থাৎ শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ২৭২টি মেট্রো চলে। তবে কালীপুজোয় চলবে মোট ১৪৪টি। সকাল ৬টা ৫০ মিনিটের পরিবর্তে নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম রুটে সকাল ৭.৫৪ মিনিটে শুরু হবে পরিষেবা। সকাল ৬টা ৫৪ মিনিটে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে। মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিটের বদলে সকাল ৮টায় শুরু হবে প্রথম মেট্রো পরিষেবা। তবে এই রুটে রাতের মেট্রো পরিষেবার সময়সীমা বাড়বে। রাত ৯টা ২৮ মিনিটের বদলে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১০টা ৫১ মিনিটে। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত রাত ৯টা ৩৩ মিনিটের বদলে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১১টায়।

দীপাবলিতে উৎসবের রোশনাই দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দীঘা, ১৮ অক্টোবর ঃ দীঘার আকাশের ফের উৎসবের রোশনাই। জগন্নাথ মন্দিরে এবার

দীপাবলি উদ্‌যাপন। সোমবার, কালীপুজো মন্দিরে বিশেষ পূজাপাঠ। সঙ্গে দিনভর নানা ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান। দুর্গাপুজোর মতোই পর্যটকদের ঢল নামবে, আশা প্রশাসনের। দুর্গাপুজোয় রেকর্ড ভিড় হয়েছিল দীঘার মন্দিরে। প্রথমদিকে অবশ্য ভিড় কিছুটা কম ছিল। কিন্তু সপ্তমীর পর থেকে হঠাৎ ভিড় বাড়তে থাকে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরে সাত লক্ষ মানুষ এসেছিলেন বলে জানা গেছে। আগামী সোমবার কালীপুজো। দীপাবলীর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে। মন্দির কমিটির প্রধান রাধারামন দাস জানিয়েছে, কালীপুজোয় প্রদীপের আলোয় সাজানো হবে মন্দির। চলবে বিশেষ পূজাপাঠ। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলবে নানা ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান। সেদিন মূল গেট দিয়েই মন্দিরে ঢুকতে পারবেন ভক্তরা। দর্শনার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশাসন। তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

১০২ প্যাকেট নিষিদ্ধ আতশবাজি বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ১৮ অক্টোবর ঃ উৎসবের মরশুমে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে, খড়গপুর জিআরপি পুলিশ স্টেশন একটি বড় অভিযান চালিয়ে স্টেশন চত্বর থেকে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ আতশবাজি উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খড়গপুর স্টেশন চত্বরে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় পুলিশ একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে, যার ব্যাগ থেকে প্রায় ১০২ প্যাকেট নিষিদ্ধ আতশবাজি উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে বিক্রির উদ্দেশ্যে স্টেশন চত্বরে নিষিদ্ধ আতশবাজি আনার কথা স্বীকার করেছে। খড়গপুর জিআরপি পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। এই নিষিদ্ধ আতশবাজি কোথায় সরবরাহ করা হচ্ছিল এবং এর সাথে আরও বড় কোনও নেটওয়ার্ক জড়িত কিনা তা নির্ধারণের চেষ্টা চলছে। পুলিশ জানিয়েছে যে রেলওয়ে চত্বরে দাহ্য ও বিস্ফোরক পদার্থ আনা রেলওয়ে সুরক্ষা আইনের অধীনে একটি অপরাধ এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করতে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উন্নয়নের পরিকল্পনা পৌরসভার

সুদীপ্ত লাহিড়ী, মালদা, ১৮ অক্টোবর ঃ স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করতে এবারে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ঢালাও উন্নয়নের পরিকল্পনা ইংরেজবাজার পৌরসভার। নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার, হস্টেল, পরিশ্রুত পানীয় জলাধার, ড্রেন ও রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। রোগী ও রোগীর পরিজনদের সুবিধার্থে আধুনিক শৌচালয় ও পরিশ্রুত পানীয় জলের জলাধার তৈরি সহ পৌরসভার তরফে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন পরিকল্পনার খুঁটিনাটি যাচাই করতে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উপস্থিত হন পৌরসভা ও

জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী জানান, শুধু জেলা নয়, ভিনজেলা সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে রোগী এই হাসপাতালে আসেন। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একাধিক পরিকাঠামো থাকলেও হাসপাতাল চত্বরে রোগীর পরিজনদের জন্য এখনও একাধিক পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। তাই হাসপাতাল চত্বর আরও উন্নত করতে একাধিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার ও আবাসিক ভবনের। সেই দাবি মেনে সেই সমস্ত পরিকাঠামো উন্নত করা হবে। পাশাপাশি হাসপাতাল চত্বরে যাতে নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক থাকে এবং রোগীদের সুবিধার্থে আধুনিক শৌচালয় ও পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। জেলা, ভিনজেলা সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বিহার থেকেও বহু রোগী মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসেন। অনেক সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে রোগী এবং রোগীর পরিজনদের হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়। একাধিক পরিকাঠামো থাকলেও প্রতিনিয়ত ভিড় বাড়ায় টানাপড়েনের সম্মুখীন হন রোগীর পরিজনেরা। তাই এবার তাঁদের সুবিধার্থে আধুনিক শৌচালয় ও পরিশ্রুত পানীয় জলের জলাধার সহ একাধিক পরিকাঠামো উন্নত করা হবে বলে জানান স্বাস্থ্য আধিকারিক ও পৌরসভার চেয়ারম্যান।

পোলবার চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত ৩০! নড়েচড়ে বসেছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৮ অক্টোবর ঃ ছড়াচ্ছে চিকুনগুনিয়া! হুগলির পোলবার জারুরায় ছড়াচ্ছে চিকুনগুনিয়া। এক সপ্তাহে চিকুনগুনিয়ার উপসর্গ আছে এমন প্রায় ৩০ জনের হদিশ পাওয়ার পরই নড়েচড়ে বসেছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর। জারুরা প্রাথমিক স্কুলে পোলবা গ্রামীণ হাসপাতাল শিবির করে রক্ত সংগ্রহ করল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার ও মাইকে প্রচার চালানো হল পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতেও। এডিস মশার কামড়েই হয় চিকুনগুনিয়া। তাই মশার কামড় এড়িয়ে চলতে হবে। পোলবা গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ কৌশিক মন্ডল বলেন, গত ১০ তারিখে জারুরা গ্রামে কয়েকজনের জ্বর ও গায়ে ব্যথার বিষয়টি নজরে আসে স্বাস্থ্য কর্মীদের। তারপরই তাঁদের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। ম্যালেরিয়াও ডেঙ্গি পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। এরপর চিকুনগুনিয়ার পরীক্ষা করে দেখা হয়। তাতেই ধরা পরে সংক্রমণ। জ্বর, গায়ে হাত পায়ে ব্যথা, শরীরে দুর্বলতা এই রোগের উপসর্গ। ডেঙ্গির মত মৃত্যুর হার না হলেও আক্রান্তের শারীরিক দুর্বলতা থাকে প্রায় দু থেকে তিন মাস। একজন আক্রান্তের থেকে আরও অনেকে আক্রান্ত হতে পারেন। তাই মশারি ব্যবহার করা, মশার কামড় এড়ানো, এলাকায় বা বাড়ির আশপাশে জল জমতে না দেওয়া, এলাকা পরিষ্কার রাখার দিকে জোর দেওয়ার কথা বলেন BMOH। বলেন, চিকুনগুনিয়া সংক্রমণ থেকে মানুষকে সচেতন থাকতে হবে। প্রয়োজনে আবার শিবির হবে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে। এদিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, পোলবা বিডিও জগদীশ বারুই, পোলবা বিএমওএইচ কৌশিক মন্ডল, সুগন্ধা পঞ্চায়েতের প্রধান সুব্রত ঘোষ। শিবিরে মশারি বিতরণ করা হয়। মশার কামড় থেকে বাঁচতে সচেতন থাকার কথা বলেন বিধায়কও। পাশাপাশি, চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্তরা জানান, প্রথমে জ্বর, হাত পায়ে ব্যাথা। তারপর শরীর এতটাই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে যে, বিছানা থেকে ওঠা যাচ্ছে না। তাঁরা বলেন, একবার চিকুনগুনিয়া হলে তার রেশ থেকে যায় অনেক দিন। আর সেটাই ভয়ের।

ফরাক্কায় উদ্ধার বিপুল মাদক, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফরাক্কা, ১৮ অক্টোবর ঃ জাল নোটের পর এবার পশ্চিমবঙ্গে মাদক তৈরির নতুন 'হাব' হয়ে উঠছে মালদা জেলার কালিয়াচক থানা এলাকা। কালিয়াচকের একটি গোপন ডেরা থেকে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার পাচার করতে গিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন মালদার দুই যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের হেফাজত থেকে প্রায় ১ কেজি ৭০০ গ্রাম অত্যন্ত উন্নত মানের ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় ২ কোটি টাকা বলে জানা গেছে। সাম্প্রতিক সময় রাজ্যের কোনও জেলা থেকে এত বড় অর্থ মূল্যের মাদক উদ্ধার হয়নি বলে পুলিশ সূত্রের খবর। এসডিপিও (ফরাক্কা) শেখ শামসুদ্দিন বলেন, 'শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ কলকাতা পুলিশের এসটিএফ এবং জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার ক্রাইম সেল ইউনিটের পক্ষ থেকে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফরাক্কা থানার পুলিশ শংকরপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে কালিয়াচক থানার অন্তর্গত মহব্বতপুর গ্রামের বাসিন্দা জালাল শেখ এবং মাসুম শেখ নামে দুই যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশ তাদের আটক করে। এরপর তাদের সঙ্গে থাকা ব্যাগ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় প্রায় ১.৭ কেজি ব্রাউন সুগার।' তিনি জানান, 'এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।' জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, ধৃত দুই যুবকের কাছ থেকে যে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে, তা অত্যন্ত উন্নতমানের। সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশ এত ভালো গুনমানের মাদক এর আগে উদ্ধার করেনি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া মাদক বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা করেছিল মাদক পাচারের চক্রের সঙ্গে জড়িত লোকজন। ধৃতদের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে শনিবার তাদের বিশেষ এনডিপিএস আদালতে পেশ করছে পুলিশ।

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS of **N.I.e.T No-14/HPS/APAS/2025-26.** Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are **up to 14.00 hours** on dated **10/11/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/-
Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti Hariharpara, Murshidabad

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR

Tender for- -"Construction of CC Drain at various site within Khirpai Municipal Area" **eNIT No:- -WBMAD/ULB/KM/APAS/25-26/NIT35** Last date of Submitting Bid:- **11-11-2025 up to 01.00 PM** For details visit at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Khirpai Municipality

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR

Tender for- -"Construction of CC Drain at various site within Khirpai Municipal Area" **eNIT No:- -WBMAD/ULB/KM/APAS/25-26/NIT34** Last date of Submitting Bid:- **11-11-2025 up to 01.00 PM** For details visit at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Khirpai Municipality

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ অক্টোবর ঃ ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ড ফাইনালের ডার্বিতে চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। দুই স্প্যানিশ কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই ছিল ই ম্যাচ। জিততে মরিয়া ছিল মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল দুই শিবিরই। ডুরান্ড ডার্বি হারার পর শিল্ড ডার্বি বদলার ম্যাচ সবুজ-মেরুন শিবিরের কাছে। অন্যদিকে, জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে শিল্ড হাতে তুলতে চাইছিল লাল-হলুদও। নির্ধারিত সময়ে দুই দলই সমানে সমানে লড়াই করার পড়ে ম্যাচ গড়ায় এস্টা টাইমে, সেখানেও যখন কোনও ফলাফল হল না তখন ম্যাচ ট্রাই বেকারে যায়। ভাগ্য মোহনবাগানের সহায় থাকায় দিনের শেষ হাসিটা বাগানই হাসে। এদিন মাঠের ভিতর লড়াই চালাচ্ছেন মোহনবাগান কোচ-ফুটবলাররা। মাঠের বাইরে কর্তারা। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় মোলিনা যখন ম্যাকলারেনদের নিয়ে যুবভারতীতে ডার্বির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক সেই সময় তাঁবুতে বৈঠক ডেকে ডার্বির আগে মাঠের বাইরে সমর্থকদের উজ্জীবিত করছেন কর্তারা, মানে সচিব সৃঞ্জয় বোস এবং সভাপতি দেবাশিস দত্ত। তার আগেই সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ মোলিনা সমর্থকদের কাছে আবেদন করেছেন, ‘ মিনিট’ সময়টুকু তাঁদের সমর্থনের জন্য দিতে। শেষ রাতের খবর, কোচ-কর্তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে শনিবার শিল্ড ফাইনালের ডার্বিতে প্রিয় দলকে সমর্থন করার জন্য গ্যালারিতে হাজির থাকবেন সবুজ-মেরুন সমর্থকরা।

২১ বছর পর এশিয়ান কাপে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েরা

১৮ অক্টোবর ঃ ভারতের মেয়েদের ফুটবলে সোনালি দৌড় চলছে। পুরুষদের সিনিয়র দল পারেনি। অনূর্ধ্ব-২৩ দল অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু মহিলাদের সিনিয়র দল এশিয়ান কাপের ছাড়পত্র পেয়েছে। এবার সেই পথে মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৭ দলও। উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতে ২১ বছর পর এশিয়ার মঞ্চে প্রবেশাধিকার অর্জন ভারতের মেয়েদের।অনূর্ধ্ব ১৭ দলের জন্য কাজটা যথেষ্ট কঠিন ছিল। কারণ লড়াইটা ছিল উজবেকিস্তানের মাটিতে। ব্লু টাইগ্রেসদের অবশ্য ড্র করলেই চলত। তবে সেই লড়াইয়ে প্রথমে পিছিয়েও পড়ে ভারতের মেয়েরা। বিশকেকের ডোলেন ওমুরজাকভ স্টেডিয়ামে ৩৮ মিনিটে উজবেকিস্তানের শাখজোদা আলিখোনোভা গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে একটা বদলই ম্যাচের মোড় বদলে দেয়। থান্ডামণি বাস্কেকে নামাতেই ম্যাচের রাশ চলে আসে জোয়াকিম আলেকজান্ডারসনের দলের হাতে।৫৫ মিনিটে কার্যত একক প্রচেষ্টায় ভারতকে সমতায় ফেরায় থান্ডামণি। ৬৬ মিনিটে অনুস্কা কুমারীর গোলের নেপথ্যেও থান্ডামণির অ্যাসিস্ট। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জেতে ভারতের অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা দল। গ্রুপ জি-তে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে ২১ বছর পর এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন করল ভারত। শেষবার ২০০5 সালে এশিয়ান কাপে খেলেছিল অনূর্ধ্ব ১৭ দল। তখন অবশ্য ১১টি দল সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করেছিল। আগামী বছর এই টুর্নামেন্ট হবে চিনে।উল্লেখ্য, ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে হেরে এশিয়ান কাপে যাওয়ার সুযোগ হারিয়েছে সিনিয়র পুরুষ দল। গোলপার্থক্যের জন্য অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলার সুযোগ পায়নি ভারত। কিন্তু সঙ্গীতা বাসফোরের গোলে থাইল্যান্ডকে ২-১ হারিয়ে এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারতের মহিলা দল। এবার অনূর্ধ্ব-১৭ দলও সেই সাফল্য পেল।

আগামী বছর ক্রিকেট বিশ্ব দেখতে যাচ্ছে ক্রিকেটের নতুন একটি ফরম্যাট

নয়াদিল্লি , ১৮ অক্টোবর (হি.স.)ঃ আগামী বছরের জানুয়ারিতে শুরু হচ্ছে ক্রিকেটের নতুন ফরম্যাট- টেস্ট-টোয়েন্টি। বৃহস্পতিবার একটি ভার্চুয়াল বৈঠকে ম্যাথু হেডেন, হরভজন সিং, ক্লাইভ লয়েড ও এবি ডি ভিলিয়ার্স এই নতুন ক্রিকেট ফরম্যাটের সূচনা করেছেন। টেস্ট-টোয়েন্টির নিয়ম কী থাকছে? খেলা হবে মোট ৮০ ওভার। প্রতিটি দল খেলবে দুটো ইনিংস। প্রতিটা ইনিংস হবে ২০ ওভারের। প্রতিটা ইনিংসের রান পরের ইনিংসে ক্যারিফরওয়ার্ড হবে। ঠিক টেস্ট ক্রিকেটের মতো। প্রতিটা দল এই ফরম্যাটে দু’বার করে ব্যাট করতে পারবে। অর্থাৎ, একটি দল দুটো ইনিংস মিলিয়ে ৪০ ওভার ব্যাটিং করবে। পুরো ম্যাচই শেষ হবে একদিনে। প্রতিটা দল ১৬ জনের স্কোয়াড নিয়ে তৈরি করতে পারবে দল। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ৮ জন ভারতীয় ও ৮ জন বিদেশি ক্রিকেটার রাখতে হবে। প্রথম মরসুমে থাকবে ছয়টি ফ্র্যাঞ্চাইজি। তিনটি ভারতের আর তিনটি অন্য দেশের। ক্রিকেটের এই সংস্করণ উদ্ভাবন করেছেন ওয়ান-ওয়ান সিক্স নেটওয়ার্কের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ক্রীড়া উদ্যোক্তা গৌরব বাহিরভানি।

সমালোচনার যোগ্য জবাব, ম্যাচসেরার পুরস্কার পেলেন শামি

১৮ রনজির প্রথম ম্যাচে নাটকীয় জয় বাংলার। তৃতীয় দিনের শেষে মনে হয়েছিল ম্যাচটা ড্রয়ের দিকে যাচ্ছে। সেই ম্যাচে উত্তরাখণ্ডকে ৮ উইকেটে হারাল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। যার নেপথ্যে মহম্মদ শামি। সমস্ত সমালোচনার জবাব দিয়ে চতুর্থ দিন দাপুটে বোলিং উপহার দিলেন। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত আকাশ দীপ, ঈশান পোড়েলদের। দ্বিতীয় ইনিংসে উত্তরাখণ্ড শেষ হল ২৬৫ রানে। ১৫৬ রান তাড়া করতে নেমে সহজেই লক্ষ্যপূরণ করল বাংলা। ২ উইকেটে ১৬৫ রান নিয়ে চতুর্থ দিন শুরু করে উত্তরাখণ্ড। ৫৫ রানে এগিয়ে ছিল তারা। ২০৩ বলে ৬৮ রানে অপরাজিত ছিলেন কুণাল চান্ডেলা। কিন্তু শনিবার মাত্র ৪ রান যোগ করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। ৭২ রানে তাঁকে এলবিডব্লিউ করলেন শামি। এরপর বাংলার পেসাররা রীতিমতো জ্বলে উঠলেন। যার কাণ্ডারি শামিই। তাঁকে দেখেই উদ্বুদ্ধ হয়ে আকাশ দীপ, ঈশান পোড়েলরাও ২২ গজে আগুন ঝরালেন। একটা সময় ১৮৯ রানে

৬ উইকেট খুইয়ে বিপাকে পড়ে গিয়েছিল উত্তরাখণ্ড। সেখান থেকে যুবরাজ চৌধুরী এবং অভয় নেগি রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। তাঁদের জুটিতে ওঠে ৬৪ রান। সেই সময় ফের পরিত্রাতার ভূমিকায় শামি। ফেরান নেগিকে। এরপর উত্তরাখণ্ডের ইনিংস শেষ হতে বেশি সময় লাগেনি। বাংলার হয়ে শামি নিলেন ৩৮ রানে ৪ উইকেট। আকাশ দীপ এবং ঈশান পোড়েলের শিকার ২ উইকেট। বাকি দু’টি উইকেট ভাগ করে নিয়েছেন সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল এবং সুনীল ভাটি। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আগ্রাসী শুরু করেন বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু। তিনি শেষমেশ ৮২ বলে ৭১ রানের অধিনায়কোচিত ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। ৪৬ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলেন সুদীপ কুমার ঘরামি। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলে তাঁর সংগ্রহ মূল্যবান ৪৬ রান। মাত্র ২৯.৩ ওভারে ১৫৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে করে ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে বাংলা। দু’টি ইনিংস মিলিয়ে ৭ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন মহম্মদ শামি। এই পারফরম্যান্সই বুঝিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া সফরে তাঁর ভারতীয় দলে থাকা উচিত ছিল।

দীপাবলির আগেই প্রথম ভারতীয় মহিলা তিরন্দাজ হিসাবে বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জয় জ্যোতির

১৮ অক্টোবর ঃ দীপাবলির আগেই উজ্জ্বল জ্যোতি। এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন। এবার সাফল্য তির ঃদাজির বিশ্বকাপেও। ভারতের প্রথম মহিলা কম্পাউন্ড তির ঃদাজ হিসাবে ইতিহাস গড়লেন জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম। শনিবার চিনের নানজিংয়ে আর্চারি বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি। ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে লড়াইটা সহজ ছিল না জ্যোতির কাছে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিশ্বের দু’নম্বর ইংল্যান্ডের এলা গিবসন। যদিও জ্যোতির নিখুঁত নিশানার সামনে হার মানেন এলা। ১৫ বারই ১০ পয়েন্ট করে স্কোর করেন ভারতীয় তিরন্দাজ। বিশ্ব তিরন্দাজিতে এটাও একটা নজির। সব মিলিয়ে ১৫০-র ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছন জ্যোতি। অন্যদিকে, এলার সংগ্রহ ছিল ১৪৫। তাঁর এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত দেশবাসী। মহিলাদের কম্পাউন্ড ইভেন্টে যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন মধুরা ধমনগাঁওকরও। যদিও প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে, পুরুষদের কম্পাউন্ড ইভেন্টে ঋষভ যাদব খেলবেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী কিম জঙ্গো। উল্লেখ্য, ঋষভ এবং জ্যোতি গত জুলাইয়ে মোট ৭০ বার ‘ আই’ ভেদ করে ১৪৩১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে বিশ্বরেকর্ড তৈরি করেছিলেন।লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে যুক্ত হতে চলেছে তিরন্দাজির কম্পাউন্ড বিভাগ। ১৯৭২ সালে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে গেমসে নিয়মিত অংশ হয়ে উঠেছে তিরন্দাজি। এতদিন শুধু রিকার্ভ বিভাগই আয়োজন করা হত। তবে গেমসের পরবর্তী সংস্করণে কম্পাউন্ডের মিক্সড টিম ইভেন্টও থাকছে। কম্পাউন্ডের মিক্সড টিম ইভেন্টে গত কয়েক বছরে একতরফা দাপট দেখিয়েছেন এদেশের তিরন্দাজরা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে এশিয়ান গেমসের শেষ সংস্করণ, প্রায় সব বড় আসরেই সোনা জিতেছেন

রনজি অভিষেকে দ্বিশতরানে অনন্য নজির গোয়ার ক্রিকেটারের

১৮ অক্টোবর ঃ তারকার জন্ম দেয় রনজি ট্রফি। এ কথা প্রমাণিত হল ফের। প্রথম শ্রেণির এই ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি হয়েছে গোয়া এবং চণ্ডীগড়। সেই ম্যাচে অনন্য নজির গ।ছেন অভিনব তেজরানা। ঘরোয়া ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচে নেমেই দ্বিশতরানে ইতিহাস গড়লেন ২৪ বছর বয়সি এই ক্রিকেটার। এমন রেকর্ড কিন্তু শচীন তেণ্ডুলকর, বিরাট কোহলিদেরও নেই। গোয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে রনজির প্রথম দিনের শেষে অভিনব অপরাজিত ছিলেন ১৩০ রানে। দ্বিতীয় দিন উইকেট কামড়ে পড়ে থেকে ৩০১ বলে ডবল সেঞ্চুরি করলেন। গোয়ার প্রথম ব্যাটার হিসাবে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। রনজি ট্রফির ইতিহাসে ১৩তম ব্যাটার হিসাবে এই নজির গড়লেন তিনি। এই তালিকায় রয়েছেন গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ এবং ঘরোযা.ক্রিকেটের ‘ অমল মুজুমদার। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে গোয়ার হয়ে অভিষেক ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন শচীনপুত্র অর্জুন তেণ্ডুলকর। রাজস্থানের বিপক্ষে ওই ম্যাচে ২০৭ বলে ১২০ রান করেছিলেন অর্জুন। তবে তিনি ডবল সেঞ্চুরি করতে পারেননি। এই দিক থেকে দেখতে গেলে অর্জুনকে পিছনে ফেলেছেন অভিনব।

বাঁ-হাতি ব্যাটার অভিনবের ২০৫ রান ছাড়াও ডবল সেঞ্চুরি করেছেন ললিত যাদবও। তাঁর সংগ্রহ ২১৩ রান। জোড়া ডবল সেঞ্চুরিতে ভর করে গোয়া প্রথম ইনিংসে করে ৫৬৬ রান। জবাবে চণ্ডীগড় ১৩৭ রানে গুটিয়ে যায়। ফলো-অন খেয়ে ফের ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে চণ্ডীগড় করেছে ৩ উইকেটে ১৫৯। এখনও ২৭০ রান পিছিয়ে তারা। অর্থাৎ, চতুর্থ দিন ম্যাচ জিতে পুরো পয়েন্ট পাওয়ার লক্ষ্যে নামতে চলেছে গোয়া।

এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বে ভরাডুবির পর র‍্যাঙ্কিংয়েও পতন, ৯ বছরে নিকৃষ্টতম দশা ভারতের

১৮ অক্টোবর ঃ কাফা কাপে ব্রোঞ্জ জিতেও ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে অবনমন

ঘটেছিল ভারতের। এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভরাডুবির পর সেই দশা অব্যাহত সুনীল ছেত্রীদের। ফিফা ক্রমতালিকায় আরও দুই ধাপ নেমে ভারতের বর্তমান র‍্যাঙ্কিং ১৩৬। যা গত ৯ বছরে ভারতের সবচেয়ে খারাপ র‍্যাঙ্কিং।

কাফা নেশনস কাপে ভালো খেলেছিল ভারত। দায়িত্ব দিয়ে দলকে সাফল্য এনে দিয়েছিলেন খালিদ জামিল। কিন্তু সেই ‘ ভব’ দশা ভারতীয় ফুটবলের। এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে ড্র ও একটি ম্যাচে হেরেছে ভারত। যার ফলে এশিয়ান কাপে খেলার আশা শেষ। আর সেই সঙ্গে র‍্যাঙ্কিংয়ে পতন ঘটে ভারত এখন আছে ১৩৬ তম স্থানে।

২০১৬ সালের ২৪ নভেম্বর মাসের পর এটাই ভারতের সবচেয়ে খারাপ র‍্যাঙ্কিং। দুর্দশার কথা ধরলে, ২০২৩-র পর ব্লু টাইগাররা আর সেরা ১০০-র মধ্যে ঢোকেনি। তারপর স্টিমাচ গিয়েছেন, মানোলো মার্কেজ গিয়েছেন, খালিদ জামিল এসেছেন। র‍্যাঙ্কিংয়ে এবারও পরিস্থিতির উন্নতি হল না। সেখানে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ একধাপ উঠেছে। তবে হামজা চৌধুরীরাও এশিয়ান কাপে খেলার ছাড়পত্র পায়নি। পাকিস্তানের বিমান হানায় মৃত আফগানিস্তানের ৩ ক্রিকেটার, প্রতিবাদে ত্রিদেশীয় সিরিজ বাতিল রশিদদের

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে রয়েছে স্পেন। একধাপ উঠে দ্বিতীয়স্থানে আছে আর্জেন্টিনা। পতন ঘটেছে ফ্রান্স ও ব্রাজিলের। প্রথম দশের দেশগুলি হল, স্পেন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, ব্রাজিল, বেলজিয়াম, ইটালি ও জার্মানি।

পাকিস্তানের বিমান হানায় মৃত আফগানিস্তানের ৩ ক্রিকেটার, প্রতিবাদে ত্রিদেশীয় সিরিজ বাতিল রশিদদের

বিশেষ প্রতিবেদক, ১৮ অক্টোবরঃ সংঘর্ষ বিরতির পরও আফগানিস্তানে আচমকা বিমান হানা চালিয়েছে পাকিস্তান। শুক্রবারের এই আক্রমণে মৃত্যু ঘটেছে ৩ ক্রিকেটার-সহ অন্তত ৮ জনের। পাকিস্তানের এই ‘ আক্রমণের প্রতিবাদে ফুঁসে উঠলেন আফগান ক্রিকেটার রশিদ খান। সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে আগামী মাসে পাকিস্তানে আয়োজিত ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট থেকে নামও প্রত্যাহার করে নিয়েছে আফগানিস্তান। যে টুর্নামেন্টে পাকিস্তান, আফগানিস্তানের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কারও খেলার কথা ছিল। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে যে তিন ক্রিকেটারকে শনাক্ত করা হয়েছে, তাঁদের নাম কবির, সিবঘাতুল্লাহ ও হারুন। তিনজনই স্থানীয় ক্রিকেটার। জানা গিয়েছে, তাঁরা একটি প্রীতি ম্যাচ খেলে পক্তিতা প্রদেশের উর্গুন থেকে শারানা অঞ্চলে ফিরছিলেন। সেই সময় পাক বিমান হানায় তিনজনের মৃত্যু ঘটে। এসিবি-র তরফ থেকে পাকিস্তানের এই আক্রমণকে ‘ বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে জল্পনা সত্যি করে আগামী মাসে পাকিস্তানে আয়োজিত ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নামও প্রত্যাহার করে নিয়েছে আফগানিস্তান।তিন ক্রিকেটার-সহ ৮ জনের মৃত্যু ক্ষুব্ধ আফগান ক্রিকেটাররাও। রশিদ খান সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘ বিমান হানায় আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই আক্রমণ মহিলা-শিশুর পাশাপাশি তরুণ ক্রিকেটারদের জীবন কো। নিয়েছে। যারা দেশকে

বিশ্বমঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখত। নিরপরাধ, সাধারণ মানুষকে হত্যা করা অমানবিক ও বর্বরোচিত ঘটনা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই ঘৃণ্য অপরাধ ভোলা যাবে না। এই কঠিন সময়ে আমি মানুষের পাশে আছি, জাতীয় মর্যাদা সবার আগে। এই পরিস্থিতিতে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজ বাতিলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।’ ৫ নভেম্বর থেকে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা ছিল। ম্যাচগুলি হওয়ার কথা পাকিস্তানের মাটিতেই। এর মধ্যে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়ায় আদৌ এই টুর্নামেন্ট হবে কি না সেই প্রশ্ন উঠেছিল। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড আগেভাগেই বিকল্প পথ খোঁজা শুরু করে। এমনকী আইসিসি’র দ্বারস্থ হন পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি। এবার পাকিস্তানের বিমান হানার প্রতিবাদে ত্রিদেশীয় সিরিজ বাতিল করে দিল আফগানিস্তান। এমনিতেই ক্রিকেট দুনিয়ায় পাকিস্তানকে কোণঠাসা করে রেখেছে ভারত। এশিয়া কাপে হাত মেলায়নি, নকভির থেকে ট্রফিও নেননি সূর্যকুমাররা। এবার আফগানিস্তানও বয়কটের পথ নেওয়ায় পাকিস্তান আরও ‘ হয়ে যাবে বলে ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের।

তিনটে সেঞ্চুরি করলেও জায়গা নিশ্চিত নয়! রোহিত-কোহলির ভবিষ্যৎ ‘নির্ধারণ আগরকরের

১৮ অক্টোবর ঃ রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি কি ২০২৭-র বিশ্বকাপে খেলবেন? দুজনেই এখন আর টি-টোয়েন্টি ও টেস্টে খেলেন না। অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য যে ওয়ানডে দল ঘোষণা হয়েছে, সেখানে দুই মহাতারকাই আছেন। তবে রোহিত শর্মা আর এখন অধিনায়ক নন। মনে করা হচ্ছে ২০২৭-র বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দল গোছানো হচ্ছে। সেখানে নেতৃত্ব দেবেন শুভমান গিল। ফলে জল্পনা চলছেই। সেটাকে আরও বাড়িয়ে দিল নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের মন্তব্য।

বিশ্বকাপের সময় রোহিতের বয়স হবে ৪০, কোহলি ৩৮। ফর্ম ও ফিটনেস নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠবেই। বলা যায়, আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে দুজন কীরকম খেলেন, সেদিকে সবার নজর থাকবে। আগরকর বলছেন, ওরা অস্ট্রেলিয়ায় দলের সঙ্গে আছে। ওরা দুজনেই অসাধারণ প্লেয়ার। কিন্তু দু’বছর পর কী পরিস্থিতি হবে এখনই বলা কঠিন। কে জানে, নতুন প্লেয়াররা এসে ওদের জায়গা দখল করে নেবে কি না। দুজনেই ভালো প্লেয়ার, প্রতি ম্যাচে ওদের পরীক্ষা দিতে হবে না। আবার এটা ভাবলেও ভুল হবে, অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনটি সেঞ্চুরি করলেই ২০২৭-র বিশ্বকাপে খেলবে। আমাদের সব পরিস্থিতি ভেবে দেখতে হবে।

প্রায় একই কথা বলেছেন গৌতম গম্ভীরও। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জয়ের পর হেড কোচ বলেছিলেন, ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ এখনও আ।াই বছর দূরে। আমার মতে, বর্তমান সময়ে থাকাটাই ভালো। সেটাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঠিক যে, দুজনেই খুব ভালো প্লেয়ার। অস্ট্রেলিয়ার ওদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। আশা করি, দুজনেই অস্ট্রেলিয়ায় সফল হবে। আর যদি সফল না হয়? দুজনেই দীর্ঘদিন ধরে ভারতের হয়ে পারফর্ম করে এসেছেন। সেক্ষেত্রে একটা সিরিজ ব্যর্থ হলেই কি তাঁদের ‘ নিশ্চিত?

এবার আগরকরও বলছেন, সেঞ্চুরি করলেই জায়গা হবে না। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ শুরুর আগে এটা কি রো-কো’র উপর চাপ বাড়ানোর একটা পদ্ধতি? নাকি কার্যত জানিয়েই দেওয়া হল, ২০২৭ বিশ্বকাপে তাঁদের জায়গা হবে না? উত্তরটা সময়ই বলবে।

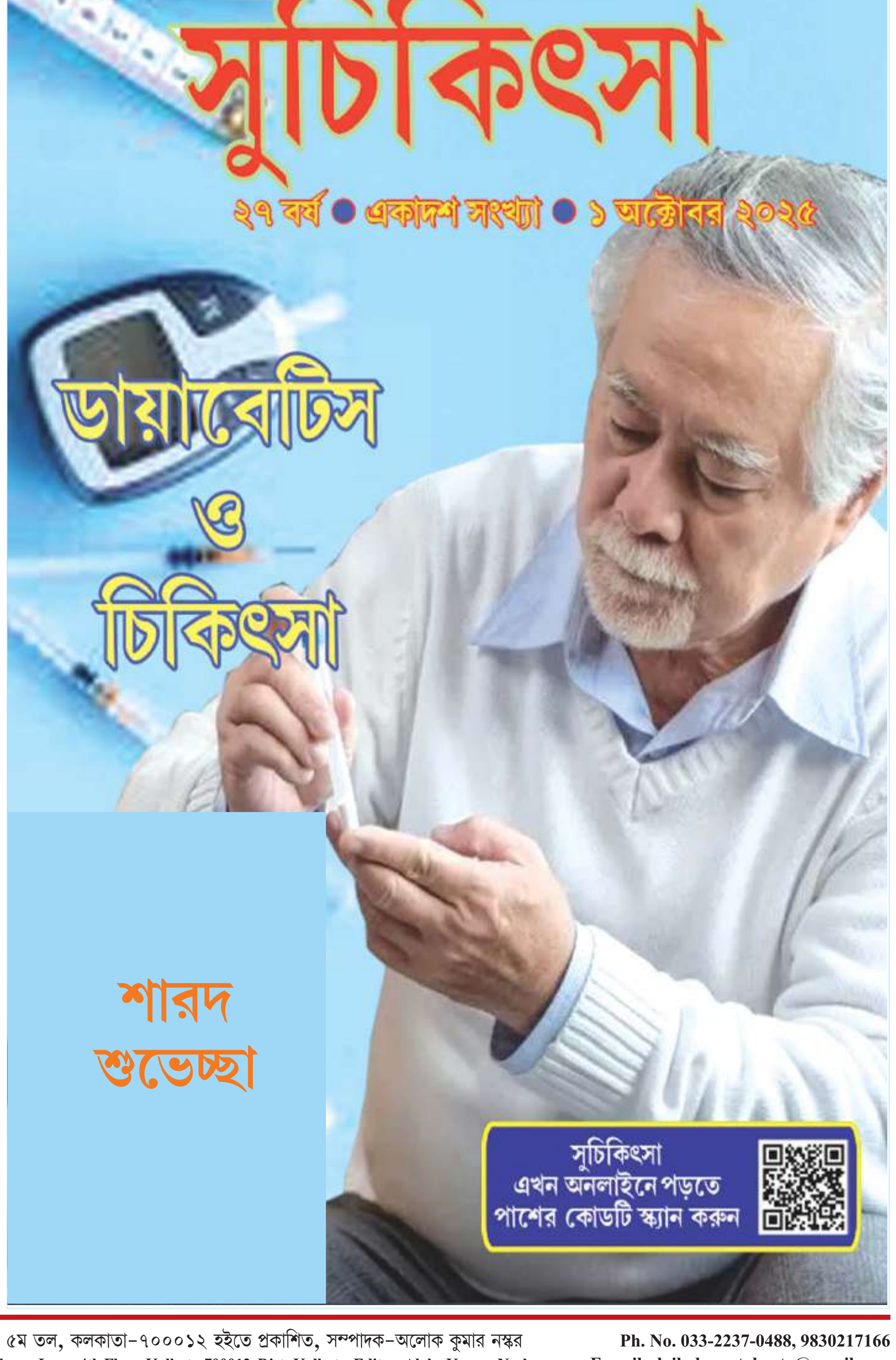

মায়ামিতে বার্সার ম্যাচ আয়োজন নিয়ে লা লিগার খেলোয়াড়দের প্রতিবাদ

১৮ অক্টোবর ঃ লা লিগার একটি ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে আয়োজনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন লিগটির খেলোয়াড়েরা। তবে শুক্রবার রাতে প্রথমবারের মতো করা প্রতিবাদটি সরাসরি টেলিভিশনে দেখানো হয়নি। রিয়াল ওভিয়েদো ও এস্পানিওলের মধ্যকার ম্যাচ সম্প্রচারের সময় খেলার প্রথম ২৫ সেকেন্ডে মাঠের পরিবর্তে স্টেডিয়ামের বাইরের দৃশ্য দেখানো হয়। কারণ, সে সময় খেলোয়াড়রো খেলা থামিয়ে ১৫ সেকেন্ডের নীরব প্রতিবাদ জানান। ম্যাচটি মাঠে গড়ানোর কয়েক ঘণ্টা আগে স্প্যানিশ ফুটবলারদের সংগঠন (এএফই) ঘোষণা দেয়, শুক্র থেকে সোমবার পর্যন্ত নবম রাউন্ডের প্রতিটি ম্যাচের শুরুতেই খেলোয়াড়রো একইভাবে প্রতিবাদ জানাবেন। লিগের ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়ার পরিকল্পনার বিরোধিতা করেই তাদের এই প্রতিবাদ। খেলোয়াড়দের সংগঠন এএফই এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘ প্রতীকীভাবে প্রতিবাদ জানাবে, যেন লা লিগার যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাচ আয়োজনের সম্ভাবনা নিয়ে নেওয়া সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতার অভাব, সংলাপের ঘাটতি এবং নীতিগত অসংগতির বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান তুলে ধরা যায়।’গত সপ্তাহে লা লিগা আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়, আগামী ২০ ডিসেম্বর বার্সেলোনা ও ভিয়ারিয়ালের মধ্যকার ম্যাচটি মায়ামিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় এএফই জানিয়েছে, শীর্ষ লিগে ২০ দলের অধিনায়করা সবাই এ প্রতিবাদের সিদ্ধান্তে একমত। সংগঠনটি আরও জানিয়েছে, বার্সেলোনা ও ভিয়ারিয়ালের খেলোয়াড়দের তারা এই প্রতিবাদে অংশ নিতে বলেনি যদিও তারা ‘ মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত’। আজ রাতে লা লিগার ম্যাচে বার্সেলোনা মুখোমুখি হবে জিরোনার আর ভিয়ারিয়াল খেলবে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে। গত শুক্রবার বার্সেলোনা কোচ হান্সি ফ্লিক যুক্তরাস্ট্রে ম্যাচ খেলা নিয়ে তাঁর এবং এবং খেলোয়াড়দের অসন্তোষের কথা জানান। ৭ হাজার ২০০ কিলোমিটার (৪,৫০০ মাইল) দূরে গিয়ে মৌসুমের একটি নিয়মিত ম্যাচ খেলা নিয়ে কেউ খুশি নন বলে জানিয়েছেন ফ্লিক, ‘ খেলোয়াড়েরা খুশি নয়, আমিও খুশি নই। কিন্তু লা লিগা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমাদের এই ম্যাচ খেলতেই হবে।’ বার্সেলোনা সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন যে আমেরিকান ক্রীড়া বাজারে লা লিগার আরও প্রসার ঘটানোর একটি বড় সুযোগ। তবে ফ্লিক এবং তাঁর খেলোয়াড়দের কাছে ব্যাপারটি মূলত অতিরিক্ত ভ্রমণের চাপ, বিশেষ করে শীতকালীন বিরতির ঠিক আগে। পাশাপাশি আগামী ৭ জানুয়ারি স্প্যানিশ সুপার কাপে খেলতে বার্সেলোনাকে আবারও সৌদি আরবে যেতে হবে।বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়ালের লা লিগা ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে আয়োজন করা হতে পারে-এ গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। নানামুখী আপত্তিতে প্রচেষ্টাটি আলোর মুখ দেখে কি না, তা নিয়ে শঙ্কা ছিল। তবে ৬ অক্টোবর উয়েফার বিবৃতিতে বলা হয়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুটি দলের লিগ ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে আয়োজনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে তারা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com